# প্রেত-তত্ত্ব।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
প্রণীত।



প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক
শ্রীনবকুমার দত্ত।

কলিকাতা।

৫০।১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।

১৩১৫।

মূল্য ॥০ আট আনা।

[illegible] "অবসর [illegible]" হইতে

শ্রী [illegible] মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।



# প্রেত-তত্ত্ব।



## প্রেত কি ?

প্রেততত্ত্ব জানিতে হইলে, প্রেত কি, সে কথাটা আগে জানিয়া রাখা উচিত। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা,—এদেশে এ কথার পরিচয় দিতে, সবিশেষ প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না। অনন্তকাল হইতে এদেশের লোক জানিয়া আসিতেছেন, মানুষের জীবাত্মা পার্থিব জীবনে যে লালসা-বাসনা লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, বিদেহী অবস্থায় অর্থাৎ স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণের পর, সেই লালসা-বাসনার আকর্ষণে—পাপের প্রলোভনে কিছুদিন জড়জগতে ঘুরিয়া বেড়ায়। পৃথিবীর জীবকে দর্শন দেয়—পৃথিবীর লোকের সঙ্গে পার্থিব কার্য্যে যোগদান করে,—ইচ্ছামত পৃথিবীর দেহ ধারণ করে—আবার ইচ্ছামত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম অবস্থায় 'নিরাকৃতি বায়ুভূত নিরাশ্রয়' হইয়া প্রেতলোকে বিচরণ করে। তাহার প্রমাণ জন্য এস্থলে আমরা কোন বিজ্ঞানের আশ্রয় লইব না,—কোন দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্রের মতামত তুলিব না। কেননা, আমাদের গ্রন্থ কলেবর ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহা সম্ভবে না। তবে প্রেতজীবন লাভ করিয়া জীব যে প্রকারে কর্ম্মভোগ করে, যে প্রকারে তাহার পার্থিব জীবনের লালসা-বাসনার—পাপ পুণ্যের কর্ম্মভোগ শেষ করিতে থাকে, সেই সকল কাহিনী—সেই সকল ইতিহাস এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিব।

মানুষ মরিয়া যায়,—মরিয়া কোথায় যায়, সে সকল কথা লইয়া আন্দোলন করা, বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তবে মরিতে হয়, সকলেরই। মরিবে সকলেই।

মানব এ সংসারে আইসে, নূতনত্ব প্রকটন করিতে। এ নূতনত্ব প্রকটনে তাহার স্বার্থ কি, নূতনত্বের উদ্দেশ্য কি, এবং ইহ সংসারে এ নূতনত্বের স্বার্থকতাই বা কি, তাহা সে জানে না। নূতনত্ব প্রকটন করে মানব,—কিন্তু সে নূতনত্ব, প্রকটন কারীর অপেক্ষা রাখে না। ক্রিয়া, কর্ত্তার অপেক্ষা না রাখিয়া স্বয়ংই কৃত হয়,—কর্ত্তা অনাসঙ্গ ভাবে ক্রিয়ায় যোগ দিয়া কৃত-কার্য্যতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে মাত্র। পরন্তু এ বিধানে মানবের ললাট-লিপি বা জন্ম মরণের কোষ্ঠি পত্রিকা।

এ নূতনত্বের শ্রেণী নির্দ্দেশ হয় না। কেন না, এ সংসারের কোনও দুই বস্তু এক নহে। আমার দৃষ্টিতে যাহা এক বলিয়া বোধ হয়, অভ্যন্তর দেখিতে গেলে, নানা অনৈক্য তখন দেদীপ্য-মান নয়নগোচর হইবে। যাহা বস্তুগত্যা ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট—তাহার কখনও শ্রেণী নির্দ্দেশ হইতে পারে না;—সুতরাং ইহ জগতের তাবৎ বস্তুই নূতনত্বে পূর্ণ;—তবে যে, নূতনত্বের শ্রেণী নির্দ্দেশ, তাহা অতি স্থূল। সেই নূতনত্বের যে বাহ্য দৃশ্য, এবং বাহ্যদৃশ্যের যে রূপান্তর বা প্রকৃতি বিপর্য্যয়, তাহার নাম অবস্থা। মানব প্রকৃতির অঙ্কে যখন যেভাবে নূতনত্ব প্রকটিত করে, তখন সেই ভাবাদির অবস্থা সংযোগ এক এক নামে নামিত হয়। সেই অবস্থা পর্য্যায়ের নাম বাল্য, কৈশোর প্রভৃতি দশা বা অবস্থা।

প্রেতত্ব অবস্থা। হিন্দু শাস্ত্রে প্রেত্যভাব বলে। আত্মা অজর অমর, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য ও অবিনাশী। নূতনত্ব প্রকটন

করিতে কেবল দশা বিপর্য্যয়। মৃত্যু তাহাকে নূতনে আনে,—কুঁড়ি যেমন ফুলে পরিণত হয়, মৃত্যু তেমনি অবস্থার বিকাশ করে। পার্থিব মরণ ও জীবনের মধ্যভাবকে প্রেত্য ভাব বলে।

যেমন বাল্য কৈশোর যুবা প্রৌঢ় প্রভৃতি অবস্থা, তদ্রূপ প্রেত-তত্ত্ব অবস্থা। তবে সকলে যে, প্রেত ভাবে দর্শন দেয় না,—সকলে যে প্রেতজীবনের ক্রিয়া করে না, তাহার কারণ, তাহাদের প্রেতজীবন সুখ ও শান্তিময়। হয়ত তাহারা পিতৃ-লোকে, নয়ত স্বর্গ-লোকে শান্তি উপভোগ করে। আর যাহারা পার্থিব জীবনের বাসনা বিদগ্ধ লালসা-ক্লিষ্ট—তাহারা উর্দ্ধ রাজ্যে গমনে অক্ষম,—কাজেই বৈতরণীর কুলে কুলে কাঁদিয়া ফিরে। লালসা বাসনার অনল আকর্ষণে পৃথিবী ছাড়িতে পারে না,—সাধারণে সে সকল প্রেতের দর্শন পায়, বা তাহারা দর্শন দান করে। অনেক দুরাত্মা পৃথিবীর মানুষের উপর—আত্মীয় স্বজনের উপরে নানাবিধ অত্যাচারও করিয়া থাকে।

চেষ্টা করিয়া মানুষ প্রেতগণকে পিতৃলোক বা স্বর্গলোক হইতে আনয়ন করিতে সক্ষম হয়,—উর্দ্ধ রাজ্যে গমনে যাহারা অক্ষম, তাহাদিগকে আনয়ন করা যত সহজ, পিতৃলোক হইতে আনয়ন করা, আবার তদপেক্ষা কঠিন,—স্বর্গলোক হইতে তদপেক্ষা আরও কঠিন।

অনেকে মনে করিতে পারেন, মানুষ মরিলেই যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন প্রেত হইয়া থাকে কে,—অতএব কথাটা বুঝি ভ্রান্ত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জন্ম-মরণের বা, মরণ-জননের মধ্যবর্ত্তী অবস্থাকেই প্রেত্যভাব বলে। জীব পৃথিবীতে থাকিয়া

যে সকল কর্ম্ম করে, তাহার ফলভোগ করিতে হয়,—কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে; তা সুকর্ম্মই হউক, আর কুকর্ম্মই হউক। ইহজীবনেই হউক, আর পরজীবনেই হউক।

মৃত্যুর পরে সঞ্চিত কর্ম্মফলভোগ কি প্রকারে সম্পাদিত হয়, তুমি আমি ইহলোকের জীব সে কথা কি সহসা বুঝিতে পারিব?—বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে অনেকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। সে সকল নিয়মের কথা পরে বলিতেছি।

---

## অবস্থা।

বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় প্রভৃতি জীবের যে অবস্থার কথা বলিয়াছি,—সে কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি।

বয়স, দেহ ও মনের অবস্থানুসারে যেমন বাল্য-কৈশোর ইত্যাদি দশ অবস্থা, তদ্রূপ প্রতি অবস্থায় আবার সূক্ষ্মরূপে দশ অবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়।

(ক) আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা ভুলিয়া জীব যখন পর-কর্তৃক লালিত হইতে ক্ষুন্ন না হয়, তখন তাহার বাল্য অবস্থান।

(খ) জীব যখন সংসারের বাহিরে আসিয়া এবং সংসারের সুখ, বিপত্তি সুবিধা সুযোগের দিকে লক্ষ্য করিয়া নানা দেশ হিতকর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে যায়, তখন তাহার কৈশোর অবস্থা।

(গ) অহংকার, দম্ভ, তেজ, সাহস, বীরত্ব প্রভৃতি সিপাহীরা যখন হিতাহিত জ্ঞান, ধৈর্য্য ও সামঞ্জস্যের অপেক্ষা না রাখিয়া

স্ব স্ব প্রাধান্য কীর্ত্তনে স্ব স্ব ভাবং যত্র পর্য্যবসিত করিতে লালায়িত হয়, তখন যৌবন।

(ঘ) ঐ সকল আত্মোৎসর্গের পরিণাম যখন কেবল রাশি রাশি অকৃতকার্য্যতা টানিয়া আনে, আপনাকে উৎসর্গ করিলেও যখন কেহ লইতে চাহে না, উদ্দেশ্য সাধনে হতাশ হইয়া যখন আত্মপ্রতি দৃষ্টিপাতের অবসর হয় না,—কেবল উদ্দিষ্ট কার্য্যের অপকারিতা মাত্র হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ উঠিতে পড়িতে থাকে, তখন প্রৌঢ়াবস্থা।

(ঙ) প্রৌঢ়ের হতাশ-বিশুষ্ক হৃদয় যখন ইন্দ্রিয়-মনাদিকে শুষ্ক করিয়া দিয়া সংসারের নশ্বরতা ঘোষণা করে; ক্ষমতা, বুদ্ধি ও জ্ঞান এ তিনের অসদ্ব্যবহারের জন্য যখন মানসিক স্ফূর্ত্তি ও দৈহিক শক্তি ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান করিতে থাকে, যখন—"উৎপাটয়ামি গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষন্"—এ সকল খেয়াল ভুলিয়া "তৃণাদপি সুধীরেন" তরুরিব সহিষ্ণুনা" ভাবিয়া আত্মাহঙ্কার বিনষ্ট করিতে হয়, তখন বৃদ্ধ।

এই গেল দৈহিক পঞ্চাবস্থা। ইহার সহিত আর পাঁচটি আছে,—তাহাকে বলে ভাব পঞ্চ। এই দুই লইয়াই অবস্থা বা দশা দশটি। ভাবপঞ্চক এইরূপ,—

(১) পরকীয় মস্তকে হস্তাপমর্শ করিতে পারিলেই যখন ক্ষুধা নামক রাক্ষসীর ষোড়শোপচারে পূজা যুটিয়া যায়, তখন নিদ্রিত ভাব। এ ভাব বাল্যাবস্থা দোসর।

(২) আশা যখন মধুর গুঞ্জনে দুই একটি অস্ফুট অস্পষ্ট ইঙ্গিতে মানবকে সুখের আভাস দিয়া সাঁ করিয়া চলিয়া যায়, নিদ্রিত মানব তখন মোহের সংবেগে আলস্য-শয্যা ত্যাগ

করিয়া উঠিয়া বসে। এই ভাবের নাম জাগ্রৎ। কৈশোর ইহার মন্ত্রী।

(৩) আশা যে বহুদিন বিস্মৃত নষ্ট স্বপ্নার্দ্ধবৎ বিনোদ গীতি শুনাইয়া গিয়াছে, সংসারের বিভ্রান্ত সংসারীরা তাহার অবশিষ্টাংশ গাহিয়া দিল। তাহাদের অনুকূল চিন্তা ও জ্ঞানের দূরদৃষ্টি, ত্রিকাল দর্শিগণ হইতে যেন সীমাহীন। আত্মস্তরিতার পরিচ্ছেদে আবৃত আত্মশক্তি দিয়া তাহারা বিধাতৃ-বিধানও যেন নূতন করিয়া গড়িতে পারে;—অহংজ্ঞান সংশ্লিষ্ট তেজোগর্ব্ব জগতকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বয়ং এই বিশ্বরাজ্যের অভিনব সৃজনে যেন সিদ্ধহস্ত! এ সকলের সমবেত যত্নে জাগ্রৎ মানব—অদূরে দেখিল, আশাতীত সুন্দর, ধারণাতীত মনোহর, সীমাতীত মুগ্ধকর,—সুখের ভাণ্ডার পুরোভাগে যেন তাহারই জন্য সজ্জিত,—যেন অযাচিত ভাবে তাহার চরণে লুটাইতে তাহারই দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; একবার অনুমতির অপেক্ষামাত্র। মানব আর কি স্থির থাকিতে পারে? আপনার ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট জ্ঞান, মোহের আবেশে ডুবাইয়া দিয়া লুব্ধ সুখের আশায় মুগ্ধ মানব প্রাকৃন ছুট দিল। কিন্তু হায়, যত ছুট,—তত দূর! মানব ছুটিয়া যায় দশ হাত, সুখের ভাণ্ডার সরিয়া যায় বিশ হাত! সচল মানব যত ছুটে,—একটা অবস্থ, একটা অবস্থা তাহার দ্বিগুণ ছুটে! মানব অবাক্! এ ভাবের নাম, ভ্রান্ত। ইহার অনুরূপ অবস্থা, যৌবন।

(৪) আর কত ছুটাছুটি চলে? প্রকৃতি যথায় অনন্তগতি শালিনী তথায় ছুটাছুটির সীমা আছে কি? ছুটাছুটিতে তেজো-হ্রাস হইল, নিশ্বাস ঘন ঘন বহিল, ভ্রান্ত বিভ্রান্ত মানব সুখের আশায় হতাশ হইয়া, উৎসাহ তেজোদর্প অহঙ্কার হারাইয়া এক

গাছতলায় বসিয়া পড়িল! পরিশ্রমে দেহ শ্রান্ত, চিন্তায়-মন অবসন্ন,—বৃক্ষটি তিতেক্ষা। সাদা কথায়—'দূর কর ছাই।' মানব তিতিক্ষার ছায়ায় বসিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে সুখ-স্মৃতির উদ্দেশে বলিল—'দূর কর ছাই।' অমনি নিদ্রা। এ নিদ্রা সুখ নিদ্রা নহে, তখনও সুখ-স্মৃতির স্বপ্ন আছে। এ অবস্থা সুপ্ত। ইহার অনুচর প্রৌঢ়।

( ৫ ) এই সুখ-স্মৃতি যখন ফুরায়, মায়া-মোহ যখন 'দূর কর ছাই।' এই সুন্দর অভিনন্দন লইয়া দূরে চলিয়া যায়, তখনকার ভাবের নাম জড়তা; ইহার সহায় বার্দ্ধক্য। এই জড়তা হইতে আবার জীব-প্রবাহ, এই ভাবপঞ্চ ও অবস্থা পঞ্চের প্রকটন।

এই দশ দশায় মানব যে কর্ম্ম, করে, তাহার সংস্কার বা দাগ তাহার অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয়। কাজেই তাহার ভোগ চাই। প্রেত্যভাবে তাহার উপভোগ। তুমি বুঝিতেছ না, তুমি হাসির ছলে, খেলার কৌশলে যে সকল কার্য্য করিতেছ,—তোমার অন্তঃকরণে তাহার দাগ থাকিয়া যাইতেছে,—শক্তির অক্রিয়ত্ব কোথাও নাই। সে ক্রিয়া করিবেই—প্রেত জীবন সেই কর্ম্মসংস্কার বা ফলভোগ হয়। সেই ভোগান্তে তাহার শেষটুকু—সূক্ষ্মটুকু লইয়া জীব আবার জন্মগ্রহণ করে।

---

## প্রেততত্ত্বজ্ঞের আচার ব্যবহার।

যাঁহারা প্রেততত্ত্বজ্ঞ প্রেতজীবনের দ্বারা—অতিবাহিক আত্মারদ্বারা সংবাদ আনয়ন, তাহাদিগের দর্শন, তাহাদিগের দ্বারা রোগ আরোগ্য প্রভৃতি করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সংযমী ও শুদ্ধাচারী হইতে হয়। বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য

প্রেততত্ত্ব ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন।

তাঁহার সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে,—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, আত্মা অবিনশ্বর, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, আত্মার কিছুই অবিদিত নাই,—ইহা আমি বিশ্বাস করি।

তাবৎ মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ হইলেও সুরাপান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

অসত্য বাক্য পরিত্যাগ করিতে হইবে।

অত্যধিক স্ত্রী সংসর্গ ও বেশ্যাসক্তি নিষিদ্ধ।

সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকিবে, ও স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

অস্বাস্থ্যকর শাকাদি, দুর্গন্ধযুক্ত মৎস্য মাংসাদি এবং পচা বা বাসি দ্রব্যাদি, ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

ভূত আনয়ন করিবার ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ পরি বর্দ্ধন করিতে হয়। তদর্থে চিত্তকে স্থির করিতে হয়। যখন কোন প্রেতের কথা চিন্তা করিবে, তখন চিত্ত যাহাতে অন্য বিষয়ে লিপ্ত না হয়, ক্রমশঃ অভ্যাসে এরূপ করিতে হইবে। একমনে সেই প্রেতের কথা ভাবিতে হইবে,—এমন কি এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত একটি প্রেতকে নিবিষ্ট চিত্তে অনন্য মনে ভাবিতে হইবে। সে ভাবনা তৈলধারা বৎ অবিচ্ছিন্ন হইবে, অর্থাৎ তাহার মধ্যে অন্য কোন ভাবনা মুহূর্ত্তের জন্যও উদিত না হয়। এরূপ অবস্থা, অভ্যাসে আসিয়া থাকে।

প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বিপক্ষবাদীর সহিত বৃথা তর্ক করিবে না,—যাহারা বিশ্বাসী,—যাহারা সমধর্ম্মী, তাহাদের সহিত ঐ বিষয়ের আলোচনা করিবে।

যে ঘরে বসিয়া প্রেতের বিষয় চিন্তা করিবে, বা প্রেত আনয়ন করিবে, সে ঘরে অন্য কোন দ্রব্য থাকিবে না। মধ্যে এক খানি গোল ত্রিপদ টেবিল, এবং তাহার চারি ধারে কাঠের চেয়ার সাজাইয়া রাখিবে।

ঐ ঘরে নিত্য গঙ্গাজল ছিটাইবে, এবং ধূপ ধূনা পোড়াইবে।

ঐ ঘরের এক দিকে শীতল জল, রুমাল, আলো জ্বালিবার সরঞ্জাম, বস্ত্র খণ্ড, ছুরি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তু সজ্জিত রাখিবে।

গৃহ প্রবেশ কালে শুচি ভাবে ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে।

---

## প্রেতাবেশ।

অনেক স্থলে—পার্থিব আকর্ষণের বলে—পৃথিবীর অনেক লোকের উপরে প্রেতাবেশ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে দুইটি কারণের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। এক প্রেতের আত্ম পরিচয় প্রদানেচ্ছা ;—দ্বিতীয়,—আবিষ্টের উপর প্রেতের পার্থিব জীবনের প্রতিহিংসা সাধন!

মানুষ ইচ্ছা করিয়া, কাহারও উপরে প্রেতাবেশ করাইতে পারেন। আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে এই ক্রিয়া সাধন করা অতি সহজ হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে সে সমুদায় উপায়, পদ্ধতি ও প্রকরণ প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব। কেন না, যাঁহারা প্রথম শিক্ষার্থী, তাঁহাদিগকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইলে, অতি পরিস্কার ও বিস্তৃত ভাবে, তাহার প্রথম হইতে শিক্ষা দিতে হয়,—আর তাহার কল কৌশলগুলি অতি বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিতে হয়,—নতুবা প্রথম শিক্ষার্থীগণ ভাল করিয়া বুঝিতেও পারিবেন

না,—বিষয়গুলি হৃদ্‌গত না হইলে,—উপায়গুলি বিস্তৃতভাবে বুঝিতে না পারিলে, যাঁহারা প্রথম শিখিবেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কি প্রকারে? প্রেততত্ত্ব সীমাবদ্ধ—পুস্তক,—এবং অনেক গুলি বিষয়ের অবতারণা ইহাতে করিতে হইবে। বিশেষতঃ ইহা "প্রেততত্ত্ব" প্রেত আনয়ন প্রেত বশীভূত করা প্রভৃতির গ্রন্থ নহে। ইহাতে প্রেতের অলৌকিক কাণ্ড, প্রেতের অস্তিত্ব প্রভৃতির প্রমাণ সম্পাদক বিষয়ই লিখিত হইবে,—তবে এ স্থলে এতৎ সম্বন্ধীয় কয়েকটি বিষয় লিখিব,—যদ্দ্বারা প্রেততত্ত্ব পরিস্ফুট হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে কোন মানবের উপরে প্রেতাবেশ করিবার যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা আমেরিকার বৈজ্ঞানিক সমাজ হইতেই হইয়াছে। আমেরিকাতে যেরূপ ভাবে এই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান চলিতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, সত্বরই মৃত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ—আপ্যায়িত করা চলিবে।

যে সকল লোকের প্রতি ঐরূপ বিদেহী আত্মার আবির্ভাব ঘটে, তাহার দ্বারাতেই নানা উপায়ে প্রশ্নের উত্তর জানা যায়। ঐ সকল ব্যক্তি মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া, উত্তর প্রচার করে বলিয়া উঁহাদিগকে মিডিয়ম ( Mediam ) বলে। মিডিয়ম নানা প্রকার। তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র, অর্থাৎ যাহা সচরাচর দেখা যায়, তাহাই উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। লেখক মিডিয়ম।—এই প্রণালীতে প্রেতাবেশ করাইলে, মিডিয়ম অজ্ঞান হইয়া পড়ে, এবং হস্তে পেন্সিল দিয়া তাহার নীচে কাগজ ধরিলে প্রশ্নের উত্তর দেয়।

২। কথক মিডিয়ম।—ইহারা আপন ভাষায় কখনও বা প্রেতের ভাষায় উত্তর দেয়। যে ইংরেজী জানে না, প্রেত যদি পার্থিব জীবনে ইংরেজী ভাষা জানিত, তবে মিডিয়ম ইংরেজী ভাষায় কথা বলিতে পারিবে এবং গান না জানিলেও প্রেতাত্মা গান জানিলে, সুন্দর গান গাহিতে পারিবে।

৩। শব্দকারী মিডিয়ম।—ইহারা টেবিলের গায়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করতঃ প্রশ্নের উত্তর দেয়।

৪। আরোগ্যকারী মিডিয়ম।—অচৈতন্য অবস্থায় রোগের কথা বলিলে, নানাবিধ ঔষধের কথা বলিয়া দেয়,—রোগীকে স্পর্শ করিয়া রোগ আরাম করিয়া দেয়।

৫। সর্ব্বজ্ঞ মিডিয়ম।—ইহারা অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা সমূহ প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করে ও বলিয়া দেয়।

৬। ফটোগ্রাফি মিডিয়ম।—ইহারা মৃতাত্মার ছায়া-ছবিতুলিয়া দিতে পারে। মার্কিন প্রদেশের প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের মৃত্যুর পর বিবি লিঙ্কনল্ এইরূপে তাঁহার স্বামী শূন্যের ছবি তুলিয়া লইয়াছিলেন।

৭। বার্ত্তাবহ মিডিয়ম্।—কোনও মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পত্রাদি লিখিয়া শীল মোহর করিয়া দিলে উপরি পৃষ্ঠায় অবিকল সেই মৃত ব্যক্তির হস্তাক্ষরে পত্রের যথাযথ উত্তর পাওয়া যায়। নিউইয়র্ক নগরে মাষ্টার মার্লস্ কিন্তু প্রথমে এইরূপ মিডিয়ম্ হন।

৮। ছায়া মূর্ত্তি মিডিয়ম।—মিডিয়ম্ অজ্ঞান হইলে প্রেতাত্মা তাহার দেহস্থ শক্তি লইয়া ছায়ামূর্ত্তি রূপে চক্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। দূর হইতে নানাবিধ দ্রব্যাদি আহরণ

করিতে পারে। হোসেন খাঁ নামক একজন প্রেততত্ত্বজ্ঞ কলিকাতার রাজা দিগম্বর মিত্রের বাটীর তেতালা ঘরে বসিয়া দর্শকগণকে নানাবিধ মদ খাইতে দিয়াছিল। হীরালাল শীলের বৈঠকখানায় চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়া উইলসন্ সাহেবের হোটেলের চারিজন লোকের উপযুক্ত খাদ্য দিতে বলা হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে হোসেন খাঁ বাহিরের লোক দিগকে ডাকাইয়া ঐ খানা খাইতে দেন। ঐ সকল ডিসে উইলসনের নাম পর্য্যন্ত খোদিত ছিল। আমেরিকা বাসী ডিবনপোর্ট ব্রাদার ও প্রফেসরফয় এদেশে আসিয়া নানা প্রকার অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় থাকিতেন, এবং অন্ধকার ঘরে দর্শকগণের মস্তকের উপরে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া বেড়াইত। আমাদের দেশের অনেক 'ওঝা' এরূপ ভাবে চক্র করিয়া থাকে।

---

## মিডিয়ম হইবার উপায়।

এ স্থলে আমরা যে উপায় বলিব, তদ্দারা প্রথম শিক্ষার্থীর সবিশেষ উপকার হইবে কি না, বলিতে পারি না।' সে স্বতন্ত্র ভাবে শিক্ষা দিতে হয়,—স্বতন্ত্র ভাবে লিখিতে হয়; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ গ্রন্থে তাহার স্থল নাই। স্থূলতঃ কয়েকটি কথা এস্থলে লিখিত হইল মাত্র :

১ একটা টেবিলের চারিদিকে চৌকি কেদারা Chair রাখ। গদিমারা কেদারা না হয়, বেত দিয়া ছাওয়া হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু কাটমারা কেদারাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

২ তিন জনের কম এবং দশ জনের অধিক লোক চক্রে বসিবে না।

৩। সকলেই কেদারায় স্থির ভাবে বসিবে। একজনের দক্ষিণ হস্ত ও অপরের বাম হস্ত যেন সংলগ্ন থাকে।

৪। পুরুষ ও স্ত্রী গৌর ও কৃষ্ণ, মোটা ও রোগা, নির্ব্বোধ ও বুদ্ধিমান, অলস ও পরিশ্রমী ইত্যাদি বিপরীত প্রকৃতির ব্যক্তি পাশাপাশি বসিবে।

৫। মন হইতে সাংসারিক চিন্তা ও কাম ক্রোধ লোভাদি বিদূরিত করিয়া দিয়া পরস্পর ধর্ম্মালাপ করিবে. অথবা একজন কোন ধর্ম্ম পুস্তক পড়িতে থাকিবে বা ধীরে ধীরে গীত গাহিবে।

৬। যদি কোন নির্দ্দিষ্ট আত্মাকে আনিতে হয়, তবে তাহাকে এক মনে ভাবিতে থাকিবে। আর যে কোন আত্মা আসিলেই হইল এরূপ হইলে চরিত্র চিন্তার প্রয়োজন নাই।

৭। যাহারা চক্রে বসিবে, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের হিংসা, ঘৃণা বা ধর্ম্ম বিষয়ে মতানৈক্য না ঘটে।

৮। মদ্যাদি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া চক্রে বসিবে না।

৯। নাস্তিক ও পাপকর্ম্মেরত ব্যক্তিকে চক্রে স্থান দিবে না।

১০। চক্রে বসিবামাত্রেই যে, প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটে, তাহা নহে। ১০।১৫ দিন বসিতে বসিতে তবে মিডিয়ম স্থির হয়।

১১। যত দিন মিডিয়ম স্থির না হয়, ততদিন স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বসা আবশ্যক। মিডিয়ম স্থির হইয়া গেলে, আর স্থান পরিবর্ত্তন করিবে না।

১২। চক্রের এক একজন কর্ত্তা হওয়া আবশ্যক। তিনিই প্রশ্ন করিবেন। অন্যের আবশ্যকীয় প্রশ্নও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হওয়া আবশ্যক।

১৩। চক্র কর্ত্তা মিডিয়মের সম্মুখে বসিবেন।

১৪। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, অতি শীত বা অতি গ্রীষ্ম, ম্যাদ-মেদে ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে চক্র করিবে না।

১৫। মিডিয়ম যদি ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে থাকে, তবে এক শব্দে হাঁ, দুই শব্দে না, ইত্যাকার শব্দ ধরিয়া কথা স্থির করিতে হইবে। যদি হাত কাঁপিতে থাকে, তবে হাতে পেন্সিল দিবে। যদি জড়তা পূর্ণ স্বরে কথা কহে, তবে বুঝিবে অল্প ক্ষণ পরেই সে কথা কহিয়া প্রশ্নের উত্তর দিবে।

১৬। স্থান পরিবর্ত্তন বা লোক পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইলে তাহা অবশ্য করিবে।

১৭। চক্রে কোন ব্যক্তি বিশেষকে না ভাবিলে প্রায় মিডি-য়মের আত্মীয়-স্বজনই আসিয়া থাকে।

১৮। চক্র গৃহ আবর্জ্জনা শূন্য ও পবিত্র রাখিবে।

১৯। রাত্রিই চক্রের সময়। চক্র গৃহে অন্ধকার বা অতি ক্ষীণ আলোক রাখিবে; কিন্তু আলো জ্বালিবার সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত রাখিবে।

২০। চক্রে বসিবার পূর্ব্বে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া চিত্ত শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া লইবে।

---

## প্লান্‌চেট।

প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে একজন বিখ্যাত জর্ম্মাণ প্রেততত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত অনুমান করেন যে, মানবীয় শক্তির এমন এক পর্য্যায় আছে, যে পর্য্যায় জীবিত কালের মধ্যে বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায়

সময় সময় উদিত এবং তৎক্ষণাৎ বিষয়-ব্যাপারে ডুবিয়া [illegible] উপর্য্যায় উপস্থিত হইলে, মানব তখন ভূতভবিষ্যতের ভাবৎ ঘটনামালা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্টবৎ দর্শন করিয়া থাকেন। তখন দূরের জিনিষও অতি নিকট বলিয়া তাহার বোধ হয়। এই অবস্থা যখন সর্ব্বদা ঘটে না, তখন অবশ্যই ঐ ঘটনা সর্ব্বদা না ঘটিবার কোনও কারণ আছে। মানুষ সংসারের জ্বালায় জ্বালাতন,—দিবারাত্রি উদরান্নের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রম,—স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া বিব্রত;—মানুষ যেন ঘোর কোলাহলের মধ্যে পড়িয়া দিবারাত্রি ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিবার অবকাশও তাহার নাই। মানবীয় আত্মা সেই পরমাত্মার অংশ পরমাত্মারূপী ভগবানের সম্মুখে ভূত ভবিষ্যৎ সকলই বর্ত্তমানের ন্যায়, সুতরাং জীবাত্মার নিকটেও ভূত ভবিষ্যৎ সেই হিসাবে বর্ত্তমানবৎ পরিদৃষ্ট। তবে তাহা কাজে পাই না কেন? সে শক্তি যদি আমার থাকে, তবে গতকল্যকার ঘটনা আজ মনেও করিতে পারি না কেন? আগামী যে মহাবিপদ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহা দূরদর্শনে জানিতে পারি না কেন? বিষয়-ব্যাপারে সর্ব্বদা বিব্রত আছি বলিয়া, সে সকল শক্তি ঐ সকল মায়াবিকারের হেতু,—থাকিয়াও না থাকার মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাও ত নিশ্চয় যে, যদি ঐ মলিনতা নষ্ট করিতে পারা যায়, যদি বিষয়-ব্যাপারের গোলযোগ হইতে চিত্তকে ক্ষণকালের জন্য ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়, তাহা হইলে ঐ শক্তি কেন আসিবে না? এই চিন্তা হইতে ঐ জর্ম্মাণ পণ্ডিত এমন এক উপায় উদ্ভাবন করেন, যদ্দ্বারা চিত্তের স্থিরতা জন্মে। এখানে

যদিও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তথাপি তিনি যে, পাশ্চাত্য প্রদেশে এই তত্ত্বের প্রধান ও প্রথম উদ্ভাবন কর্ত্তা, তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ নাই।

ইহার ন্যূনাধিক ৩৫ বৎসর পরে, আমেরিকা ও ফ্রান্স, একযোগে এই তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হন, এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও অশেষ পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার ফল, প্লান্‌চেট বা শক্তিবিকাশ।

কিন্তু ইহার বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এমন বহুযন্ত্রের আবিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। যন্ত্রশাস্ত্রে নানাবিধ যন্ত্রাদির যে আদেশ আছে, তাহা উন্নত প্রণালীর। ত্রিবৃত্ত, ত্রিকোণ, চতুরস্র প্রভৃতি যন্ত্র প্লানচেট হইতেও ঐ কার্য্যে ফলপ্রদ।

প্লানচেটের আকার পাণের ন্যায়। একখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত সিকি ইঞ্চি বেধ বিশিষ্ট তক্তাদ্বারা নির্ম্মিত। তক্তার একদিকে একটি শিসক পেন্সিল সংলগ্ন থাকে, অপর দুইদিকে বোতামের ন্যায় দুইখানি হাড়ের চাকা এমন কৌশলের সহিত সংলগ্ন থাকে যে, ঐ যন্ত্র যেদিকে ইচ্ছা, অনায়াসে সরিতে পারে।

দুইজন হইতে পাঁচজন পর্য্যন্ত লোক ঐ যন্ত্রের উপর অতি অল্পর্শনে হস্ত রাখিয়া বসিয়া, কোন মৃত ব্যক্তির জীবনচরিত মনে মনে চিন্তা করিতে থাকিবে। এইরূপে কিয়ৎকাল নিরবে অবস্থান করিতেই ঐ যন্ত্র ইতস্ততঃ চালিত হইয়া বেড়াইবে, এবং যন্ত্রের নীচে যে, একখানি কাগজ পাতা আছে তাহাতে দাগ পড়িতে থাকিবে।

প্রথম প্রথম প্রায়ই অনর্থক দাগ পড়িতে থাকে। সে বেগ নিতান্ত সাধারণ নহে। দুই এক দিন পরিতে স্থির হইলে, কোনও এক ব্যক্তি কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করিবে। প্রথমতঃ ঐ প্রশ্ন হস্ত

সংক্ষেপে হইতে পারে, ততই ভাল। যেমন আপনি কি আসিয়াছেন? ইহার উত্তর অনায়াসে হইবে,—হাঁ। ক্রমে এই যন্ত্র ধরিতে ধরিতে দুই এক ব্যক্তির ভাগ্য বশতঃ এমন শক্তি জন্মিবে যে, যন্ত্র ধরিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কার্য্য হইতে থাকিবে,—এবং অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রশ্ন সকলের উত্তর হইতে থাকিবে।

বিভিন্ন প্রকৃতি ও অবস্থাদিক্রমে উপবেশন করিবার যে নিয়ম চক্রস্থলে বলা হইয়াছে, ইহাতেও সেই নিয়ম অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ একজন স্ত্রী, একজন পুরুষ, একজন গৌর, একজন কৃষ্ণবর্ণ, একজন স্থূল, একজন কৃশ ইত্যাদি।

অনেকে বলেন,—প্লানচেট শব্দের অর্থ—"বঞ্চনার উপায়।" ( Plain to cheat। ) কিন্তু উহার অতি অসদর্থ বা ভ্রান্ত মত, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্লানচেটের বানান Plainchette এবং বর্ণবিন্যাস অনুসারে কোন্ ধাতু ( Root ) তাহা জানা যায় না। Planchy অর্থাৎ বিস্তৃত কাষ্ঠ খণ্ড। ইহাই আসল অর্থ। ঐ Planchy শব্দে ette ফরাসী শব্দ যোগে অর্থ হয়, শক্তি বিশিষ্ট কাষ্ঠ যন্ত্র। ইহাই মুখ্যার্থ,—গৌনার্থ এই যে, যে বিস্তৃত কাষ্ঠখণ্ডে শক্তির আরোপে আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

## ভূতাবেশের প্রতিকার।

অনেক স্থলে ভূত প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া, বা কোন কার্য্য সাধনোদ্দেশে অথবা বাসনাকর্ষণের দায় হইতে উদ্ধার পাইবার কামনায় কোন ব্যক্তির দেহে আবিষ্ট হয়। আমাদের দেশের প্রচলিত কথায় ইহাকে "ভূতে পাওয়া" বলে।

—মন্ত্রৌষধির দ্বারা ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে আরোগ্য করিতে হয়। ভূতাবেশ বিনষ্ট করিবার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে অনেক শাস্ত্রীয় পূজা হোমাদির ব্যবস্থা আছে,—তাহা তন্ত্রের ষটকর্ম্মান্তর্গত শান্তি কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। এস্থলে তাহা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। কেন না, শান্তি কর্ম্ম জানিতে হইলে ষটকর্ম্ম জানিতে হইবে,—ষটকর্ম্ম জানিতে হইলে তাহার সাধন-সিদ্ধির উপায় জানিতে হইবে। সে সকল লিখিতে গেলে, এমন দুইখানি পুস্তক পূর্ণ হইয়া যাইবে। সুতরাং এস্থলে তাহার উল্লেখ একেবারেই অসম্ভব। তবে চক্র সাধারণ যে দুই একটি চক্র, ও ঔষধ মন্ত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে,—এস্থলে তাহাই প্রদত্ত হইল। পুনরপি এস্থলে বলিয়া রাখি, এসকল ব্যাপার গোড়া হইতে উত্তমরূপে শিক্ষা না করিলে,—প্রাথমিক শিক্ষা হইতে জানিয়া লইলে, হঠাৎ ফল পাওয়া যায় না। তবে যাঁহারা এই বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু জানেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা উপকার পাইতে পারেন।

ওঁ অচণ্ট ক্রীং পুরু পুরু সিদ্ধেশ্বরি অবতর অবতর স্বাহা। ১। ওঁ দশাঙ্গুলী ডান্দলি বিরুগুহারি ভৈরুণ্ড ভৈরবী শিখাবালী রোগাবন্ধ মুষ্টিবন্ধ, বানবন্ধ কৃত্যাবন্ধ, রুদ্রবন্ধ, নেত্রবন্ধ, গ্রহবন্ধ, প্রেতবন্ধ, ভূতবন্ধ, রাক্ষসবন্ধ, কংকাল বন্ধ, বেতালবন্ধ, পাতালবন্ধ, আকাশ বন্ধ, পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, সর্ব্ব দিগবন্ধ, বে-আচ ব-আচ কহ কহ হস হস অবতর অবতর অবতর দশাবিগ্রারাণী, দশাঙ্গুলী শতাস্ত্রবন্ধিনী বজ্রাসি হুঁ ফট স্বাহা।

ঐ মন্ত্রগুলি পাট করিতে করিতে নিমের কাষ্ঠ দ্বারা চারিদিকে কতকগুলি রেখা আঁকাইবে। তৎপরে সেই রেখার মধ্যে যাহার উপরে ভূতাবেশ হইয়াছে, তাহাকে বসাইবে। অতঃপর নিম্নস্থ

পাঠ করিয়া জল পড়িবে, এবং সেই জলে তাহাকে স্নান করাইয়া দিবে। ঐজল একটা নূতন কলসীতে করিয়া আনিবে।

---

## জলপড়ার মন্ত্র।

ওঁ আং ক্রীং হুং মার হস্ত গাং হ্রীং কারে সমস্ত দোষান্ হর হর বিগর বিগর হুং ফট স্বাহা।

এই মন্ত্র সেই জলোপরি তিনবার পাঠ করিবে। তৎপরে সেই জলমধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, ধান্য, তিল ও করবীর, পদ্ম, জবা, শেফালিকা, তগর এই পঞ্চ পুষ্প প্রদান করিয়া আম্র পল্লবে আচ্ছাদন করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ অঘোরে অঘোরেশ্বরি ঘোর মুখি চামুণ্ডে ঊর্দ্ধকেশি ক্ষীং ক্ষীং ফট্ স্বাহা।

তৎপরে সেই জলের ধারায় ভূতাবিষ্টকে স্নান করাইবে। তদনন্তর পবিত্র বস্ত্র পরিধান করাইয়া গাভীদুগ্ধসেবন করিতে দিবে।

## ঔষধ।

গজপিপ্পুলের মূল, ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপুল ও শুঠ, এবং আমলকী ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গোসাপ, বেজী, বিড়াল ও ভল্লুকের পিত্তে ভাবনা দিবে এই ঔষধ নাস্য, অঙ্গ মর্দ্দনে ও স্নানে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ভূতাধিষ্ঠান নিবৃত্তি হয়।

গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর (অশ্ব ও গর্দ্দভীজাত পশু বিশেষ—খচ্চর) পেচক, হস্তি শাবক, কুকুর, শৃগাল, গৃধিনী, কাক ও শূকর এই সকল জন্তুর বিষ্ঠা ছাগলের মূত্রের সহিত পেষণ করিয়া তাহার সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল ভূতাবিষ্ট রোগীর হিতকর।

শিরীশ বীজ, রসুন, শুঁঠ, শ্বেত সর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও তেউড়ী এই সকল ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ছায়াতে শুষ্ক করিয়া তদ্দারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে ভূতজনিত সমস্ত রোগের শান্তি হয়।

উভয় করঞ্জার ফল, ত্রিকটু, বিল্বমূল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি নয়নাঞ্জনে প্রয়োগ করিলে, ভূত ছাড়িয়া যায়।

সৈন্ধব, ত্রিকটু, হিঙ্গু, হরিতকী ও বচ এই সকল দ্রব্য একত্রে ছাগমূত্রে ও মৎস্য পিত্তের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, ভূতকোপ প্রশমিত হয়।

পুরাতন ঘৃত, রসুন, হিঙ্গু, শ্বেত সর্ষপ, বচ, শ্বেত দূর্ব্বা, অঙ্কলমী, শেফালিকা, শিবজটা, শাল্মলীবৃক্ষ, লবঙ্গ, কান বিষাণিকা, শূকশিম্বি, হরিতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মোহনবল্লী, আকন্দেরমূল, ত্রিকটু, লতাকস্তুরী, স্রোতোইঞ্জন, অর্জ্জুনবৃক্ষ নৈপালী. হরিতাল ( বংশপত্র ), শ্বেত সর্ষপ, এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বিড়াল চিতাবাঘ, অশ্ব, গো, কুকুর, মেষচর্ম্ম গোসাপ, উষ্ট্র, বেজী, শজারু ইহাদিগের বিষ্ঠা রোম বসা, মূত্র, রক্ত, পিত্ত ও নখ এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৈল্য ও ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান, অঞ্জন ও নাস্য প্রয়োগ করিলে ভূতাধিষ্ঠান নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

---

## সাধনা।

প্রেততত্ত্বজ্ঞ হইতে হইলে, অর্থাৎ প্রেত সম্বন্ধে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইলে, একটি বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। একটী সাধনায় সিদ্ধ লাভ করিতে হয়,—তাহা একাগ্রতা।

একাগ্রতা লাভ করিতে না পারিলে, ভূত আনয়ন, ভূত সারান, প্রভৃতি কোন কার্য্যই সাফল্য লাভ করিতে পারা যায়না। বলা বাহুল্য, ইহা এক আত্মিক ব্যাপার,—এক পার্থিব আত্মার আকর্ষণে এক বিদেহী আত্মা আগমন করিবে। যে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে স্ত্রী পুত্র আত্মিয় স্বজন, গৃহদ্বার টাকা করি এমন কি স্থূলদেহ পর্য্যন্ত সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চির দিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে,—তাহাকে আনিতে হইবে ব্যাপার কত কঠিন—কত রহস্যময় ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ইহার জন্যে নিজ আত্মাকে সমধিক শক্তিশালী করিতে হইবে। নিজ আত্মাকে পার্থিব—কোলাহল হইতে স্বতন্ত্র করিতে হইবে—জড়রাজ্যে থাকিয়া তুমি জড় লইয়া কার্য্য করিতেছ না—জড় দেহে থাকিয়া চৈতন্যের রাজ্যের খেলা খেলিতে হইবে, তুমি ভুলিয়া যাইও না যে, তুমি জড় লইয়া কার্য্য করিতেছ না,—জড়দেহে থাকিয়া দোসর কার্য্য করিতেছ,—ব্যাপার কত কঠিন, ক্রিয়া কত রহস্যময়,—সর্ব্বদা তাহা তোমার বুঝিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এতদুদ্দেশ্যে যাহা করিতে হইবে তাহাও বড় কঠিন।

চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিতে হইবে আর নিজ আত্মাকে শক্তিশালী করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যে আমাদের তন্ত্র শাস্ত্রে দেবতা বিশেষের সাধনার কথা আছে। অর্থাৎ কোন এক দেবতার সাধনা করিয়া তবে এতৎ বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে হয়।

মনে—করিতে পারা যায় যে,—সুন্দরী সাধন। শ্মশানে গিয়া সুন্দরী দেবতার যথাবিধি পূজা করিয়া তাঁহার মন্ত্র লক্ষ জপ করিতে হইবে। এই পূজায় আত্মশক্তি লাভ ও [illegible]

চিত্তস্থির হয়। সুন্দরী দেবীর যে শক্তি আছে, তাহা তাঁহার আরাধনায় লাভ হইয়াথাকে,—আর মন্ত্র জপ করিতে করিতে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়। কিন্তু বর্ত্তমানকালে একাগ্রতা লাভ করিবার অনেক প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার হইয়াছে,—তন্ত্রশাস্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে ইহার অনেক কৌশল ও ক্রিয়া পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে ; সে সকল ব্যাপার স্বতন্ত্র ক্রিয়া পদ্ধতি বিস্তৃত।

এককথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় যে,—এ সকল ক্রিয়াকাণ্ড করিতে হইলে, আগে একাগ্রতা লাভ ও আত্মশক্তির বিকাশ সাধন করিয়া লইতে হয়

আমরা এখন—বাহিরের কাজ লইয়া ব্যস্ত,—কিসে টাকাকড়ি করিব, কিসে ঘর বাড়ী করিব, কিসে পরের পরিশ্রম লব্ধ ধন আপন ঘরে টানিয়া আনিব,—সেই ব্যাপারে—সেই চেষ্টাতে সতত—ঘুরিয়া বেড়াই, আধ্যাত্মিক ব্যাবহারের উন্নতি কল্পে আমাদের,—আর আদৌ দৃষ্টি বা শক্তি নাই। বই কিনিতে হয়, একখানা কিনি,—কিন্তু তদুল্লিখিত ব্যাপারের তথ্যানুসন্ধান বা ক্রিয়া পদ্ধতি অবলম্বন করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। এখন আমরা ঘোর তমোভাবান্বিত—আলস্য, জড়তা, কর্ম্মহীনতা—এখন আমাদিগের অস্থিমজ্জায় গ্রথিত। সাধন না করিলে কোন বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদের সে শক্তি কোথায়? যদি প্রেততত্ত্বে অভিজ্ঞতালাভের বাসনা থাকে,—যদি প্রেতজীবনকে নিজ পার্থিব জীবনের অধীন করিতে অভিলাষ হয়,—তবে সাধনার আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে সাধনা চিত্তের একাগ্রতা।

---

## প্রেত দেহ।

স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহ গ্রহণ করে,—সেই সূক্ষ্মদেহই প্রেত দেহ। তাহা আমাদের স্থূলচক্ষুতে দৃষ্ট হয় না,—তাহাদের সূক্ষ্মদেহের কথা আমাদের এ স্থূলকর্ণে শোনা যায় না। তাহারা সূক্ষ্ম বায়ুতে বিচরণ করে তাহারা সূক্ষ্ম দেশের অধিবাসী। আমাদের এবায়ু তাহাদের সুখকর নহে,—আমাদের এ রাজ্য তাহাদের বসবাসের উপযুক্ত নহে।

আমরা ভাবি, এ পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেলে বুঝি, আমাদের সব ফুরাইয়া যাইবে,—আমরা যেমন ছিলাম, তেমন থাকিব না—হয়ত কি হইয়া যাইব। সেই কি হইয়া যাইব—সে বা কেমন, তাও ধারণায় আসেনা—কল্পনায় আসেনা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে,—পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাল্য, কৈশোর, যুবা, বৃদ্ধ যেমন জীবের অবস্থা, প্রেতভাবও তেমনি অবস্থা। বাল্য, কৈশোর প্রভৃতি কাল অতীক্রান্ত হইয়াছে,—কিন্তু আমার যেমন সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সমানই আছে,—জ্ঞানের বাহ্যভাব পরিবর্ত্তিত হইলেও মূলতঃ যেমন স্থির আছে,—তেমনি দেহান্তরেরও তাহাই হইবে।

বাল্য কৈশোর, যৌবন প্রভৃতি যে সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়াছি, ইহার মধ্যে কত শত বাবু জুটিয়াছে, কত কত প্রেমিক জুটিয়াছে, কত কত স্নেহাধার হইয়াছে,--কিন্তু তাহারা হয়ত কেহ কেহ ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে,—নয়ত পৃথিবীতে থাকিয়া প্রতারণার পথ ছুটাইয়া অন্যত্র সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু আবার জুটিয়াছে—আবার নূতন হইয়াছে। এ দেহও ফেলিয়া যাইব, —এ ঘর বাড়ী টাকা কড়ি পুত্র কন্যা সকলই থাকিবে,—তুমি

আমি চলিয়া যাইব। আবার জুটিবে—কিন্তু অবস্থা পরিবর্তন হইবে,—অন্তকরণ সমানই থাকিবে। এস্থলে একটি মৃত আত্মার আত্ম কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া শোনাইতেছি।

১৮৬২ খৃঃ আব্দের ২১ এ এপ্রিল তারিখে ফ্রান্সের প্যারিস নগরের আধ্যাত্মিক সভার এক সভ্যের মৃত্যু হয়। অন্যান্য সভ্যগণ মৃত সভ্যের গৃহেই এক চক্র করেন এবং সভ্যের পেতাত্মাকে আহ্বান করেন। তিনি আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই:—

"সংসারের অবসাদ কষ্ট মৃত্যুর সময় যেমন ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। আমি যেন নবজীবন লাভ করিয়াছি! সংসার ত্যাগ করিয়া আসা অবধি আর আমাকে সেই মাংসের বোঝা বহিতে হইতেছে না। আমি এখন নূতন দেহ (সূক্ষ্মদেহ) লাভ করিয়াছি। এ বড় আনন্দ! পৃথিবীর দুঃখ সকল ধৈর্য্যের সহিত ভোগ করিয়া সত্যপথ অবলম্বন করিলে অসীম সুখ সম্ভোগ করা যায়। যদি প্রকৃত সুখ চাহ, তবে সকলকে সুখী কর।

প্রেত দেহ অতি সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। সে সূক্ষ্মতা আমাদের ধারণার অতীত, কল্পনার বহির্ভূত। কিন্তু তাহা হইলেও সেই সূক্ষ্ম স্থূল হইতে পারে,—স্থূল হইতে স্থূলতমে পরিনত হইতে পারে। যখন স্থূল স্থূল হয়,—তখনই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। এই স্থূল হওয়া প্রেতের ইচ্ছাধীন,—ইচ্ছা করিয়া প্রেত নানাবিধ দেহ ধারণ করিতে পারে,—ইহাকে আভাসিক দেহ বলে। আভাসিক তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া প্রেতগণ পৃথিবীর মানবকে দেখা দেয়,—তাহার অভীপ্সিত কার্য্য সাধন করে।

এ [illegible] সম্বন্ধে প্রমাণ বহু আছে,—তন্মধ্যে আমরা প্রেত-

জীবনের ঘটনা ও কাহিনী সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেছি। ভরসা করি, ঐ সকল সত্য ঘটনা পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন —জীবন দু'দণ্ডের জন্য নহে; আত্মা বিনাশী নহে, ইহকাল ও পরকাল আছে। ইহজীবনের স্ত্রী-পুত্র, ঘর-বাড়ী, টাকা-কড়ি, আশা-বাসনা লইয়া মানুষের সর্ব্বস্ব নহে। মৃত্যুর পরে মহা পরীক্ষা আছে,—এ পার্থিব সম্বন্ধ কাটাইয়া এক অজানা—অজ্ঞাত দেশে যাইতে হইবে। সঙ্গে যাইবে কর্ম্মফল। সে দেশে আত্মীয় নাই—স্বজন নাই, বচন কোলাহল নাই। সাধিলে কাঁদিলে সে দেশে কেহ মুখের কথাটি পর্য্যন্ত কহে না। সে দেশে কেবল কার্য্য আছে। সে দেশের যে কিছু উত্তর প্রত্যুত্তর, সকলেই কার্য্যে সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু সে কার্য্য দৈহিক নহে—আত্মিক।

অতএব প্রেতকুলের কাহিনী পাঠ করিলে, জানিতে পারা যাইবে,—কি সর্ব্বনেশে অবস্থা! হাসিয়া কাঁদিয়া দৈহিক সুখ উপভোগ করিয়া চলিয়া গেলেই হইবে না,—পরে বড় বিষম সঙ্কট আছে! লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়াছি,—লক্ষ লক্ষ বার পরীক্ষা হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ বার কর্ম্মের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছে,—তথাপি জ্ঞান হইল না!

আগে কি ছিলাম? আগে ছিলাম—সেই কঙ্কর উপলময় দেহে, সুপ্ত চৈতন্যরূপে—এখন হইয়াছি চৈতন্যরূপ! পরাচৈতন্যের ব্যাসবিন্দু! পূর্ণ চৈতন্য কবে হইবে? কবে এই বিষয়-বৈরাগ্যের অগ্নি জল হইতে পারিব?

পরকাল আছে,—আত্মা আছে। প্রমাণ জন্য প্রেতজীবনের সত্য ঘটনা সকল বিবৃত হইল।

## ম্যাডাম পাইপারের অদ্ভুত কার্য্য।

প্রেততত্ত্বে যাহাদের বিশ্বাস নাই, আমি তাঁহাদিগকে আমেরিকার বিখ্যাত রমণী পাইপারের কার্য্য সমূহের বিবরণ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই সুপ্রসিদ্ধা রমণী আমেরিকার আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণেরও দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। এবং বৈজ্ঞানিকগণ পাইপারকে অবমানিত করিবার চেষ্টা করিলে; ঐ বিদুষী রমণী এমন কৌশল প্রদর্শন করেন যে, পণ্ডিতগণ আপন আপন ফাঁদে পতিত হন ও প্রেততত্ত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

অধ্যাপক হাইস্লপ ম্যাডাম পাইপারের কতকগুলি অদ্ভুত কীর্ত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কতকগুলি প্রদত্ত হইল।

প্রায় কুড়ি বৎসর গত হইল এক সময়ে ম্যাডাম্ পাইপার কোন বিশেষ কারণ বশতঃ একজন ডাক্তারের সহিত কোন বিষয়ে পরামর্শ করিতে গিয়াছিলেন। ডাক্তার সাহেব স্বয়ং প্রেত-তত্ত্ব বিশ্বাস করিতেন। তিনি পাইপারকে মোহ দ্বারা অজ্ঞান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পাইপার সম্মত হইলে ডাক্তার সাহেব কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ইহাতে পাইপারের অর্থোপার্জ্জনও হইতে লাগিল।

এই সময়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস নামে একজন অধ্যাপক সস্ত্রীক পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হন। পাইপারকে কোন প্রকারে অপমানিতা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাইপার যদিও তাহাদের নাম জানিতেন না, তত্রাপি তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিবা-

মাত্র তাঁহাদের ও তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গের নাম বলিয়া দিলেন।

অধ্যাপক জেমস পাইপারের মুখে নিজের নাম শুনিয়া কিছু-মাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে যদিও তাঁহার সহিত পাইপারের পরিচয় নাই তাহা হইলেও তিনি আমেরিকার ( Society of Psychic Reseace ) সোসা-ইটী অফ্ সাইকিক রিসার্চ নামক সভার সভ্য বলিয়া সম্ভবতঃ ম্যাডাম পাইপার তাহার নাম জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার মুখে আপনার পরিবারবর্গের নাম শুনিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ম্যাডাম পাইপার যে কেবল অধ্যাপকের জীবিত পরিবারগণের নাম বলিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাঁহার মৃত স্বজনগণের পর্য্যন্ত নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সময় অধ্যাপক মহাশয় ইটালী দেশ হইতে একখানি পত্র পাইয়াছিলেন। সেই পত্রের কথা তিনি ও তাঁহার দুইজন বন্ধু ব্যতীত আর কেহ জানিত না। কিন্তু ম্যাডাম পাইপার সেই পত্রের কথা পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া অধ্যাপকের প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক জেমস পাইপারের এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং সেইদিন হইতে প্রায় প্রত্যহ এক একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে পাইপারের নিকট পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। পাইপার তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম ধাম ও অন্যান্য বিষয় একরূপভাবে বলিতে লাগিলেন যে, অধ্যাপক মহাশয় প্রীত হইয়া ১৮৮৫ সালে আমেরিকান সোসাইটীতে এই প্রকাশ-

করেন, যে ম্যাডাম পাইপারের সত্যসত্যই ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে এবং সেই অবধি তিনি প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন।

দুই বৎসর পরে ডাক্তার হডসান্ আমেরিকায় উপস্থিত হন। অধ্যাপক জেম্‌সের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, তিনি ডাক্তার হড্‌সানকে ম্যাডাম পাইপারের নিকট লইয়া গিয়া আলাপ করিয়া দেন।

ডাক্তার হড্‌সানও প্রেততত্ত্ব বিশ্বাস করিতেন না। ম্যাডাম পাইপারের সহিত আলাপ হওয়ায় তিনিও অধ্যাপক জেম্‌সের মত প্রায় পঞ্চাশ জন অপরিচিত ব্যক্তিকে পাইপারের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু পাইপারকে কেহ কোনরূপে পরাজিত করিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ম্যাডাম পাইপার কোন প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া সেই সকল লোকের বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং এইরূপ মনে করিয়া তিনি জনকয়েক গোয়েন্দাও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি স্বীকার করেন যে ম্যাডাম পাইপারের ক্ষমতা অতি আশ্চর্য্য।

এই সকল সামান্য পরীক্ষা ব্যতীত ম্যাডাম পাইপার আরও অনেকগুলি গুরুতর কাণ্ড সাধারণের গোচর করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক জেমস ও ডাক্তার হাডসান যখন ম্যাডাম পাইপারের অদ্ভুত ক্ষমতায় চমৎকৃত হইয়াছিলেন; তখন ইংলণ্ডের অনেকেই ম্যাডাম পাইপারকে ও তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই কারণে ম্যাডাম পাইপারকে ইংলণ্ডে আনয়ন করা হয়।

এই সময়ে একদিন ম্যাডাম পাইপার মোহ অবস্থায়

( mesmerised State ) এক মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ জীবনী লিখিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। ম্যাডাম যখন মোহ প্রাপ্ত হন, সেই সময়ে তাঁহার হস্তের নিকট একখানি কাগজ ও লিখিবার উপকরণগুলি রক্ষিত হইল। পাইপার সেই অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মৃত ব্যক্তির জীবনী লিখিয়া দিয়াছিলেন। পাইপার কোন্ শক্তি দ্বারা এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিলেন? প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস না করিলে ইহার আর কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ যখন জেমস্ ও হাড্সানের মত বিখ্যাত পণ্ডিতগণ বাধ্য হইয়া ঐ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তখন সাধারণ লোকের সে কথায় অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই।

অ্যামেরিকার যুক্তরাজ্যে ডাক্তার হাড্সান্ যখন প্রথম পাইপারের নিকট গমন করেন, তখন ম্যাডাম পাইপার ডাক্তার হাডসানের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। এমন কি ম্যাডাম তাঁহাকে চিনিতেনও না। মোহ অবস্থায় ম্যাডাম বলেন "হাড্সানের পিতার মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু তাহার মাতা তখন জীবিত; তাঁহার এক ছোট ভাইও মারা পড়িয়াছেন কিন্তু তাঁহাকে লইয়া আরও চারিটী ভ্রাতা তখনও জীবিত।"

এই সকল কথা শুনিয়া ডাক্তার হাডসান অতিশয় চমৎকৃত হন। বলেন ম্যাডাম পাইপার যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

দ্বিতীয়বারে ম্যাডাম পাইপার মোহ অবস্থায় যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ডাক্তার হাডসান আরও আশ্চর্য্যান্বিত হন। তিনি বলেন "ফ্রেড নামে আপনার খুড়তুত ভাই ছিলেন।

আপনারা উভয়ে একসঙ্গে বিদ্যালয়ে যাইতেন। ফ্রেড বিদ্যালয়ে যাইবার সময় লম্ফ দিতে দিতে যাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে হাসিয়া অস্থির হইতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি যে প্রকার কষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সে সময় আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।"

ডাক্তার হাডসান বলেন "সত্যই আমার খুল্লতাত পুত্র ফ্রেড সকলের অপেক্ষা লম্ফ প্রদান করিতে পারিতেন। যখন কোন বালক তাহার সহিত লম্ফ পরীক্ষা দিতে আসিত তখন বিদ্যালয়ের সমস্ত বালক ও অধ্যাপকগণ তথায় উপস্থিত থাকিতেন। ফ্রেড অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত মেলবোরণ নামক নগরে ১৮৭১ সালে ব্যায়াম প্রদর্শন করিতে গিয়া মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে তখনই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল এবং তত্রত্য বিখ্যাত চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হন, কিন্তু এক পক্ষকাল ভয়ানক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।"

আর এক দিন হানাওয়াইল্ড্ নামে একজন অবিবাহিতা মহিলা এক খানি পত্র প্রাপ্ত হন। সে সময়ে তিনি সাংঘাতিক পীড়িতা। পত্র খানি তাঁহার নিকট আনীত হইলে তিনি সেখানি কোনরূপে নষ্ট করিয়া ফেলেন। তাঁহার ভগ্নী ব্লজেট্ সেই পত্রের কথা জানিতেন এবং ভগ্নী হানাওয়াইল্ড্কে তাহার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু হানাওয়াইল্ড্ বলেন তাহার ভগ্নী ব্লজেটকে সে কথা এখন বলিতে পারিবেন না তাহার যে মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া দিবেন। এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরেই হানাওয়াইল্ডের

মৃত্যু হয়। ব্লজেট তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই পত্র খানির কথা জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলিতে পারেন না।

পত্রখানি অপর কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার নিকট হইতে আসিয়া ছিল। হানাওয়াইল্ডের মৃত্যুর পর ব্লজেট অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই পত্র বাহির করিতে পারেন না।

ব্লজেটের সহিত ম্যাডাম পাইপারের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। ব্লজেট একদিন তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ম্যাডাম যোগ-বস্থায় বলিলেন "পত্রখানি তোমার ভগ্নী বিকারের প্রকোপে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। পত্রখানিতে একখানা প্রকাণ্ড রেশমী রুমালের কথা লেখা ছিল। তুমি হানাওয়াইল্ডের বাক্স মধ্যে একখানি রুমাল পাইবে। সেখানি সত্বর সেই পত্র লেখিকার নিকট পাঠাইয়া দিবে।"

ব্লজেট পূর্ব্ব হইতেই প্রেততত্ত্ব বিশ্বাস করিতেন। তিনি ম্যাডাম পাইপারের আরও অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং রুমালের কথায় তিনি অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার সঙ্গিনীগণ কিন্তু হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দেন। ব্লজেট তাঁহাদিগকে উপহাস করিতে দেখিয়া মর্ম্মাহত হন এবং তাঁহাদিগের সহিত হানাওয়াইল্ডের বাড়ীতে গমন করেন। সেখানে গিয়া তাঁহার এক ভ্রাতার নিকট হইতে চাবি লইয়া হানাওয়াইলডের বাক্স খোলা হয় এবং পাইপারের কথিত সেই রুমাল বাহির হয়।

রুমাল দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হন এবং ম্যাডাম পাইপারকে শত মুখে প্রশংসা করেন।

আর একদিন ডাক্তার হাডসানের এক বিশেষ বন্ধু জর্জ

পেলহাম ম্যাডাম পাইপারের নিকট আসিয়াছিলেন। পাইপার মোহাবস্থায় বলেন "আপনার নাম জর্জ পেলহাম নহে; হ্যালবার্ট।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে জজ পেলহাম ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ডাক্তার হাডসানকে বলিয়া যান যে, যদি তিনি ( ডাক্তার ) ইচ্ছা করেন তাহা হইলে মৃত্যুর পরও পেলহাম ম্যাডাম পাইপারের মুখ দিয়া তাঁহার কথা প্রকাশ করিবেন। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। পেলহামের মৃত্যুর কিছু-দিন পরে ডাক্তার হাড্‌সান একদিন পাইপারের নিকট আগমন করিয়া পেলহামের মৃত্যুকালীন কথাগুলি প্রকাশ করেন।

পাইপার তদনুসারে মোহ প্রাপ্ত হন এবং সেই সময়ে তাঁহার মুখ দিয়া যে সকল কথা নির্গত হইয়াছিল তাহা বাস্তবিকই জর্জ পেলহামের কথা। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, যে সকল লোকের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, যে সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার সমস্তই প্রকাশ করেন। যদিও ঐ সকল কথা ম্যাডামের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল তত্রাপি উহা শুনিলেই বোধ হয় যেন জর্জ পেলহাম স্বয়ং ঐ সকল বলিয়াছেন।

অন্য এক সময়ে ম্যাডাম্ পাইপার মোহ অবস্থায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে রোমাঞ্চিত হইতে হয়। হাওয়ার্ড নামক এক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি একদিন ম্যাডাম পাইপারের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন "আমার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বদিন কি কার্য্য করিয়াছিলেন?"

পাইপারের সহিত হাওয়ার্ড সাহেবের সদ্ভাব ছিল না; এমন কি হাওয়ার্ড পাইপারকে চিনিতেনও না। তাঁহার পিতা অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সংবাদও পাইপার জানিতেন না।

ম্যাডাম পাইপার হাওয়ার্ডের প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার স্ত্রীকে মোহ দ্বারা অজ্ঞান করেন। তখন তাঁহার স্ত্রীর মুখ দিয়াই হাওয়ার্ডের প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হয়। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন আমি তাঁহাকে একখানি চিঠির কাগজ লইতে দেখিয়াছিলাম। তিনি সেই কাগজে ফ্র্যাঙ্ক নামক কোন বন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার পর পত্রখানি ডাকে ফেলিতে দিবার জন্য একজন ভৃত্যকে আহ্বান করেন। ভৃত্য পত্র লইয়া প্রস্থান করিলে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে একটী গোলাপ ফুল প্রদান করেন। তিনি সেই পুষ্পটী লইয়া তাঁহার পিতার একখানি ফটোর নিকট রাখিয়া দেন।"

হাওয়ার্ড সাহেব আপনার স্ত্রীর মুখে প্রশ্নের উত্তর পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। অপর কথাগুলি সমস্তই মিলিয়াছিল বটে কিন্তু পুষ্পের কথায় তাঁহার সন্দেহ জন্মে। গৃহে গিয়া তিনি সে কথা তাঁহার এক ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হন যে সেই সমস্ত কথাই সত্য। পুষ্পটী যদিও শুকাইয়া গিয়াছিল বটে তথাপি উহা তখনও সেই ফটোর নিকট রক্ষিত ছিল। তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার মুখ দিয়া যে এত কথা নির্গত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মনে ছিল না।

অপর এক সময়ে হাওয়ার্ড আর একজন বিদেশী প্রেততত্ত্ব-বিদ্ মহিলার নিকট গমন করেন। কোন বিষয় পরীক্ষা করাই-

তাঁহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া সেই বিদুষী মহিলা অপর কোন লোককে মোহ দ্বারা অজ্ঞান ( mesmrise ) করেন। তখন হাওয়ার্ড তাঁহাকে তাঁহার চক্ষের তারার রং কি জিজ্ঞাসা করেন।" উত্তরে সেই মোহপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলেন পূর্ব্বে নীলবর্ণ ছিল কিন্তু এখন ধূসর বর্ণ হইয়াছে।

পরদিন হাওয়ার্ড ম্যাডাম পাইপারের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি পাইপারকে পূর্ব্বদিনের কোন কথা ব্যক্ত করেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে যে ব্যক্তি মোহ অবস্থায় পূর্ব্ব দিন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন তিনিও সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন।

ম্যাডাম পাইপার হাওয়ার্ডের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সেই ব্যক্তিকেই মোহ দ্বারা হতচেতন করেন। তখন হাওয়ার্ড তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন পূর্ব্বে আর কখনও তিনি হাওয়ার্ডের কোন প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন কি না।

মোহপ্রাপ্ত ব্যক্তি তখনই উত্তর করিলেন "আজ্ঞে হাঁ, আমি গত কল্য আপনার একটী প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি। আপনি আপনার চক্ষের তারার কি রং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম পূর্ব্বে উহাদের নীলবর্ণ ছিল এখন ধূসর বর্ণ হইয়াছে।"

আর একদিন হাওয়ার্ডের অনুরোধে ম্যাডাম পাইপার তাঁহাকে অজ্ঞান করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন "আমার পিতার শরীর অসুস্থ হইয়াছে। তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোন নগরে গমন করিয়াছেন, আমি জানিতে ইচ্ছা করি তিনি সেখানে কেমন আছেন, এবং কোন ঔষধ সেবন করিয়াছেন কি না?"

উত্তরে যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অবিশ্বাস জন্মিল। তিনি বলিলেন আমার পিতার শরীর অত্যন্ত রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি "হিওমেই" নামক একপ্রকার ঔষধ সেবন করিতেছেন।

তিন দিন পূর্ব্বে আমি তাঁহাব নিকট হইতে পত্র পাইয়া ছিলাম। তাহাতে তাঁহার কোন পীডাব উল্লেখ ছিল না। সুতরাং আমার প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া, ম্যাডাম পাইপারের উপর অবিশ্বাস জন্মিল। কিন্তু না জানিয়া কোন কথা বলা বালকের কার্য্য মনে করিয়া আমি পিতাকে টেলিগ্রাম করিলাম। যখন সেই টেলিগ্রামের উত্তর পাইলাম তখন চমকিত হইলাম। মোহ অবস্থায় তিনি আমাকে যে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গেল। আমি তখনই ম্যাডাম পাইপারের নিকট গমন করিয়া সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলাম এবং তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

---

## প্রেত দর্শন।

"Popular Science Siftings" পপুলার সায়েন্স সিফ্‌টিং নামক পত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় উদ্ধৃত হইল। এই পত্রিকাখানি মিষ্টার ডব্লিউ, টি, ষ্টেড নামক বিখ্যাত পণ্ডিতের দ্বারা পরিচালিত হইতে ছিল। ১৯০৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারির পত্রিকাখানিতে প্রেত দর্শন সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে রোগী কখন কখন প্রেত দর্শন করিয়া থাকে। এই সকল প্রেতমূর্ত্তি রোগী কোন মৃত আত্মীয় বা বন্ধুরই অনুরূপ হইয়া থাকে। এই প্রকার ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়।

কেবলমাত্র মৃত্যুর পূর্ব্বেই যে এইরূপ প্রেত মূর্ত্তি দেখা যায় তাহা নহে, অপর সময়েও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমার অদৃষ্টেদুইবারমাত্র এই প্রকার প্রেত দর্শন ঘটিয়াছিল।

যেমন মৃত ব্যক্তির মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় সেই প্রকার সজীব ব্যক্তির আকৃতিও দেখা গিয়া থাকে। আমি তিনবার এইরূপ মূর্ত্তি নয়ন গোচর করিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই তিনবারই যাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম, বাস্তবিক তাঁহারা তখন আমার নিকট হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরে ছিলেন!

এক সময়ে আমি গির্জ্জা গৃহে এক ভদ্র মহিলার মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। রমণী আমার সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। আমি স্পষ্ট দেখিলাম তিনি পাদরী সাহেবে ঠিক সম্মুখস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া অতি মনোযোগের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে ছিলেন। তখন তাঁহাকে দেখিতে এত সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছিল যে আমি বাস্তবিকই মনে করিয়াছিলাম কিরূপে তিনি সেদিন আমার চক্ষে সেরূপ সুন্দর বোধ হইয়াছিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও আমি সেই মহিলাকে গির্জ্জা গৃহে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ছিলাম তিনি তখন বাস্তবিক নিজ শয়ন গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। গির্জ্জাগৃহ হইতে তাঁহার বাসস্থান প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত, শুনিয়া ছিলাম সেই ঘটনার প্রায় চার ঘণ্টা পূর্ব্বে কোন ডাক্তার তাঁহাকে আফিমের আরক সেবন করাইয়া ছিলেন।

প্রায় মাসাবধি সেই মহিলা রুগ্ন হইয়া শয্যাগতা হইয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থায় ছয় মাইল পথ যাতায়াত করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ; বিশেষতঃ তিনি পীড়িতা বলিয়া তাঁহার মাতা প্রায়ই তাঁহার নিকটে থাকিতেন। কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরিত হইতে হইলে তিনি বারম্বার কন্যাকে দেখিয়া যাইতেন।

কেন এইরূপ মূর্ত্তি দেখা যায় এ বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলেন। আমার যত দূর বিশ্বাস তাহাতে বোধ হয় যে উহা কেবল মনের কার্য্য। কল্পনায় অবিকল একটী নকল মূর্ত্তি গঠিত হয় এবং মন উহাকে যেখানে যখন নয়ন পথে পতিত করিবার বাসনা করে উহা তখনই সেই স্থানে দৃষ্ট হয়।

নিম্নে এই কল্পনা গঠিত মূর্ত্তির একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদত্ত হইল। ইহা আমার এক বন্ধু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ;—

কিছুদিন গত হইল এখানকার একজন ইঞ্জিন ড্রাইভার (Engine driver) হৃদ্‌রোগে মারা পড়েন। ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন যে, অতিরিক্ত মদ্যপান করিতেন বলিয়াই তাঁহার এরূপ আকস্মিক মৃত্যু হইয়াছে। বম্বে বরোদা এবং সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে যেখানে শেষ হইয়াছে সেখান হইতে ১২৫॥০ মাইল দূরে বুলসার নামক গ্রামে শকট চালকের মৃত্যু হয়। ইনি প্যারেল নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। এখান হইতে বুলসার প্রায় ১:৮॥০ মাইল।

সচরাচর এই সকল চালকের দুইটী করিয়া বাসস্থান থাকে। উভয় স্থানেই তাঁহাদের শয়ন গৃহ থাকে। যে দুইটী ষ্টেশনের

মধ্যে তাঁহাদিগকে যাতায়াত করিতে হয় সেই উভয় ষ্টেশনেই তাহাদিগের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিও রক্ষিত হইয়া থাকে।

যে শকট চালকের মৃত্যুর কথা উল্লিখিত হইয়াছে তিনি প্যারেল হইতে বুলসার পর্য্যন্ত রেলওয়ে শকট চালনা করিতেন। এই উভয় ষ্টেশনেই তাহার এক একটী বিশ্রাম গৃহ ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তিনি হৃদরোগে মারা পড়েন। যে দিন প্রাতে তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয়, সে দিন তিনি বুলসার ষ্টেশনে আসিয়া আপন গৃহে গমন করেন এবং ভৃত্যকে কিছু খাদ্য দ্রব্য আনিতে আদেশ করিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হঠাৎ তাঁহার শরীর কেমন চঞ্চল হইয়া উঠে। তিনি শয্যা হইতে উঠিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তখন পড়িয়া যান। সৌভাগ্য ক্রমে আর এক জন ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলেন কিন্তু তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। শকট চালক তাঁহার ক্রোড়ে পতিত হইবামাত্র ইহলোক ত্যাগ করেন।

মৃত ব্যক্তির এক ভ্রাতা ছিলেন। তিনি প্যারেল রেলওয়ে ষ্টেশনে কর্ম্ম করিতেন। বুলসার হইতে এক টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তিনি ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ অবগত হন।

ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদে দুঃখিত হইয়া তিনি বেলা দ্বিপ্রহরে বাসায় ফিরিয়া আইসেন। উভয় ভ্রাতাই এই বাসায় বাস করিতেন। উভয় ভ্রাতার স্বতন্ত্র শয্যা ছিল। মৃত ব্যক্তি যখন প্যারেলে না থাকিতেন তখন তাঁহার শয্যা প্রায় বন্ধন করাই থাকিত। তিনি প্যারেলে উপস্থিত হইলে ভৃত্য সে গুলি খুলিয়া তাঁহার শয্যা রচনা করিয়া দিত। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাঁহার ভ্রাতা ভৃত্যকে সে গুলি খুলিয়া রাখিতে বলিলেন।

ব্রুসারে তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু হয়। সেখানে গিয়া ভ্রাতার মৃত দেহ দেখিবার জন্য তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখন কোন ট্রেণ না থাকায় তাঁহার ইচ্ছা, কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না।

ব্রুসারে যাইয়া ভ্রাতার মৃত দেহ কবরস্থ করা অল্প সময়ের কার্য্য নহে। বিনা অনুমতিতে সেই দীর্ঘ কাল সময় অনুপস্থিত থাকিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা জানিয়া তিনি ভৃত্যকে ভ্রাতার শয্যা খুলিতে আদেশ করিয়া আপনার উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট অবকাশ প্রার্থনা করিতে গমন করিলেন।

ভৃত্য যখন শয্যার বন্ধন খুলিয়া ফেলিল, তখন হঠাৎ একটী বালিশের উপর তাহার নয়ন আকৃষ্ট হইল। সে মৃত ব্যক্তির মুখের এক অবিকল ছবি সেই বালিশের উপর দেখিতে পাইল।

মৃত ব্যক্তির দুইটী বালিশ ছিল। উভয় বালিশেরই ওয়াড় দেওয়া ছিল। ভৃত্য একটী বালিশের ওয়াড়ের উপর মৃত ব্যক্তির কেবল মাত্র মুখের মূর্ত্তি দেখিতে পাইল।

সেই রাত্রে মৃত ব্যক্তির প্যারেসে থাকিবার কথা। কারণ সেই দিন প্রাতঃকালে বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি দিয়া গিয়াছে। তিনি আসিবেন বলিয়া ইতি মধ্যেই সে গুলি যথাস্থানে রাখা হইয়াছিল।

বালিশের ওয়াড়ের উপর যে ছবি দেখা গিয়াছিল তাহা সামান্য মলিন হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও বেশ পরিষ্কার ছিল। সেই ছবি দেখিয়া মৃত ব্যক্তির মুখ বলিয়া ভৃত্যের স্পষ্টই বোধ হইয়াছিল। তাহার মনে কোন প্রকার সন্দেহ হয় নাই।

আমি মৃত ব্যক্তিকে অনেকবার দেখিয়াছি, তাঁহার সহিত

আমার পরিচয় ছিল, কিন্তু আলাপ বা সদ্ভাব ছিল না। যখন বালিশের ওয়াড়টী আমার নয়ন গোচর হইল আমি তখনই উহা সেই শকট চালকের মুখ বলিয়া চিনিতে পারিলাম। জীবিতাবস্থায় তিনি যেমন করিয়া মস্তকে কেশ রচনা করিতেন, ছবিতে তাঁহার চুলগুলি অবিকল সেই ভাবে রচিত ছিল।

দাগটীর রং এক প্রকার কাল ও হরিদ্রাবর্ণে মিশ্রিত। তৈলাক্ত অপরিষ্কৃত মস্তকে অধিক কাল এক বালিশে শয়ন করিলে ঐ প্রকার বর্ণের দাগ হইয়া থাকে। শকট চালনা শেষ করিয়া ইঞ্জিন হইতে নামিয়া যেরূপভাবে মস্তক অবনত করিয়া আপনার বাসার দিকে গমন করিতেন বালিশের উপর যে ছবি দেখিলাম তাহার ভঙ্গী ঠিক সেইরূপ।

---

## ভ্রাতৃ সংবাদ।

ইংলণ্ডের কোন গ্রামে এক যুবতী বাস করিতেন। তাঁহার এক সহোদর ছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধার্থে গমন করিয়া ছিলেন।

একদিন ঐ যুবতী নিজ গৃহে বসিয়া আছেন এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার লিখিবার ইচ্ছা হয়। অনেক চেষ্টা করিলেও তিনি সেই অভিলাষ দমন করিতে পারেন নাই। যুবতী তখন লিখিবার টেবিলের নিকট গমন করিয়া এক খানি কাগজ লইলেন এবং পেন্সিলের সাহায্যে লিখিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি স্বইচ্ছায় একটী বর্ণও লিখিতে পারেন নাই।

তাঁহার বোধ হইয়াছিল যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি তাঁহার হস্তকে সম্মুখস্থ কাগজের উপর দ্রুত চালনা করাইতেছে।

লেখা শেষ হইলে, তিনি পাঠ করিয়া বুঝিলেন যেন তাঁহার ভ্রাতাই তাঁহাকে সেই পত্র খানি লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে শত্রু দলের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ একটী গুলি আসিয়া তাঁহার বক্ষ ভেদ করিয়াছে। তাহাতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

মৃত্যুর পূর্ব্বে দুইজন বন্ধু তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভগ্নীকে তাঁহাদিগের কার্য্যের পুরস্কার দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। লিখিয়াছেন তাহার আলমাবির কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁচিশ খানি সভ্‌বেণ (পাউণ্ড মুদ্রা আজ কাল এখানে উহাই গিনি বলিয়া প্রচলিত। উহার আধুনিক মূল্য পনের টাকা) আছে। তিনি ভগ্নীকে বন্ধু দ্বয়ের প্রত্যেককে পাঁচ খানি করিয়া সভরেণ দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন অর্থাৎ সেই পত্র পাঠে আরও জানা গেল যে মৃত্যুর সময় তিনি কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করেন নাই। এখন তিনি যেস্থানে আছেন মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার ছায়া তাঁহার নয়ন গোচর হইয়াছিল।

যখন মৃতব্যক্তির ভগ্নি সেই বন্ধুদ্বয়ের নিকট হইতে সত্যসত্যই টেলিগ্রাম ও পত্র পাইলেন, তখন পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের যথার্থ জানা গেল—Harold Begbie in ( London ) "Daily Mail"

---

## মৃতা যুবতীর প্রণয়ী দর্শন।

ওকান্ট রিভিউ নামক পত্রিকায় মৃতা যুবতীর প্রণয়ী সন্দর্শনের গল্প লিখিত হইয়াছে। পত্রিকা খানি সামান্য লোকের লেখা নহে,—রেভারেণ্ড এ চেম্বার্স নামক একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত কর্তৃক পরিচালিত।

পত্রিকা খানি Broken-hurst—ব্রোকনহার্ষ্ট নামক গ্রাম হইতে প্রকাশিত হইত। সেখানকার পাদরী সাহেব লিখিয়াছেন,—কিছুদিন পূর্ব্বে হইল এইগ্রামে এক যুবকের সহিত এক যুবতীর বিশেষ প্রণয় হয়। যুবকের অবস্থা তাদৃশ উন্নত হইলে তিনি অবিলম্বে যুবতীকে বিবাহ করিতেন। কিন্তু অর্থাভাব বশত যুবকের ইচ্ছা থাকিলেও যুবতীকে বিবাহ করিতে পারিলেন না।

যুবক একটি সরকারী অফিসে কার্য্য করিতেন। তাঁহার বেতনও অল্প ছিল। কিন্তু তাঁহার নম্রতা ও উদারতায় তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বড় ভাল বাসিত।

একদিন যুবক অফিসে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি সেই ঘরের অপর পার্শ্বে তাঁহার প্রণয়িনী সেই যুবতীকে দেখিতে পাইলেন। যুবতীও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি যুবকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া যুবক স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে যুবতী কোন কথা বলিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিতেছিলেন।

যুবক আপনার প্রণয়িনীকে দেখিতে পাইয়া বেগে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি সেই স্থানে গমন করিবার পূর্ব্বেই যুবতী অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

যুবক হতাশ হইলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত মনে যথা স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন।

আর এক দিন গভীর রাত্রে যুবক নিদ্রা যাইতেছিলেন, সহসা তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তিনি জাগ্রত হইয়া চক্ষু উন্মীলন করেন এবং তখনই তাঁহার প্রণয়িণীকে তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। যুবতী তাঁহার দক্ষিণ হস্ত তিনবার তাঁহার মুখে দিলেন।

যুবক এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, কেন যে তাঁহার প্রণয়িণী ঐরূপ করিলেন তাহা তিনি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ চিন্তার পর তাঁহার স্মরণ হইল যে যখন যুবতীর মৃত দেহ বাক্সের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল, তখন তিনি অতি সত্বর সেখানে উপস্থিত হন এবং সেই মৃতা প্রনয়িণীকে চুম্বন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সেই সময়ে আর এক মহিলা যুবকেরমনোগত ইচ্ছা জানিতে পারিয়া মৃতাযুবতীর হস্ত উত্তোলন করিয়া যুবকের মুখের নিকট লইয়া যান, যুবক সাগ্রহে সেই হস্ত চুম্বন করিয়া ছিলেন।

কেন যে যুবতী মৃত্যুর পরও তাঁহার প্রণয়ীকে দেখা দিলেন এবং কেনইবা তিনি আপন দক্ষিণ হস্ত আপনার মুখের নিকট লইয়া গেলেন তাহা কেহ জানিতে পারিলেন না, যুবক সেই দিন হইতে কেমন বিমর্ষ হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর উত্তরোত্তর জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিলেন এবং অবশেষে সাংঘাতিক পীড়ায় পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেন। হতভাগ্যকে অধিক দিন আর জীবিত থাকিতে হয় নাই।

## মৃত্যুর স্বপ্ন।

সাগভেটর ফিলিরি নামক একজন পুরোহিত ১৯০৬ সালে ২৭ ডিসেম্বর তারিখে কোরিয়ার ডেলি পাগ্‌লি নামক সভায়, গেটানবি ডেভিড নামে একজন বিখ্যাত উকিলের মৃত্যুবর্ণনা করিয়া নিম্ন লিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন।

"পাচ দিন পূর্ব্বে আমি গেটানের সহিত তাঁহার সভায় গিয়াছিলাম। কমিসর‍্যা গ্রেয়ার নামক সভার প্রতিনিধি ছিলেন। যখন আমরা সেই সভায় উপস্থিত হইলাম, তখন তথায় মারকুইস্ আর্ণল্‌ডো ক্যাডালেটা (Marquis Arnaldo Cadaleta উপস্থিত ছিলেন। নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইল। কথায় কথায় আত্মিক দেহ ও মৃতের সংবাদ বিষয়ে অনেক কথার অবতারণা হয়। এই সময়ে মিষ্টার ডেভিড্ নামে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহার মরার বিষয়ে আমাকে নিম্ন লিখিত গল্পটি বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন :—

প্রায় একচল্লিশ বৎসর গত হইল আমার মাতার মৃত্যু হয়। ইতি মধ্যে আমি তাঁহাকে কখন স্বপ্নেও দর্শন করি নাই। গতরাত্রে তিনি আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন। আমার—বোধ হইল যেন তিনি হাত বাড়াইয়া আমার নিকটে আসিলেন। আমিও যেন আমার হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া তাঁহার দিকে গমন করিলাম, উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলাম। মা আমায় যেন কতই আদর করিলেন। যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখন আমার মনে এক অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল। আমার বোধ হইয়াছিল যেন আমার মৃত্যু কাল উপস্থিত। বোধ হয় মা যেন

আমায় ডাকিবার জন্যই গত রাত্রে স্বপ্নে দেখা দিয়াছেন। কেমন আমার অনুমান সত্য কি না? আপনি কি বলেন?

আমি বুঝিলাম তাঁহার কথা সম্পূর্ণ সত্য। তিনি যে এত দীর্ঘ কালের পর তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীকে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছিলেন সে কেবল তাঁহাকে এই জড় জগত হইতে—লইয়া যাইবার জন্য। ডেভিড সাহেবের কথা শুনিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। তিনি আমার এক বিশেষ বন্ধু। তাঁহার বয়সও ষাইট বৎসরের অধিক হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল। কিন্তু সে কথা আমি বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বলিলাম "না জেমস্! স্বপ্ন সমুদয় অলীক চিন্তা মাত্র, বাস্তবিক কার্য্য কারক নহে।"

জেমস্ আমার কথায় হাসিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন "তুমি বিশ্বাস কর বা নাই কর আমার মৃত্যু সন্নিকটে।"

তাঁহার কথাই সত্য হইল। তিন চারি দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুতে বিশেষত সকলেই স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়াছিল।

---

## স্বামী দর্শন ও ফটোগ্রাফ।

পাবনা জেলায় কোর্টের একজন বিখ্যাত উকিলের পত্নী বিয়োগ হয়। তাঁহার বয়স তখন ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না। বিশেষতঃ তাঁহার সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি সত্বর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন।

একে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তাহার উপর সুন্দরী সুতরাং উকিল বাবু স্ত্রীর ও ভ্রাতৃ জায়ার ফটো তুলিবার জন্য অভিলাষ করেন। এবং তদনুসারে বাবু ননি গোপাল চাকী নামক এক জন ফটোগ্রাফার কে নিজ বাড়ীতে লইয়া যান।

ছবি তোলা হইলে যখন ননি বাবু দোকানে আসিয়া প্লেট খানি ডেভেলপ ( Develope ) করেন, তখন তিনি তিনটী স্ত্রী লোকের মূর্ত্তি দেখিতে পান। ননি বাবু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ফটো তুলিয়াছিলেন। তাঁহার বিলক্ষণ মনে ছিল যে তিনি দুইজন মহিলার ছবি তুলিয়াছিলেন, এখন প্লেটে তিনটী রমণী মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি তখনই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ উকিল বাবুর বাড়ী গমন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে সত্য সত্যই তিনি দুইটি রমণীর ফটো লইয়াছিলেন।

তখন ননী বাবু তাঁহাকে প্লেটে তিনটি রমণী মূর্ত্তীর কথা ব্যক্ত করেন। উকিল বাবু প্রথমে তাঁহার কথায় প্রত্যয় করেন নাই। অবশেষে ননীবাবুর সহিত তাঁহার দোকানে গমন করিলাম এবং প্লেট খানি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে তৃতীয় মূর্ত্তি তাঁহারই মৃতাপত্নীর। কোথা হইতে এমূর্ত্তি আসিল? যদি লোক উপস্থিত না থাকে তবে তাহার ছবি উঠিল কেমন করিয়া? কায়া না থাকিলে তাহার ছায়া পড়া যেমন অসম্ভব, কারণ উপস্থিত না থাকিলে তাহার অনুরূপ প্রতিকৃতি কোথা হইতে আসিল। উকিল বাবুর মৃতা পত্নী নিশ্চয়ই ছবি তুলিবার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তবে বিস্ময়ের বিষয় এই যে তাহর সে মূর্ত্তি অপর কাহারও নয়ন গোচর

হয় নাই। আর এক কথা উঠিল বাবুর প্রথমা পত্নী জীবদ্দশায় যেরূপ এক ছড়া চেন হার পরিয়া থাকিতেন, ছবিতেও দেখা গেল যে তিনি সেইরূপ একছড়া হার পরিয়া রহিয়াছেন। তিনি যে ফটো তুলিবার সময় সেইরূপ এক ছড়া হার পরিধান করিযাছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সাড়ী পরিতে ভাল বাসিতেন, যে সাড়ীখানি পরিধান করিলে তাঁহার স্বামী উকিলবাবু সন্তুষ্ট হইতেন ছবিতেও তাঁহার পরিধানে সেই সাড়ীই ছিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া উকিল বাবু ইহার রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই সক্ষম হইলেন না। অবশেষে সেই ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন।

উকিল বাবু ও নলিনবাবু উভয়েই এই অদ্ভুত ব্যাপারের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিলেন। ইতি পূর্ব্বে তাঁহারা প্রেততত্ত্ব বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা প্রেতাদির অবস্থান পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেন না। অপরের মুখে এ ব্যাপার শুনিলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতেন না। এই প্রকার ব্যাপার যে ঘটিতে পারে তাহা তাঁহাদের ধারণাই হয় নাই।

কলিকাতায় আসিয়া তাঁহারা এক বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে কেহই সে রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না। ছবি তোলা প্লেটে গোপনে অপর কোন দ্রব্যের প্রতিকৃতি দেওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু উকিল বাবুর প্রথমা পত্নীর প্রতিকৃতি কিরূপে আসিল? কেমন করিয়াই বা তাঁহার দেহে নিজের মনোমত সাড়ীখানি ও সেই চেনহার আসিল তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

ফটোগ্রাফার ননি বাবুই এই প্রতিকৃতির কারণ। তাঁহার নিশ্চয়ই এই অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল কিন্তু তিনি স্বয়ং ইহার বিদ্যমানতা স্বীকার করিতেন না।

---

## আশ্চর্য্য ভৌতিক কাণ্ড।

কিছু দিন গত হইল আমেরিকার কোন বিখ্যাত নগরে একটী প্রেত মূর্ত্তির আবির্ভাব হওয়ায় মহা আন্দোলন হইয়াছিল। সেদেশের সমস্ত সংবাদ পত্রে ঐ বিষয় লইয়া অত্যন্ত বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ঘটনাটী সেণ্টজোসেফ নামক একটী গির্জ্জা গৃহেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

সেণ্টজোসেফ গির্জ্জা গৃহে অনেক গুলি সন্ন্যাসিনী বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে জুলিয়ামারে নামক একজন সন্ন্যাসিনী অনেক পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিতেন। রমণীর বয়স আঠার বৎসর। তাঁহাকে দেখিতেও বেশ সুরূপা। যতকাল তিনি সেই গির্জ্জায় বাস করিয়াছিলেন ততকাল কোন লোকে তাঁহাকে একটীও মিথ্যা কথা কহিতে কিম্বা কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করিতে দেখেন নাই। তিনি দেবতা ও গুরুজনকে বিশেষ ভক্তি করিতেন, ভৃত্য ও অপরাপর লোক দিগকে স্নেহ করিতেন, কদাচ কাহারও সহিত কলহ বা কথান্তর করিতেন না।

আঠার বৎসর বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে অপর দুই সন্ন্যাসিনী তাঁহার হস্তে যীশুর ও তাঁহার মাতার একখানি প্রতিকৃতি দিয়াছিলেন। জুলিয়া সেই ছবি খানি নিজ বক্ষে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

উইলিয়মমারে নামক এক ভদ্র লোক জুলিয়ার সহোদর। তিনি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহাই নিম্নে লিখিত হইল।

তিনি লিখিয়াছেন ;—"আমি ইতি পূর্ব্বে ভূত প্রেতাদির কথা শুনিয়াছিলাম বটে কিন্তু উহা বিশ্বাস করি নাই এবং বোধ হয়, যে ব্যাপার আমি লিখিতেছি তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কখনও বিশ্বাস করিতাম না। আমি একা এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি নাই। আমার সহিত জন সুলিতান, মার্টিন মোসাহান ও আরও তিন চারিজন বিখ্যাত লোক ছিলেন।

যে ঘরে আমরা বসিয়া ছিলাম তাহার পার্শ্বস্থ গৃহে আরও কয়েক জন মহিলা ছিলেন। তন্মধ্যে মিস কেটকেন Miss Kate Kane ও জুলিয়ার এক জ্ঞাতি ভগ্নীও ছিলেন। সেই গৃহেই জুলিয়ার মৃত দেহ ছিল।

"যখন আমি সেই গৃহে যাইবার জন্য দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন সেই গৃহ মধ্য হইতে মিসকেটকেন চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার হঠাৎ চীৎকার শুনিয়া আমি তখনই সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম অপর একটী মহিলা আমার দ্বিতীয় ভগ্নী ম্যামিকে ( Mamie ) অতি ব্যগ্র ভাবে ডাকিতেছেন। বলিতেছেন "ম্যামি শীঘ্র এই ঘরে আইস, জুলিয়া এখানে আছে।"

"আমার ভগ্নী সেই কথা শুনিয়া বিরক্ত হইল। সে তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। কিন্তু মিস্ নোরাস্মিথ Miss Nora Smith নামে আর একটী মহিলা সত্বর সেই গৃহে উপস্থিত হন এবং সামান্য চীৎকার করিয়া হত চেতন হইয়া পড়িয়া যান।

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

মিস্ নোরাকে অজ্ঞান দেখিয়া আমি কেনের নিকট গিয়া তাঁহার অঙ্গে হাত দিলাম। দেখিলাম তিনিও থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন।

"আমি স্পষ্টই দেখিলাম যে জুলিয়া ধীরে ধীরে নিজ মৃত দেহের নিকট পায় চারি করিয়া বেড়াইতেছে। জীবন্ত অবস্থায় তাহার মুখে যেমন সদাই হাসি থাকিত, এখনও সেইরূপ তাহার মুখে হাসি লাগিয়া আছে।

"জুলিয়ার ঘরে একখানি যীশু ও তাঁহার মাতা মেরির ছবি ছিল। ছবি খানি বহু দিনের সুতরাং মলিন হইয়া গিয়াছিল। আমি দেখিলাম জুলিয়া কিছুক্ষণ সেই ছবি নিম্নে দাঁড়াইয়া এক মনে দেখিতে লাগিল।

এচক্ষে এদৃশ্য অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া আমি গির্জ্জার অপরাপর লোকদিগকে সংবাদ দিলাম। তাহারাও তখন সত্বর সেই গৃহে আগমন করিলেন এবং জুলিয়াকে তখনও অপেক্ষা করিতে দেখিলেন।

"কতক্ষণ যে সেই মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা যে চারি পাঁচ মিনিটের অধিক কাল সেই ঘরে অপেক্ষা করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যতক্ষণ সে মূর্ত্তি সেই ঘরে ছিল, ততক্ষণ সেই গৃহ মধ্যস্থ ব্যক্তিগণ এক মনে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন।

"ম্যাডাম কর্বেলিস (Madam Carbalis) নামক এক সম্ভ্রান্ত মহিলা প্রেতাদি বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু তিনিও এই ব্যাপার দেখিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

"তিনি বলিয়াছেন" আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি জুলিয়ার মায়োর শয়ন গৃহে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছি।

যখন নোরা স্মিথ অজ্ঞান হইয়া পড়েন আমি সেই সময়ে সেই গৃহে প্রবেশ করি। ঘরে যাইবামাত্র আমি জুলিয়ার প্রতি-মূর্ত্তি দেখিতে পাই। প্রথমেই আমার কেমন সন্দেহ হয়। আমি তাহার নিকট গমন করি। কিন্তু জুলিয়া আমার দিকে একবার ফিরিয়াও—চাহিল না। সে একমনে মেরি ও তাঁহার পুত্রের প্রতিকৃতি দেখিতেছিল। আমি অত্যন্ত নিকটে যাইলেও তাহার একাগ্রতার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। আমি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। মৃতা জুলিয়ার মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

আমি তথা হইতে সরিয়া যাইলাম। দেখিলাম, যে শয্যায় শয়ন করিয়া জুলিয়া মারা গিয়াছিল, সেই শয্যার উপর এক প্রকার অস্বাভাবিক আলোক আসিয়াছে। আমি সেই আলোক দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। কোথা হইতে সেই উজ্জ্বল আলোক আসিল? আমি ঘরের চারিদিকে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু সেই আলোক আসিবার কোন কারণ দেখিতে পাইলাম না।

"কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম সেই আলোক অদৃশ্য হইল। তাহার পরিবর্ত্তে সে মূর্ত্তির মুখ হস্ত ও পদ হইতে জ্যোতিঃ বাহির হইতে লাগিল সেই সময় আমি তাহার হস্তের দিকে লক্ষ্য করিলাম দেখিলাম, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে জুলিয়ার হস্তে যীশু ও তাঁহার মাতার যে ছবি খানি দেওয়া হইয়াছিল সেই ছবি খানিও তখন তাহার হস্তে রহিয়াছে।

"ছবি খানি প্রথমতঃ অতি অস্পষ্ট ছিল, কিন্তু ক্রমেই উহা স্পষ্ট বোধ হইল। তখন জুলিয়ার সেই মূর্ত্তিও অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।"

"যে যে লোক এই অদ্ভুত ভৌতিক কাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়াছেন সকলেই আমাকে এক এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। সকল পত্রের মর্ম্মই একরূপ সুতরাং একখানিরই উল্লেখ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

---

## প্রেতের স্পর্দ্ধা।

মৃত্যুর পর জীবের যাহা ঘটিয়া থাকে, মরণের পর জীব কোথায় যায় কি করে ইত্যাদি সংবাদ স্থূলদেহী মানবদিগের নিকট হইতে গোপনে রাখাই বোধ হয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, কিন্তু তত্রাপি কখন কখন ঐ সকল সংবাদ এই নশ্বর মর্ত্ত জগতে পাওয়া গিয়া থাকে। এমন কি দিবালোকে, সহস্র সহস্র মানবের সাক্ষাতেও ঐ প্রকার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক সময় একজন হিন্দু বিধবার মৃত্যুর পর প্রায় বৎসরাবধি তাঁহার পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনকে দেখা দিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকার কুইবেক নামক নগরেও ঐরূপ একটি কাণ্ড ঘটিয়াছে। সেখানে এক প্রেতাত্মা প্রায় সহস্র সহস্র লোকের সাক্ষাতে চীৎকার করিয়া কথা বার্ত্তা কহিয়াছিল। প্রায় এক মাস ধরিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণ দিবারাত্রি সেই প্রেতাত্মার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তি ঘটনাটী ১৮৮৯ সালের ব্রোকভিল, অন্টেরিও ডেলি টাইমস নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহারা প্রেতাত্মা

দিগের কথোকপথন বিশ্বাস করেন না তাহারা অনুগ্রহ করিয়া ঐ পত্রিকা খানি পাঠ করিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

পত্র হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কোন কুৎসিৎ ভয়ানক দুর্দ্দান্ত আত্মিক প্রথমতঃ গৃহের দরজা উন্মোচন করে। এই প্রেতাত্মা এত ভয়ানক ও এতদূর উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল যে অপরাপর প্রেতাত্মাগণ তাহাকে সেই গৃহ হইতে দূর করিয়া দিতে মনস্ত করে। সুতরাং যে প্রেতাত্মা প্রথমে দেখা দিয়াছিল সেই প্রেতাত্মাকেই সর্ব্ব শেষে দেখা যায় নাই। শেষোক্ত আত্মিক সৎ, প্রথমোক্তটি অসৎ। কিন্তু যদি প্রথমোক্ত প্রেতাত্মা অগ্রে সেই গৃহে প্রবেশ না করিত তাহা হইলে অপর গুলি তথায় যাইতে পারিত না; তাহাতে তাহার সহিত তত্রত্য লোক-দিগের কথা বার্ত্তা হইত না।

১৯০৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে (George Dagg) জর্জ্জ ড্যাগ নামক এক কৃষকের বাড়ীতে এমন ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয় যে কৃষক পরিবার প্রায় উন্মাদ হইয়া উঠেন।

এই কৃষক কুইবেক প্রদেশে পন্টিয়াক—কাউন্টিতে ক্লারেণ্ডন নামক নগরে বাস করিতেন। তাঁহার বাড়ী পন্টিয়াক নদীতীরস্থ শভিল নামক নগর হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে অবস্থিত।

কৃষকের পরিবারের মধ্যে তিনি স্বয়ং, তাহার স্ত্রী সুসান (Susan) একটী পুত্র জনি, একটী কন্যা মেরি ও আর একটী বালিকা ছিল। কৃষকের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর, তাঁহার স্ত্রীর বয়স ত্রিশবৎসর, কন্যাটীর বয়স পাঁচ বৎসর, এবং পুত্রের দুই বৎসর বয়স ছিল। অপর বালিকাটির নাম ডিনা বর্ডিন ম্যাকলিন; তাঁহার বয়স এগার বৎসরের অধিক হইবে না।

১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কৃষকজর্জ্জড্যাগ বাড়ীতে দুইখানি বিল লইয়া আইসেন এবং তাঁহার স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করেন। বিল দুই খানির মধ্যে একখানি পাঁচ ডলারের অপর খানি দুই ডলারের।

বিল দুই খানি গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্ত্রী আপনার দেরাজে রাখিয়া দেন। এই সময় ডিনা ( Dean ) নামে একটী পিতৃ মাতৃ হীন বালিকা সেই কৃষক গৃহে কর্ম্ম করিতেছিল। বালিকার নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ম্ম ছিলনা। সে যখন যেখানে কার্য্য পাইত তখন সেই খানেই কার্য্য করিত।

যেদিনের কথা হইতেছে সেই দিন প্রাতে ডিনা তাহার শয্যা হইতে উঠিয়া অগ্নি আনিবার জন্য রন্ধন শালায় গমন করে। গৃহে প্রবেশ করিয়া সে যেমন উনুনের নিকট গমন করিল অমনই মেঝের উপর এক খানি পাঁচ ডলারের বিল দেখিতে পাইল। বালিকা তৎক্ষণাৎ বিল খানি তুলিয়া লইল এবং সত্বর কৃষকের নিকট লইয়া গেল। বলিল "আমি রন্ধন শালায় আগুন আনিতে গিয়াছিলাম। সেখানে উনুনের নিকটে মেঝের উপর এই বিল খানি পড়িয়া ছিল। আমি কুড়াইয়া আপনার নিকট আনিয়াছি"।

জর্জ্জ বিল খানি বালিকার নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু তিনি বালিকার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি বালিকাকে বাজার হইতে দুগ্ধ আনিতে আদেশ করিয়া কিছু কালের জন্য তাহাকে বাড়ী হইতে বিদায় দিলেন। তাহার পর তাঁহার স্ত্রী যে দেরাজে বিল দুই খানি রাখিয়াছিলেন, সেই দেরাজটী খুলিয়া অন্বেষণ করিতে লাগি-

লেন। কিন্তু একখানিও বিল পাইলেন না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তাঁহার দুইখানি বিল ছিল; একখানি পাঁচ ডলারের ও অপর খানি দুই ডলারের। পাঁচ ডলারের বিল খানি যদিও তিনি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু অবশিষ্ট বিল খানি কোথায় গেল?

কৃষক চারি দিকে সেই বিল খানির সন্ধান করিলেন কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন সেই বালিকার উপর তাঁহার সন্দেহ হইল। তিনি বালিকার গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং চারিদিক অন্বেষণ করিয়া অবশেষে সেই বালিকার শয্যা হইতে অপর বিল খানি কৃষক প্রাপ্ত হইলেন।

বালিকার উপর কৃষকের ভয়ানক সন্দেহ হইল। কিন্তু তিনি কোন কথা বলিলেন না। ডিনাকে তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কোন রূপ অন্যায় কার্য্য করিতে দেখেন নাই। কিন্তু সেই দিন হইতে বালিকার উপর নজর রাখিলেন।

পরদিন রন্ধন শালায় আর এক কাণ্ড সংঘটিত হইল। কড়ায় প্রায় দুই সের আন্দাজ দুগ্ধ ছিল এবং তাহার নিকটে আর একটী পাত্রে খানিকটা মাখন ছিল। যখন দুগ্ধের প্রয়োজন হইল, যখন বাড়ীর দাসী কড়া হইতে দুগ্ধ আনিতে গেল তখন সে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইল। সে তখনই কৃষক ও তাঁহার পত্নী—কে সেখানে লইয়া গেল। কৃষক সেখানে গিয়া দেখিলেন কড়ায় কিছু মাত্র দুগ্ধ নাই, সমস্ত দুগ্ধ মাখন পাত্রে রাখা হইয়াছে, আর সমস্ত মাখন কড়ায় রক্ষিত হইয়াছে।

পরদিন রন্ধন শালায় দুগ্ধ রাখা হইল না। সেই দিন দুগ্ধ ও অন্যান্য আহার্য্য বস্তু অপর একটী গৃহে রাখা হইল। কিন্তু বিস্ময়ের

উপর বিস্ময় সেখানেও ঠিক পূর্ব্ব দিনের মত হইল। যে পাত্রে আহার্য্যদ্রব্য ছিল সেই পাত্রে দুগ্ধ ও দুগ্ধ পাত্রে খাবার সামগ্রী রাখা হইয়াছিল।

এই ঘটনার দুইদিন পরে যখন পরিবারের—সকল লোকে একত্রে বসিয়া গল্প গুজব করিতে ছিল, সেই সময়ে হঠাৎ জানালা হইতে একখানা সার্শি ঠিক তাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িল এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। বোধ হইল কে যেন বাহির হইতে ঐ কাচ খানি নিক্ষেপ করিল।

জর্জ্জের পিতা তখন জীবিত ছিলেন কিন্তু তিনি পুত্রের পরিবারভুক্ত ছিলেন না। তিনি অপর একটী স্বতন্ত্র গৃহে বাস করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে সেই সময়ে জর্জ্জ গৃহে ছিলেন না। তাঁহার পিতা জনড্যাগ পুত্রের অনুপস্থিত কালে পুত্রের গৃহে বাস করিতেছিলেন, বৃদ্ধ পুত্রবধূকে বড়ই স্নেহ করিতেন, পুত্রবধূও তাঁহাকে পিতার অধিক যত্ন ও শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।

কাচ খানি গৃহমধ্যে পূর্ব্বোক্ত ভাবে পড়িলে পর জর্জ্জের পিতা জনড্যাগ মনে করিলেন কোন অশান্ত বালক বাহির হইতে সেই কাচ খানি নিক্ষেপ করিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। দেখিলেন জনপ্রাণীর নাম গন্ধ নাই। তিনি একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি, বাড়ীর ভিতর পুনঃ প্রবেশ না করিয়া সদর দরজা পার্শ্বে একটী গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ সেই স্থানে অপেক্ষা করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কোন্ প্রাণীকে না দেখিলেও ক্রমে ক্রমে

আরও দুই তিন খানি সার্শি ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার ভয়ানক সন্দেহ হইল। কে একার্য্য করিল? জানালা হইতে কেমন করিয়া সার্শি গুলি খুলিয়া গেল কেমন করিয়াই সেই প্রকার বলে সকলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল? এইরূপ অনেক প্রশ্ন তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল। কিন্তু কিছুতেই এই রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি সেই গোপনীয় স্থান হইতে বাহির হইলেন এবং এরূপ একটী গুপ্ত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন যে, সেখানে থাকিলে তিনি গৃহের সকল স্থানই নয়নগোচর করিতে পারিবেন অথচ তাঁহাকে বাহিরের কোন লোক দেখিতে পাইবে না।

এই স্থানে তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অথচ সেই সময়ের মধ্যে তিনি একখানি সার্শি ভাঙ্গিতে দেখিতে পান নাই।

আরও কিছুক্ষণ অতীত হইলে তাঁহার পুত্রবধূ সুসান ( Susan ) তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন "পিতঃ কেন আপনি কষ্ট করিয়া এই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, ঘরের ভিতর আসুন। আপনি বাহিরে থাকিলেও সার্শি গুলি পূর্ব্বের মতই ঘরের মধ্যে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। এইরূপে আট খানি বড় বড় সার্শি ভাঙ্গিবার পর উৎপাত ক্ষান্ত হইল।

পর দিন বেলা সাতটার সময় সকলে বসিয়া আছেন এমন সময়ে হঠাৎ ঘরের আটটী জানালায় একেবারে আগুণ লাগিল। জানালা গুলি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং অনেক কষ্টে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন। কোথা হইতে এবং কাহার দ্বারা যে ঐ অগ্নি সংযুক্ত হইল তাহা কেহ বলিতে পারিল না।

পর দিন যখন জর্জ্জের কন্যা মেরি বাড়ীর সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল সেই সময়ে কোথা হইতে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর তাঁহার বক্ষের উপর পতিত হইল। মেরির নিকট তাহার পিতামহ দাঁড়াইয়া ছিলেন বটে কিন্তু পাথর খানি এত বেগে আসিয়া মেরির বক্ষে পড়িয়া ছিল তাহাতে তিনি কোন রূপে বাধা দিতে পারেন নাই। কিন্তু মেরির তাহাতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই। সে ভীত হইয়াছিল কিন্তু তাহাকে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই।

একদিন বৈকালে আহার করিবার সময় ভয়ানক উপদ্রপ আরম্ভ হইল। ডিসে করিয়া আহার্য্য আনীত হইলে যেমন সকলে আহার করিতে আরম্ভ করিবেন অমনই তাঁহাদের সকলের ডিস উলটাইয়া গেল। সকলে হা করিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইহাতেই ক্ষান্ত হইল না, ডিস গুলিকে যেন চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিল, অবশেষে একে একে সকল গুলিই জর্জ্জের স্ত্রীর মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহাকে কিছুই আঘাত লাগে নাই।

আর এক দিন তিনা কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িয়া গিয়া জর্জ্জের স্ত্রীকে বলিল যে যেন তাহার সুদীর্ঘ কেশ গুচ্ছে টান দিয়াছিল। কিন্তু সেখানে গিয়াও নিষ্কৃতি পাইল না। কে যেন আবার তাহার কেশ আকর্ষণ করিল, বালিকা যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিল এবং বাধ্য হইয়া অন্যত্র গমন করিল। তাহার ইচ্ছা না থাকিলেও কে যেন তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে যখন বালিকা ফিরিয়া আসিল তখন কে যেন তাহার দীর্ঘ কেশের অর্দ্ধেকেরও অধিক কাটিয়া লইয়াছে।

সেই দিন সন্ধ্যার পর জর্জ্জের ছোট পুত্রটী হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। দুই বৎসরের হইলেও বালক সকল কথাই কহিতে পারিত। সে কাঁদিতে কাঁদিতে আধ আধ স্বরে বলিয়া উঠিল "মাগো! কে আমার চুল ধরিয়া টানিতেছে। বড় লাগে যে মা! দেখ না কে আমার চুল ধরিয়াছে।"

জর্জ্জের স্ত্রী বালকের নিকট গিয়া তাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিলেন কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বালকের সেথাৎ যাইবার পূর্ব্বেই বালক চুপ করিয়াছিল, তাহার যন্ত্রণা নিবারিত হইয়াছিল।

একদিন জর্জের স্ত্রী শয়ন গৃহের শয্যা রচনা করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইতেছেন এমন সময়ে ভিনা সেই গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইল। সে সেখান হইতে একবার মাত্র গৃহের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল "মা! ঐ কাল লোকটা কে! তুমি বিছানা পাতিয়া আসিতেছ আর ঐ কাল লোকটা বিছানার চাদর লইয়া টানাটানি করিতেছে। কেন মা? ও কে?

জর্জ্জ পত্নী সুসান সাহসী রমণী। তিনি তখন শয্যার নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তবে কে যেন চাদর খানি তুলিয়া অপর এক স্থানে রাখিয়া গিয়াছে। তিনি আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। সেই মাত্র তিনি শয্যা রচনা করিয়া গিয়াছেন, চাদর খানি বিছানার উপর বেশ পরিষ্কার করিয়া পাতিয়া দিয়াছেন অথচ এখন উহা শয্যার উপর না থাকিয়া অপর এক স্থানে রহিয়াছে ইহার অর্থ কি? কে এ কাণ্ড করিল?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি সহজে ভীত হইবার পাত্রী নহেন।

তিনি চীৎকার করিয়া ডিনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে কোথায় ডিনা?"

বালিকা উত্তর করিল "ঐ যে মা তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? ঐ যে খাটে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে?"

জর্জ্জপত্নী কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি তখন এক গাছি চাবুক লইয়া ডিনার হাতে দিলেন; এবং তাহাকে মারিতে বলিলেন। ডিনার ভয় হইল, সে তাহাকে মারিতে সাহস করিল না। তখন জর্জ্জপত্নী তাহকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইলেন এবং ডিনাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তখন ডিনার সাহস হইল। সে চাবুক দ্বারা উত্তম রূপে প্রহার করিতে লাগিল।

এইরূপ গোলযোগে দুই এক জন প্রতিবেশী সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ডিনার কার্য্য দেখিয়া সমস্ত ব্যাপর বুঝিতে পারিলেন এবং ডিনাকে আরও প্রহার করিতে উত্তেজিত করিলেন। যথেষ্ট প্রহারের পর এক প্রকার কিচ কিচ শব্দ সকলের কর্ণগোচর হইল। কিছুক্ষণ এই প্রকার শব্দ শুনিবার পর ডিনা বলিল সে কালমূর্ত্তি গৃহ হইতে অদৃশ্য হইল।

সেদিন সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল বটে, কিন্তু বাড়ী হইতে একেবারে দূরীভূত হইল না। মধ্যে মধ্যে কাহারও কাহারও নয়ন গোচর হইতে লাগিল।

আর একদিন বালিকা ডিনা দৌড়িয়া আসিয়া জর্জ্জপত্নীকে বলিল, যে একটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড কুকুর বাগানের বেড়া ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। জর্জ্জপত্নী প্রথমে তিন চারিজন ভৃত্যকে বাগানের দিকে পাঠাইয়া দিলেন এবং পরে

স্বয়ং দুই তিন জন লোক লইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু কেহই কোথাও সেই কুকুরকে দেখিতে পাইলেন না।

কুকুরটী যে বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল তাহার প্রকৃত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল, কারণ বাগানের বেড়া তখনও পড়িয়াছিল। জর্জ্জ ষ্টী আরও কিছুক্ষণ কুকুরের অন্বেষণ করিলেন এবং অবশেষে হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বলা বাহুল্য বাগানের বেড়া পুনরায় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এইরূপ নানাপ্রকার উপদ্রব সহ্য করিয়া একদিন জর্জ্জ স্থির করিলেন যে সেই দৌরাত্ম্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিজ বাড়ীতে ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। তদনুসারে তত্রত্য ধর্ম্ম যাজক তাঁহার বাড়ীতে একটী সভা আহ্বান করেন। সভায় সেই স্থানের প্রায় সমুদয় সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যাজকের নাম হর্ণার। ইনি প্রসিদ্ধ মাননীয় মিষ্টার হর্ণারের সহোদর। তিনি ভূত প্রেতাদি বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু সেদিন সভায় উপাসনা আরম্ভ করিবার সময় দেখিলেন তাঁহার টেবিলের উপরিস্থ একটী দোয়াত-দান হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখনই উহার অন্বেষণের জন্য চারিদিকে লোক গমন করিল। এবং রন্ধনশালার ভিতরে উনুনের নিকট হইতে সেই দোয়াত-দান আনীত হইল। বক্তা হর্ণার এই ব্যাপারে অতিশয় চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু তত্রাপি ভূতযোনি বিশ্বাস করিলেন না।

যখন দোয়াতদানটী আনীত হইল, তখন হর্ণার তাহার উপরে একখানি কাগজ দেখিতে পাইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে দোয়াত দানের উপর কোন কাগজ রাখেন নাই। এখন কাগজ দেখিয়া

তাঁহার আরও সন্দেহ হইল। তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন তাহাতে কি লেখা রহিয়াছে। লেখাগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও পড়া গেল। তাহাতে লেখা ছিল "তুমি আমায় পনের বার বেত্রাঘাত করিয়াছ।"

হর্ণার সাহেব বেত্রাঘাতের কথা জানিতেন না। তিনি জর্জ্জকে সে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিলেন, বলিলেন "সেদিন ডিনা নামে একটী বালিকা এক কৃষ্ণবর্ণ প্রেতাত্মাকে বেত্রাঘাত করিয়াছিল।"

আর একদিন জর্জ্জপত্নী একটা মদের বোতল লইয়া একটী গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে তিনি ভাবিতেছিলেন যদি এই সময়ে কেহ আমার হাত হইতে বোতলটী কাড়িয়া লয় তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ।

ঐরূপ মনে করিতে না করিতে জর্জ্জপত্নী দেখিলেন একটা প্রস্তর হঠাৎ তাঁহার সেই হস্তে লাগিল। বোতলটা তখনই তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল, এবং তখনই ভাঙ্গিয়া গেল।

আর একটী ঘটনা বর্ণনা করিয়া পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করিব।

একদিন জর্জ্জের প্রতিবেশী জেমস কুইন্ তাঁহার অশ্ব লইয়া মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। গৃহে ফিরিবার সময় তাঁহার ইচ্ছা হইল জর্জ্জের বাড়ীর নিকট দিয়া গমন করেন।

এইপ্রকার ভৌতিক উপদ্রব শুনিবার ও দেখিবার জন্য তত্রত্য সকল লোকেই জর্জ্জের বাড়ীতে আগমন করিতেন। জেমস কুইনও মধ্যে মধ্যে জর্জ্জের বাড়ী গিয়া দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া আসিতেন।

গ্রহণ করিলেন দেখিলেন কাগজ খানি কতকগুলি অকথ্য অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষায় পরিপূর্ণ—। তিনি কাগজ খানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন পরে বলিলেন "আমি তোমাকে এইরূপ অশ্লীল ভাষা লিখিতে বলি নাই। তুমি এমন অশ্রাব্য কথা কেন লিখিয়াছ? যে কার্য্যের জন্য আমি তোমার হস্তলিপি দেখিতে চাহিয়াছিলাম ইহাতেত সে কার্য্য হইবে না। আমি কোন্ লজ্জায় এই অশ্লীলতা পূর্ণ কাগজ খানি আমার বন্ধুগণকে প্রদর্শন করিব।"

প্রেতাত্মা অট্টহাসি হাসিয়া বলিল "এবার আমায় বিরক্ত করিলে আমি নিশ্চয়ই তোমার পেন্সিলটি চুরি করিব।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতে পেন্সিলটি সত্য সত্যই যেন ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং ঘরের চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

উডকক্ আন্তরিক বিরক্ত হইলেন এবং প্রেতাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি অযথা তিরস্কার করিলেন। তিরস্কার ও ভৎর্সনা খাইয়া সে যেন কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষান্ত হইল। তাহার মুখে আর কোন প্রকার কর্কশ কথা শোনা যায় নাই।

উড়কক্ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন" ডিনার প্রতি তোমার এত আক্রোশ কেন? আর এই কৃষকের বাড়ীতেই বা এত দৌরাত্ম্য করিতেছ কেন?

প্রেতাত্মা পূর্ব্বের কর্কশ স্বরে উত্তর করিল, "ডিনা কে? আমিত ত তাহাকে চিনি না"

উ। আচ্ছা সে কথা পরে হইবে, আগে বলদেখি এ বাড়ীতে তোমার এত উপদ্রব কেন?

প্রে। ওয়ালেস সাহেবের পত্নী আমাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে।

উ। কতদিনের জন্য তুমি ওয়ালেস পত্নির দাস হইয়াছ?

প্রে। আমি কাহারও ভৃত্য নহি।

উ। তবে ওয়ালেস সাহেবের স্ত্রীর অনুরোধে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির বাড়ীতে এই ভয়ানক দৌরাত্ম্য কেন?

প্রে। সে কথা আমি তোমায় বলিতে ইচ্ছা করি না। তুমি না প্রেতযোনি বশীভূত করিতে পার? সাবধান নতুবা আমার হাতেই তোমার মৃত্যু হইবে।

উডকক্ ভীত হইবার পাত্র নহেন। তিনি ভয়ানক রাগান্বিত হইয়াউত্তর করিলেন "তুমি আমার কিছুই করিতে পারিবে না। আমি—তোমার মত প্রেতাত্মাকে ভয় করি না। আর এককথা আমি তোমার শত্রু নহি, যদি আমার সহিত সদ্ব্যবহার কর তাহা হইলে আমার দ্বারা অনেক উপকার পাইবে।

উত্তরে উডকক্ যাহা শুনিলেন তাহা আর কাহারও নিকট ব্যক্তব্য নহে। তিনি তখন অতিনম্র ভাবে বলিলেন" তুমি কেন এত অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতেছ? বিশেষত বালক বালিকা ও স্ত্রীলোক দিগের সম্মুখে ওসকল কথা মুখেও আনিতে নাই। শিষ্ট হও, আর অশ্লীল কথা প্রয়োগ করিও না।"

প্রেতাত্মা বলিল "আচ্ছা তাহাই হইবে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি একটা লোক কতক্ষণ কথা কহিতে পারে? আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি আর আমায় অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিও না। এখন শীঘ্র ওয়ালেস পত্নীর নিকট যাও, বেচারা তোমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কেবল তিনি নহেন, তাহার সহিত আরও দুইজন আছে।"

উড্‌কক্ উত্তর করিলেন "আমি এখনই সেখানে যাইতেছি।"

প্রেতাত্মা হাসিয়া উঠিল। বলিল "তুমি? না, না, তুমি কখনও সেখনে যাইতে পরিবে না।"

তাহার পর জর্জ্জকে সম্বোধন করিয়া বলিল "কৃষক! আমি বাস্তবিকই তোমায় ভালবাসি। সেই জন্য এত কাল তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই। আমি এই লোকটার সহিত আর বাক্যালাপ করিতে চাহি না। তুমি কি জিজ্ঞাসা করিবে কর, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।"

জর্জ্জড্যান তখন সাহস করিয়া বলিলেন "যদি সত্য সত্যই তুমি আমাকে ভাল বাস তবে কেন এত দিন আমার বাড়ীতে এইরূপ উপদ্রব করিতেছ?"

প্রে। কিছুই নহে—কেবল তামাসার জন্য কৌতুক দেখিবার জন্য এ প্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া থাকি।

জ। কৌতুকই বা বলি কেমন করিয়া? সে দিন মেরির বক্ষে যে পাথর খানি মারিয়াছিলে তাহাতে পাথর খানি যদি জোর রকম লাগিত তাহা হইলে সে ত আর বাঁচিত না।

প্রে। আমি মেরিকে মারিব মনে করিয়া পাথর খানি নিক্ষেপ করিনাই। আমার ইচ্ছা ছিল ডিনাকে আঘাত করি, কিন্তু পাথর খানি মেরির বক্ষে ঠেকিলেও তাহাকে আঘাত লাগে নাই। যদি সে পাথরের আঘাত মেরির বক্ষে লাগিত তাহা হইলে কি তাহাকে আর দেখিতে পাইতে?

জ। সে দিন যে ঘরে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিলে, সেটাও কি কৌতুক?

প্রেতাত্মা কিছুক্ষণ কোন উত্তর করিলনা। পরে যেন বুদ্ধাঙ্ক

দুঃখিত হইয়া বলিল "নিশ্চয়ই কৌতুক। কিন্তু এখন আমার বোধ হইতেছে যে ঘরে আগুণ দিয়া বড় ভাল কাজ করিনাই।"

এই প্রকার সমস্ত দিন বাকবিতণ্ডার পর সেই প্রেতাত্মা আপনা আপনই অনুতাপ করিতে লাগিল এবং অবশেষে এত দুঃখিত হইল যে সে জর্জ্জ ও তাহার পরিবার বর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সে আরও প্রতিজ্ঞা করিল যে আর কখনও অশ্লীল কথা মুখে আনিবে না।

সায়ংকালে উডকক্ সাহেব ওয়ালেস পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার বিষয় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন সেই সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিলেন। বলিলেন প্রেতাত্মা যখন তাঁহার নামে এই কলঙ্ক আরোপণ করিয়াছে তখন সকলেই বিশ্বাস করিবে যে, আপনিই জর্জ্জের বাড়ীতে ভৌতিক উপদ্রবের কারণ।

বহুকাল হইতে একখণ্ড জমি লইয়া এই ওয়ালেস পরিবারের সহিত জর্জ্জভ্যাগের কলহ চলিতেছিল। ইহাতে সকলেই মনে করিবে যে জর্জ্জকে কষ্ট দিবার জন্য, তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া স্বগৃহ হইতে দূরীভূত করিবার জন্যই ওয়ালেস পত্নী সেই প্রেতাত্মার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উডককও এই ব্যাপার অবগত ছিলেন। ওয়ালেস পত্নীকে জর্জ্জের বাড়ীতে আনয়ন করিয়া উভয়ের পুনর্মিলন করিতে চেষ্টা করিতেলাগিলেন। কিন্তু ওয়ালেস পত্নী প্রথমতঃ জর্জ্জের গৃহে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না।

অনেক অনুরোধের পর তিনি উডককের সহিত জর্জ্জের বাড়ীতে আগমন করিলেন। তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র

সেই প্রেতাত্মার কণ্ঠস্বর সকলের কর্ণগোচর হইল। সে বলিল "এই যে মা ওয়ালেস আসিয়াছে, এ বড় মন্দ নয়।"

এই বলিয়া সে ওয়ালেস পত্নীকে গালাগালি দিতে উদ্যত হইতেছিল, এমন সময় উডকক তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন "ইহার অনুপস্থিততে তুমি ইহাকে এক ভয়ানক অপরাধে অপরাধিণী করিয়াছ। এখন ইহার সম্মুখে সে কথা বল দেখি?"

প্রেতাত্মা বলিয়া উঠিলেন "কে বলিব না? যাহা সত্য তাহাই বলিয়াছি। ওয়ালেস! তুমি, ম্যাগি আর উইলি তিন জনেই জলায় গিয়া একখানা যাদুবিদ্যার পুস্তক পুঁতিয়া আইস নাই? বই খানি তুমি গণ্টুলে পাইয়াছিলে। এত কথা আমি ভুলিয়া যাইব মনে করিয়াছ?

ওয়ালেস পত্নী বলিয়া উঠিলেন "কই না: আমি কোন পুস্তক জলায় পুঁতিয়া আসি নাই।"

প্রে। আসিয়াছ—আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

ও। না আমি কখনও ঐ কাজ করি নাই।

প্রে। তবে তুমি মিথ্যাকথা বলিতেছ। তুমি যে মিথ্যাবাদিনী তাহা কি জানিতাম?

ওয়ালেসপত্নী বারম্বার সে কথার প্রতিবাদ করিলেন। এতক্ষণ প্রেতাত্মা কথা কহিতেছিল বটে, কিন্তু কেহই তাহাকে দেখিতে পাইতেছিল না। গৃহে সে দিন অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। সকলই নিষ্পন্দভাবে ওয়ালেস পত্নী ও অদৃশ্য প্রেতাত্মার কথোপকথন শুনিতেছেন।

অনেকক্ষণ বাকবিতণ্ডার পর প্রেতাত্মার মিথ্যা কথা ধরা পড়িল। ওয়ালেস পত্নীর জেরায় প্রকৃত কথা গোপন রহিল না।

আপনার মিথ্যা কথা ধরা পড়িয়াছে জানিতে পারিয়া সে বলিয়া উঠিল,—"আঃ আর কেন ব্যস্ত কর, তোমরাই ত আমাকে মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য করিয়াছ।"

তখন উপস্থিত জনমণ্ডলী সকলেই জানিতে পারিলেন যে, প্রেতাত্মা মিথ্যা করিয়া ওয়ালেস পত্নীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল। তিনি এ বিষয়ে বাস্তবিকই কিছুই জানিতেন না।

সে যাহা হউক, প্রেতাত্মা ওয়ালেস পত্নীকে ছাড়িয়া আর দুইজনের উপর দোষ দিল। বলিল, "আমার ভুল হইয়াছিল; ইনি নহেন, ইহার দুই কন্যা ম্যাগি ও উইলই বইখানি পড়িয়াছিল।"

উডকক্ বলিলেন,—"যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমি এখনই তাহাদিকেও এখানে আনিতেছি।"

প্রেতাত্মা উত্তর করিল "তাহারা তোমার সহিত আসিবে না।"

উডকক্ সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ওয়ালেস পত্নীর সহিত তাঁহার বাড়ীতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে রাখিয়া তাঁহার দুই কন্যাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন।

ওয়ালেস পত্নীর সহিত প্রেতাত্মার যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাঁহার দুই কন্যার সহিতও সেই ভাবে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, প্রথম প্রথম বালিকা দ্বয়ের ভয় হইয়াছিল, কিন্তু উডকক্ সাহেব তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন। বলিলেন, "তোমরা নির্ভয়ে যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর। তোমাদের এখানে কোন ভয় নাই।"

প্রেতাত্মা বালিকা দ্বয়ের স্কন্ধেই দোষ চাপাইল। তাহারা

বারম্বার বলিতে লাগিল যে, যাদু বিদ্যা কাহাকে বলে তাহারা এ পর্য্যন্ত তাহাই অবগত নহে। প্রেতাত্মা যে পুস্তকের কথা বলিতেছে, তাহারা সেই পুস্তকের বিষয় বিন্দুবিসর্গ জ্ঞাত নহে। কিন্তু প্রেতাত্মা বলিল যে, সে সকলকে সেই জলায় লইয়া গিয়া কোথায় পুস্তকখানি লুক্কায়িত আছে তাহা দেখাইয়া দিবে। সে কথায় তখন আর কেহ কোন কথা কহিল না।

পরদিন বৈকালে জর্জ্জ, উইলি, ও আরও তিন চারিজন লোক সেই জলায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু সেই পুস্তক পাওয়া গেল না। নানা স্থানে অন্বেষণ করা হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে প্রেতাত্মা বলিল, "আমি পুস্তকখানি পোড়াইয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং আর দেখিতে পাইবে না। আমার স্মরণ ছিল না, তাহা হইলে এত কষ্ট পাইতে হইত না। যাহা হউক আমার জন্য তোমরা বড়ই কষ্ট পাইয়াছ। আমি সেই জন্য আগামী রবিবারের মধ্যরাত্রে তোমাদের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। তোমরাও সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবে।

উডকক্ জিজ্ঞাসা করিলেন "আগামী রবিবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। শীঘ্রই চলিয়া যাও না কেন?

প্রেতাত্মা উত্তর করিল "না,—সেদিন এখানে অনেক লোকের সমাগম হইবে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রেতযোনি বিশ্বাস করেন না। সেই অবিশ্বাসী দিগকে বিশ্বাস করাইবার জন্য আমাকে এই কয়দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

যথা সময়ে রবিবার আসিল। জর্জ্জের বাড়ী লোকে পরিপূর্ণ হইল। এমন কি অনেক দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে লোক আসিয়াছিল।

জন্য তাহার পিতা মাতা ও স্ত্রী যাবতীয় আগন্তুক গণের আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন।

---

## প্রেতাত্মার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

সেদিন প্রেতাত্মার আচরণে সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল। যে ক্রমাগত অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষায় কথা কহিত, সে আর সেদিন সেরূপভাবে কথা কহে নাই। উপস্থিত লোক সকল ভাবিয়াছিল, হয়ত, তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হয়ত সে আর পূর্ব্বের মত অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিবে না। এই মনে করিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আত্মিক! আজ তোমার মুখে কোন প্রকার অশ্লীল কথা শুনিতেছি না কেন, কিসে তোমার এমন পরিবর্ত্তন হইল?"

প্রেতাত্মা পূর্ব্বের মত গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল "আমি সে ব্যক্তি নই। যে আত্মিক এখানে ছিল, তাহাকে এখান হইতে দূরীভূত করিবার জন্যই আমাকে স্বর্গ হইতে এখানে আসিতে হইয়াছে। যে এতদিন এখানে আপনাদিগের প্রতি নানা প্রকার উপদ্রব করিয়াছিল, সে আর এখানে নাই, আমি তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছি।

উপস্থিত জনগণের মধ্য হইতে একজন বলিলেন "যদি সত্য সত্যই তুমি সদাত্মিক হও তাহা হইলে আমার দুই একটী প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি।"

প্রেতাত্মা পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীরভাবে উত্তর করিল "কি জিজ্ঞাসা করিবেন, করুন, যদি সাধ্য থাকে এখনই উত্তর দিব।"

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার কন্যার মৃত্যু কালে আমাকে কি বলিয়া গিয়াছে, বলিতে পার? সে কথা আমি ভিন্ন আর কেহ শুনে নাই। তুমি যদি উহার যথার্থ উত্তর দিতে পার তবেই জানিব যে তুমি বাস্তবিকই স্বর্গ হইতে প্রেরিত হইয়াছ।

প্রেতাত্মা উত্তর করিল "এখন কি আমি সে কথা সকলের সাক্ষাতে বলিতে পারিব? যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহা হইলে বলুন, আমি এখনই তাহা প্রকাশ করিতেছি।

ভদ্রলোকটী সম্মত হইলেন। বলিলেন, "হাঁ—তুমি সচ্ছন্দে প্রকাশ করিতে পার।"

প্রেতাত্মা বলিল "আপনার কন্যা যক্ষা রোগে মারা পড়িয়াছেন। মরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, সে আপনাকে পুনরায় বিবাহ করিবার কথা বলিয়াছিল। সে বলিয়াছিল "বাবা! চারি বৎসর হইল মা আমার স্বর্গে গিয়াছেন। এই চারি বৎসর আমিই আপনার সেবা করিয়া আসিতেছি। আমার শৈশবকালে বিবাহ দিয়াছিলেন বটে কিন্তু আমার অদৃষ্টে যে বৈধব্য যন্ত্রণা ছিল, তাহা কে খণ্ডাইবে? বিবাহের এক বৎসর যাইতে না যাইতে আমি বিধবা হই এবং তোমার নিকট আগমন করি। মার মৃত্যুর পর হইতে আমিই আপনার সকল কার্য্য করিয়া আসিতেছিলাম কিন্তু এইবার আমি চলিলাম। এইবার কে তোমার সেবা করিবে, বাবা! যদি দাদা কিম্বা বৌদিদি জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তোমার কোন কষ্ট হইত না। এখন তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে। বিবাহ না করিলে তোমার সেবা করিবার লোক পাইবে না। এখনও তোমার বয়স

অধিক হয় নাই। ইহাপেক্ষা অধিক বয়সেও লোক বিবাহ করিয়া থাকেন। সে অবস্থায় তুমিই বা কেন বিবাহ না করিবে। তুমি আমার নিকট বল, বাবা, যে বিবাহ করিবে?"

প্রেতাত্মার কথায় তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, বলিলেন "হাঁ বাপু। তুমি যেই হও তোমার কথা ঠিক। আমার কন্যা ঐ কথাই বলিয়াছিলেন বটে। কিন্তু বল দেখি আমি তাহার কি উত্তর দিয়াছিলাম।"

প্রেতাত্মা বলিল "আপনি বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন "উপযুক্ত পাত্রী পাইলেই বিবাহ করিব।"

এই সকল কথা শুনিয়া সকলেই বলিলেন যে, পূর্ব্বে যে আত্মিক অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিত সে আর নাই। যে এখন কথা কহিতেছে সে নিশ্চয়ই সৎ আত্মিক। কিন্তু উডকক সাহেব সে কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন "এখন ইহার কণ্ঠস্বর ও পূর্ব্বোক্ত আত্মিকের কণ্ঠস্বর একই প্রকার তখন উপস্থিত প্রেতাত্মাই যে পূর্ব্বে দৌরাত্ম্য করিত সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

উড্‌ককের কথায়, সমাগত জনগণ তাহার উপর বিরক্ত হইলেন। তখন উড্‌কক স্বয়ং প্রেতাত্মাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

তাঁহার জেরায় প্রেতাত্মা ধরা পড়িল। সে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়াই বিরক্ত হইয়া অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। তখন সকলেই উডককের কথায় বিশ্বাস করিলেন।

উডকক ইতি পূর্ব্বেই সেই আত্মিক সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ

লিখিয়াছিলেন। রাত্রে সকলের সাক্ষাতে সেইটী পাঠ করা হইল। জর্জ্জের বাড়ীতে যে যে ঘটনা হইয়াছিল, প্রবন্ধে তাহার সমস্তই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছিল। যাঁহারা সেই সকল ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সেই প্রবন্ধের নিম্নে স্বাক্ষর করিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ সতের জন সম্ভ্রান্ত লোক সেই প্রবন্ধের নিম্নে নাম সহি করিয়াছিলেন।

---

## পাদরী ও প্রেতাত্মা।

সেই দিন রাত্রি নয়টার সময় প্রেতাত্মা জিজ্ঞাসা করিল "এখানে অনেক লোক আসিয়াছেন বটে, কিন্তু দুইজন প্রধান অবিশ্বাসী আইসেন নাই কেন?"

উড্‌কক তাঁহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলে প্রেতাত্মা উত্তর করিল "তাঁহারা উভয়েই ধর্ম্ম যাজক। এক জনের নাম মাননীয় ডিউকট অপরের নাম মাননীয় নেলর।"

বাস্তবিকই ঐ নামে দুইজন পাদরী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বাসস্থান জর্জ্জের বাড়ী হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে। সুতরাং সে সময়ে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আর একজন পাদরী তখন সেইখানে বাস করিতে ছিলেন। তিনিও প্রেতযোনি বিশ্বাস করিতেন না, প্রেতাত্মার অনুরোধে অগত্যা তাঁহাকেই ডাকিয়া আনা হইল।

এই পাদরীর নাম মাননীয় পেল। তিনি ঘরে প্রবেশ করিতে না করিতে কে যেন তাঁহার নাম বলিয়া দিল। তিনি

আন্তরিক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন বটে কিন্তু সে কথা ব্যক্ত করিলেন না। তখন সেই প্রেতাত্মা তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল "আপনি ধর্ম্মযাজক, ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই আপনার কার্য্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনি স্বয়ং ধর্ম্মের কি জানেন? বাইবেলের কতকগুলি কথা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন; সকল সময়েই সেই গুলি ব্যক্ত করেন। লোকে জানে আপনি একজন বড় পণ্ডিত ও অত্যন্ত ধার্ম্মিক আমি কিন্তু তাহা মনে করি না। আপনার কেবল মুখই সার; আপনার ধর্ম্মজ্ঞান অতি সামান্য, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

প্রেতাত্মার কথা শুনিয়া বেল সাহেব আন্তরিক অসন্তুষ্ট হইলেন এবং আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সমাগত ব্যক্তিবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং বিষণ্ণবদনে গৃহে ফিরিয়া যাইলেন।

মাননীয় বেল প্রস্থান করিলে পর, ঐ প্রেতাত্মা বলিল "আপনারা সকলেই আমাকে বলিতেছেন যে আমিই পূর্ব্বে জর্জ্জ সাহেবের বাটীতে প্রেতাত্মা কহিতাম; কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে। আমি স্বর্গ হইতে আসিয়াছি। আপনারা আমার কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারেন নাই। পাছে আপনাদের কোন প্রকার সন্দেহ হয় সেইজন্য আমি সেই [illegible] কণ্ঠস্বরে কথা কহিয়াছিলাম।"

এই বলিয়া সে অতি মৃদু ও মিষ্টস্বরে বলিতে লাগিল "এই শুনুন আমার প্রকৃত কণ্ঠস্বর। পূর্ব্বে এই স্বরে কথা না কহিবার আরও একটী কারণ আছে। আমার কণ্ঠস্বর যে জিনার মত তাহা আপনারা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। পাছে আমাকে জিনা মনে করেন এইজন্য আমার নিজের কণ্ঠস্বর গোপন করিয়াছিলাম।"

এই বলিয়া সে আপনা [illegible] একটী গান গাহিতে লাগিল। একেই তাহার স্বর অতি [illegible] উপর সে একজন সুগায়ক। আমরা সকলে তাহার গান শুনিয়া [illegible] হইলাম।

গানটী ত্রাণকর্ত্তা যীশু সম্বন্ধীয় ধর্ম্মগীতি সুকণ্ঠে সুগায়ক দ্বারা গীত হওয়ায় আমরা কিছুক্ষণ স্পন্দহীন হইয়া রহিলাম। ডিনা ও মেরি সেই গানটী জানিত। আগ্নিকের স্বরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারাও গান করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহার প্রস্থানের কথা ছিল, কিন্তু সেই সময়ের পূর্ব্বে সে এমন উপদেশ দিতে লাগিল, এমন জ্ঞানের কথা বলিতে লাগিল যে উপস্থিত জনগণ তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আরও এক ঘণ্টা অধিক থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

আগ্নিক সম্মত হইল। সে ঐ সময়েও সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার জ্ঞানগর্ভ কথায় সমবেত লোক সকল আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা আর এক ঘণ্টা থাকিতে অনুরোধ করিলেন। এবারে সে সহজে স্বীকৃত হইল না। অনেক জেদাজেদির পর সে আরও কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিল।

রাত্রি তিনটার সময় সে ডিনাও মেরি ভিন্ন আর সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। প্রস্থান কালে বলিয়া গেল যে, সে পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সেখানে আসিয়া ডিনাও মেরির নিকট বিদায় লইয়া যাইবে।

পর দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সে সত্য সত্যই আসিয়াছিল। উড়কক্ জর্জ্জ ও তাহার পত্নী, গ্রামেরও কতকগুলি ভদ্রলোক,

জর্জ্জের জন কয়েক কুটুম্ব এই সমস্ত লোক একটা প্রকাণ্ড দালানে বসিয়া সেই প্রেতাত্মার বিষয়ে গল্প করিতেছিলেন, এমন সময়ে ডিনা ও মেরি দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই স্থানে আগমন করিল। জর্জ্জ পত্নী তখনই তাহাদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ডিনা বলিল "আমরা এইমাত্র একজন অতি সুন্দর পুরুষকে আমাদের বাগানে দেখিয়া আসিতেছি। তাহার সমস্ত পোষাক শুভ্রবর্ণ। তাঁহার মুখ দেখিলেই বোধ হয় তিনি বড় দয়ালু। তিনি হাসিতে হাসিতে আমাদিগের নিকটে আসিলেন, আমাদিগকে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন, শেষে জনিকে ক্রোড়ে লইয়া কতবার মুখ চুম্বন করিলেন। তাহার পর তিনি উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া মেঘের সহিত মিশিয়া গেলেন। সহসা লাল আলোক চারিদিকে প্রতিবিম্বিত হইল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তিমাভ ধারণ করিল; সে রক্তবর্ণ জ্যোতিঃ আমাদের চক্ষু যেন ঝলসিয়া দিতে লাগিল। তিনি জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিবর্ত্তিত হইলেন।

উভয় বালিকার মুখেই এই কথা শোনা গেল। জনি নিতান্ত শিশু। সে আধ আধ স্বরে বলিল সে এক দেবতার কোলে উঠিয়া ছিল।

এইরূপে সেই প্রেতাত্মা জর্জ্জের বাড়ী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত আর কোন উপদ্রবের কথা শোনা যায় নাই। জর্জ্জের বাড়ীতে কোন প্রকার ভৌতিক কাণ্ড সংঘটিত হইলেই তিনি আমাদিগকে সংবাদ দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

## স্বর্গের দৃশ্য।

আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত আইওয়া নামক প্রদেশে য়্যাষ্টন Aiton নামে এক প্রসিদ্ধ নগর আছে। তথায় মুচ্‌লার নামে এক যোদ্ধা বাস করিতেন। তাঁহার এক সুন্দরী কন্যা ছিল, তাঁহার নাম 'মে' মের বয়স আঠার বৎসর। বয়সে ছোট হইলেও সে জ্ঞানে বড় ও অত্যন্ত ধর্ম্ম শীলা।

মে, য়্যাফটন ( Afton ) বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া একটী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে সেখানকার পাঠ শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মে প্রতিদিনই গির্জ্জায় গমন করিত। সেখানকার যাজকের নাম মাননীয় য়্যাথিংটন। তিনি এক জন উপযুক্ত লোক। এরূপ শোনা যায় যে তাঁহার ন্যায় আর-কোন বক্তা আমেরিকার কোন গির্জ্জায় সেরূপ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতে পারেন নাই।

মে যাজককে অত্যন্ত সম্মান ও ভক্তি করিত, এবং প্রতি-দিনই সেই গির্জ্জায় গমন করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত। মেকে যাজকও অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; তিনি প্রতিদিন তাহাকে আপনার সম্মুখে বসিতে দিতেন।

একদিন রাত্রে বক্তৃতা প্রায় শেষ হইবার সময় মে হঠাৎ হতচেতন হইয়া পড়িল। তিন দিন ধরিয়া সে ঐরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকে, সে সময়ে তাহার শরীর মৃতের ন্যায় আড়ষ্ট, হস্ত-পদ বরফের ন্যায় শীতল এবং মুখের আকৃতি ঠিক মৃতের মত হইয়া গিয়াছিল।

তিন দিন পরে যখন তাহার চেতনা হইল তখন প্রথমতঃ সে ইচ্ছা থাকিলেও কোন কথা বলিতে পারে নাই। মাননীয় ম্যাথিংটনকে তখনই সংবাদ প্রেরণ করা হইল। তিনি সত্বর তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, এবং মের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন যে যখন কথা কহিতে সক্ষম হইবে, তখন সে এক প্রকার অপরিচিত ভাষায় কথা কহিবে।

বাস্তবিকই তাহাই ঘটিল। একদিন সহসা মে কথা কহিল। সত্য সত্যই সে কথা কেহই বুঝিতে পারিল না। সে-সময় তাহার নিকট অনেক আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধু ছিলেন। দেশের লোকে মের অদ্ভুত অজ্ঞান অবস্থার কথা শুনিয়া সকলেই তাহার বাড়ীতে আসিল। ক্রমে এত লোক সেই বাড়ীতে সমাগত হইল যে তাহার পিতা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যখন তাহার জ্ঞান হইল, যখন সে স্বাভাবিক কথা কহিতে পারিল, তখন সে যে সকল কথা বলিয়াছিল তাহা পাঠ করিলে যুগপৎ বিস্মান্বিত ও কৌতুহলাক্রান্ত হইতে হয়। আমেরিকান জারন্যাল একজামিনার (American Journal Examiner) নামক পত্রিকায় তাহার সমস্ত কথা প্রকাশিত হইয়াছে। মে বলিয়াছিল ;—

যখন আমি প্রথমে অজ্ঞান হইয়া পড়ি, আমার বোধ হইল যেন আমি ক্রমেই উপরে উঠিতেছি। আমি যে উড়িয়া যাইতেছি এমন বোধ হইল না, কারণ পরীগণের ন্যায় আমার পক্ষ ছিল না। আমি যেন বায়ু-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে উপরে উঠিতে লাগিলাম।

যখন বিদ্যালয়ে পাঠ করি, তখন পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে আকাশের কোন অংশে একটী স্বর্গের নগর আছে। সেই স্থানেই স্বর্গ। কিন্তু যখন আমি চাক্ষুষ অবলোকন করি তখন দেখিলাম তাহা নহে। আমার বোধ হইল যেন পৃথিবীর কোন সুন্দর অংশেই উহা অবস্থিত। পৃথিবীতে নদী পর্ব্বত সমুদ্র হ্রদ প্রভৃতি যাহা যাহা দেখিতে পাওয়া যায় সেখানেও সেই সকল দেখিতে পাইলাম। সেখানে শীত বা গ্রীষ্মের আধিক্য নাই, তথায় চির বসন্ত বিরাজিত।

যখনই আমি স্বর্গে গমন করিলাম, তখনই আমার এক বন্ধু দৌড়িয়া আমার নিকট আসিল, এবং তাহার দুই হস্তে আমাকে বেষ্টন করিয়া বলিল "যে আসিয়াছ? কত কালযে তোমার আশায় এখানে রহিয়াছি বলিতে পারিনা। আর তোমায় এখান হইতে যাইতে দিব না।"

অনেক দিন হইল আমার বন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে। সে যে স্বর্গে গিয়াছে তাহা জানি না। আর যে তাহার সহিত দেখা হইবে তাহাও ভাবি নাই।

আমার বন্ধু আমাকে এক অতি মনোরম পর্ব্বতের তলে লইয়া গেল। তাহার নিকটেই তাহার বাড়ী। আমি তাহার বাড়ী দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চার্য্যান্বিত হইলাম। দেখিলাম পৃথিবীতে আমরা যেমন পিতা মাতা পুত্র কন্যা লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি, স্বর্গেও সেই রূপ পরিবার লইয়া বাড়ীতে একত্রে সকলে বসবাস করিয়া থাকে। আমি জানিতাম স্বর্গে কোন বাড়ী নাই। সকলে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়ায়, কিন্তু আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আমার বন্ধু আমাকে লইয়া নানাস্থানে গমন করিল। আমার অনেক পরিচিত, বন্ধু ও আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমরা প্রতি দিন প্রাতে হ্রদে স্নান করিতাম।

বন্ধুর নাম জুলিয়া। জুলিয়া অগ্রেই হ্রদে নামিল। আমি তাহার হাত ধরিয়া ভয়ে ভয়ে নামিতে লাগিলাম দেখিয়া জুলিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল সেই হ্রদের জলে আমার কোন ভয় নাই।

জুলিয়া সত্যই বলিয়াছিল। জুলিয়ার কথায়ও নামিতে আমার সাহস হইল। তখন সে আমার হাত ধরিয়া হ্রদের নিম্নে লইয়া গেল। আমাদের কোন কষ্ট বোধ হইল না। মাথার উপর হ্রদের যথেষ্ট জল থাকিলেও, প্রবল তরঙ্গে হ্রদের জল আন্দোলিত হইলেও আমরা নিম্নে কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। সেখান হইতে জুলিয়া কতকগুলি অদ্ভুত লতা ও গুল্ম উৎপাটন করিল এবং গৃহে আনিয়া রোপণ করিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদের গাত্র বস্ত্র সিক্ত হইল না। বরং হ্রদের জলে তাহার চাকচিক্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইল।

স্বর্গের মানবগণ রেশমী বা পাটের কাপড় পরিধান করিয়া থাকে। তাহাদের পোষাক দেখিতে অনেকটা জাপানী স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদের মত।

সেখানকার বৃক্ষাদি প্রায় সমস্তই পৃথিবীর মত। আমি স্বর্গে যাওয়ায় সেখানকার অধিবাসীদিগের মত উড়িতেও ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিতাম। আত্মিক হওয়ায় পার্থিব মাধ্যাকর্ষণের আয়ত্তের বহির্ভূত হইয়াছিলাম।

সেখানে বালক যুবক ও প্রৌঢ় দেখিলাম বটে, কিন্তু একটীও বৃদ্ধ আমার নয়নগোচর হইল না। আমার বোধ হয় স্বর্গে বার্দ্ধক্য নাই। হঠাৎ আমি তৃষ্ণাতুর হইলাম। জুলিয়া আমাকে একটী ঝরণার নিকট জলপানার্থ লইয়া গেল; আমি জলপান করিলাম। তেমন সুমিষ্ট পরিষ্কার জল আমি আর কখনও পান করি নাই, করিবও না। প্রত্যহ সায়ংকালে ঐক্যতান বাদন হইয়া থাকে। সেই বাদ্যে দেশের প্রায় সমস্ত লোকে যোগদান করিয়া থাকেন।

এত সুখ ও সচ্ছন্দতার মধ্যে থাকিলেও মধ্যে মধ্যে আমার দুঃখ হইতে লাগিল। আমার বাড়ী ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। আমি তখনই জুলিয়ার নিকট বিদায় লইলাম। কারণ স্বর্গে মনে কোন বিষয় ইচ্ছা হইবামাত্র তখনই তাহা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

এদিকে আমার পার্থিব দেহ জীবিত হইল। আমি ফিরিয়া আসিলাম। আমার মনে পড়িল আমি আমার শয়ন গৃহে শয্যার উপর শুইয়া আছি। কিন্তু আমার মস্তকে এক ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরেই আমার কথা কহিবার ইচ্ছা হইল কিন্তু পারিলাম না। তাহার পর যাজক মহাশয় আমার নিকটে আসিয়া বসিলেন এবং আমি যাহা বলিলাম তিনি লিখিয়া লইলেন। কিন্তু কি যে বলিয়াছি, এবং কেমন করিয়াই যে বলিয়াছি তাহার কিছুই মনে নাই।

কিছু দিন পরে ধর্ম্ম যাজক যখন সেই কাগজখানি পাঠ

করেন, তখন আমার অতি সামন্যই মনে ছিল। কিন্তু আমি যে স্বর্গে গিয়া সেই সেই দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি তাহা আমার বেশ ধারণা হইল।

আরও অনেক বার আমি ঐ স্থানে গিয়াছি। দ্বিতীয় বারে অনেক মৃত বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা হইল। তাঁহারা আমায় পৃথিবীর কথা জিজ্ঞাসা কারলেন, তাঁহাদের আত্মীয় স্ব জনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্বিতীয় বারে যখন আমি চৈতন্য লাভ করিলাম, তখন চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলাম আমার দেহের চারিদিকে অনেক লোক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। আমাকে সচেতন দেখিয়া একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা আমার সম্মুখে আসিলেন এবং তাঁহার মৃত স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

বলা বাহুল্য আমি তাঁহার স্বামীকে চিনিতাম না। রমণীর কথায় তাঁহার নাম জানিয়া লইয়া পুনরায় অজ্ঞান হইলাম, আবার আমার সূক্ষ্মদেহ স্বর্গে চলিয়া গেল। আমাকে পুনরায় সেখানে দেখিয়া তত্রত্য জীবগণ আমাকে বেষ্টন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম।

সুখের বিষয় এই যে রমণীর মৃতস্বামীও আমারই নিকটে ছিলেন। তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, আমার স্ত্রীকে বলিবেন যে আমি এখানে বেশ সুখে কালযাপন করিতেছি। আমার বড় ইচ্ছা যে তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় কিন্তু সেই অভিপ্রায়ে আমি যে আবার পৃথিবীতে গমন করিব আমার এমন ইচ্ছা নাই। তাঁহাকে বলিবেন আমি যে ফুলের গাছটী

রোপণ করিয়া আসিয়াছি তিনি যেন প্রত্যহ তাহাতে জল সেচন করেন। জলাভাবে গাছটী যেন মারা না যায়।"

যথা সময়ে আমি আবার পৃথিবীতে আসিলাম, আমার পার্থিব দেহ আবার সজ্ঞান হইল। রমণী তখনও অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর কথা বলিলাম। তিনি আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

আর একবার আমার অচেতন অবস্থায় এক অতি সুন্দরী যুবতী তাঁহার প্রণয়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন। যখন আমার জ্ঞানলাভ হইল, তখন তিনি আমার সন্নিকটে আসিয়া ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকেও চিনিতাম না, সুতরাং যুবতীর কথায় আবার অচেতন হইলাম। আমার সূক্ষ্ম দেহ আবার স্বর্গে গমন করিল।

স্বর্গে গিয়া রমণীর প্রণয়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম এবং শীঘ্রই তাঁহার সন্ধান পাইলাম, আমার প্রশ্ন শুনিয়া তিনি হাসিলেন। বলিলেন "তাঁহাকে বলিবেন আমি তাঁহারই আশায় এখানে অপেক্ষা করিতেছি। তিনি যেন হতাশ না হন। পৃথিবীতে মানব সমাজে বিবাহ না হইলেও আমরা ঈশ্বরের সমক্ষে বিবাহিত হইয়াছি। শীঘ্রই আমাদের পুন-র্মিলন হইবে।"

জ্ঞান লাভ করিয়া আমি যুবতীকে তাঁহার প্রণয়ীর কথা ব্যক্ত করিলাম। যুবতী আনন্দে মাতুয়ারা হইয়া আমাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

যখন আমি শেষবার স্বর্গে গিয়াছিলাম তখন আমি

একজন স্বর্গীয় দূতের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম কেমন করিয়া আমি এইরূপ পৃথিবী ও স্বর্গে যাতায়াত করিতেছি। তিনি উত্তর করিলেন "বৎসে! পৃথিবীর লোকে স্বর্গকে যত দূরে মনে করে, স্বর্গ বাস্তবিক পৃথিবী হইতে তাদৃশ দূরে অবস্থিত নহে। যাহাদের আত্মা স্বর্গে আসিবার বাসনা করে কেবল তাঁহারাই স্বর্গে আগমন করিতে সক্ষম হন। সামান্য কথায় বলিতে হইলে পৃথিবীর অতি নিকটে স্বর্গ। পার্থিব মানবগণ যদি একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে আসিতে পারে। আত্মা যখন দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তখন সে আর পার্থিব নিয়মের বশীভূত থাকে না। সে তখন ইচ্ছামত সকল কার্য্য করিতে পারে। কোন বিষয়ে আন্তরিক ইচ্ছা হইলেই উহা স্বতঃই সম্পাদিত হইয়া থাকে। তুমি যে স্বর্গের এত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও সে কেবল তোমার জ্ঞানচক্ষুর জন্য। গুটীপোকা যেমন অবশেষে অতি সুন্দর প্রজাপতির আকার ধারণ করে, মানব জন্মাবধি সেই প্রকার নানা আকার ধারণ করিয়া থাকে। প্রথমে মাতৃগর্ভে একরূপ আকার থাকে, ভূমিষ্ট হইলে আর এক প্রকার আকৃতি হয়, ক্রমে সেই শিশু বর্দ্ধিত হইয়া বালক কিশোর, যুবা প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ইত্যাদি নানারূপ ধারণ করে। তোমার মত অতি অল্প লোকেই পৃথিবী ও স্বর্গে যাতায়াত করিতে এবং উভয় লোকের সংবাদ বহন করিতে সক্ষম হয়। কারণ অপরের আত্মা অপেক্ষা তোমার আত্মা অনেক উন্নত।

আমি তাঁহার কথা অতি মনোযোগের সহিত শুনিলাম বটে কিন্তু অধিকাংশই আমার বোধগম্য [illegible] না। তবে এই

পর্য্যন্ত বুঝিলাম যে আমার আত্মা নশ্বর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন স্বর্গে যায় তখন পৃথিবীতে আমার সেই দেহ মৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকে। আবার যখন আমার জ্ঞানলাভ হয়, তখন আমার আত্মা আবার সেই শরীরে প্রবেশ করে।

অনেকে মনে করিতে পারেন হয়ত আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। স্বর্গে গিয়া যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্নেও ধারণা করা যায় না।

---

## ভূত না বর?

জেমস য্যালেন ( Mr games Allen ) সাহেব আমেরিকার কোন সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন; "আমি অতিশয় আগ্রহ সহকারে ষ্টেশনে অপেক্ষা করিয়াছিলাম। ওয়াণ্টমান আড়াইটার গাড়ীতেও আসিলেন না অথচ বেলা চারিটার সময় বিবাহ হইবার কথা ধার্য্য ছিল।

বেলা দ্বিপ্রহরে তিনি মিলকি নগরে এই টেলিগ্রাম করিলেন, হঠাৎ কোন কারণ বশতঃ আমি অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু মরি আর বাঁচি আমি যথা সময়ে সেখানে নিশ্চয়ই উপস্থিত হইব।"

বরের নাম ওয়াণ্টমান। তিনিই পূর্ব্বোক্ত টেলিগ্রাম করিয়া ছিলেন। যদি তিনি তিনটা পঁচিশ মিনিটের গাড়ীতে আসেন, তাহা হইলেও বেলা চারিটার সময় গির্জ্জায় যাওয়া অসম্ভব। ওয়াণ্টমান কখন মিথ্যা কথা বলেন না। তিনি

যখন লিখিয়াছেন মরি আর বাঁচি আমি নিশ্চয়ই যাইব, তখন তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কন্যার পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই অবস্থায় কি করা যায়। বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ অনেকেই উপস্থিত হইয়াছেন অথচ পাত্রের এখনও দেখা নাই কেন?

আমি তাঁহাকে ওয়ান্টমানের টেলিগ্রাম দেখাইয়া বলিলাম তিনি যখন লিখিয়াছেন তখন তিনি অবশ্যই যথা সময়ে এখানে আসিবেন। আপনি ইতি মধ্যে গির্জ্জায় গিয়া তাহার অপেক্ষা করিতে পারেন। ইহা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে হয় তিনি আসিবেন, না হয় পত্র লিখিবেন।"

কন্যার নাম হেলেন। তাহার পিতা আমার কথা শুনিয়া প্রস্থান করিলেন; আমি ওয়ান্টমানের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

যে ট্রেণের কথা বলিয়াছি, সেখানি তিনটা পঁচিশ মিনিটে না আসিয়া তিনটা পঞ্চান্ন মিনিটে আসিল। কিন্তু ওয়ান্টমান তাহাতে ছিলেন না। আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম এবং তখনই একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ীতে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গির্জ্জায় গমন করিলাম।

গির্জ্জার দ্বারে হেলেনের পিতার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি দ্রুতগতি তাঁহার নিকটে গিয়া হতাশ হইয়া বলিলাম "ওয়ান্টমানের কি হইল? তিনি কেন আসিতে পারিলেন না?"

আমার কথায় ও আমার মুখভঙ্গী দেখিয়া তিনি হাসিয়া

উঠিলেন। বলিলেন "সে কি আপনি তাঁহাকে দেখিতে পান নাই? এতক্ষণ বিবাহ প্রায় শেষ হইল। কিন্তু ওয়াণ্টমানের মুখ দেখিয়া আমার স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে তাঁহার কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়া থাকিবে। তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল। তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তিনি আসিয়া অবধি কাহারও সহিত কথা কহেন নাই, কাহারও দিকে দৃক্‌পাতও করেন নাই। ঐ যে তাঁহারা এই দিকেই আসিতেছেন।"

যখন বর ও কন্যা গির্জ্জা ত্যাগ করিলেন তখন আমি একবার ওয়াণ্টমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম সত্য সত্যই তাঁহার মুখ প্রেতযোনির মত মলিন ও পাংশুবর্ণ। ওয়াণ্টমান আমার দিকে চাহিলেন বটে কিন্তু সে দৃষ্টি দেখিয়া আমার আতঙ্ক হইল। মৃত্যুর পর লোকের চক্ষুর যেমন অবস্থা হয় ওয়াণ্টমানের চক্ষু ঠিক সেই প্রকার হইয়া গিয়াছে।

হেলেন তাঁহার হাত ধরিয়াছিল। তাহাকে ভীতা বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু সে ক্রন্দন করে নাই। যখন তাঁহারা শকটে আরোহণ করিলেন তখন গির্জ্জা হইতে ঐক্যতান বাদ্য বাজিয়া উঠিল। কিন্তু উহা বিবাহের বাদ্যের পরিবর্ত্তে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বাদ্যই বাজিয়া উঠিল। নিমন্ত্রিত লোকগণ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলেন। রমণীগণের অনেকেই কাঁদিয়া উঠিলেন।

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। লম্ফ প্রদান করিয়া তখনই হেলেনের পিতার শকটে আরোহণ করিলাম এবং কোন কথা না বলিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম।

আমাদের গাড়ীখানি বাড়ীতে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই বর ও

কন্তার গাড়ী তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন গাড়ীর কোচমান ও সহিত গাড়ীর দরজা খুলিল তখন কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ওয়ান্টমানও সেখানে ছিলেন না, হেলেনও ছিল না। তাহারা স্তম্ভিত হইল। কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বাড়ীর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু পরেই আমরা সেখানে উপনীত হইলাম এবং সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া তখনই উভয়ের অন্বেষণার্থ চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলাম। অনেকক্ষণ পরে হেলেনকে বাড়ীর ভিতর এক অতি গোপনীয় স্থানে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেল।

হেলেনের পিতা কন্তাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলে কোচমান উত্তর করিল গাড়ী পথে কোথাও দাঁড়ায় নাই কিম্বা গাড়ীর দরজাও খোলা হয় নাই। কিন্তু কেমন করিয়া কোথায় যে বর পলায়ন করিয়াছেন তাহা [illegible] অবগত নহে। হেলেনই বা কেমন করিয়া গাড়ী হইতে বাহি[illegible] গাড়ীর ভিতর গিয়াছিল তাহাও তাহারা বলিতে পারিল না।

আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। এই অদ্ভুত রহস্যের কারণ কি জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলাম।

এমন সময়ে হঠাৎ একজন পিয়ন আসিয়া আমার হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিল। আমি তখনই পাঠ করিলাম :—

"ওয়ান্টমান বেলা বারটার সময় মিলকি ষ্টেশনে আসিতে হঠাৎ তিনি গাড়ী হইতে পড়িয়া যান। তদ্দণ্ডেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

আমার কেমন সন্দেহ হইল। আমি তখনই আমার এক

বন্ধুকে ওয়ান্টম্যানের মৃত্যুর বিষয় টেলিগ্রাম করিলাম। উত্তরে জানিতে পারিলাম ওয়ান্টমান সত্য সত্যই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।

পূর্ব্বেই ঐ সংবাদ পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পথের যে অংশে ওয়ান্টমান যাঁহার গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন সেখানে কোন লোকে তাঁহাকে চিনিতেন না। পতনের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় পুলিশে তাঁহার মৃতদেহ প্রেরিত হইয়াছিল। সেখান হইতে তাঁহার সন্ধান লইতে প্রায় তিন চারি ঘণ্টা অতীত হইয়াছিল। সেই কারণেই তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই।

অনুসন্ধানে জানা গেল যে তিনি বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া অতিশয় বেগে ষ্টেশনের দিকে গমন করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার ঘোড়া পড়িয়া যায়. গাড়ী সমেত তিনিও ভূমিশায়ী হন। ঘোড়াটি ভয়ানক তেজীয়ান, সে পুনরায় উঠিয়া প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিল। আরোহী ও গাড়ী সেই পতিত অবস্থাতেই তাহার অনুসরণ করিল। এইরূপে কিছুদূর যাইতে না যাইতে আরোহীর মাথা ফাটিয়া গেল। তিনি অচেতন হইলেন এবং পরক্ষণেই প্রাণবায়ু তাঁহার দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যখন ওয়ান্টমানকে গির্জ্জা গৃহে দেখিতে পাই তখন তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ও দেহ শীর্ণ ছিল। কেবল আমি নহি সকলেই এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন। আর এক কথা তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন নাই। অন্ততঃ আমিও তাঁহাকে কাহারও সহিত কথা কহিতে দেখি নাই। আমরা

যখন তাঁহাকে গির্জ্জাগৃহে দেখিলাম, বাস্তবিক তিনি তখন মিলকি নগরে মৃতাবস্থায় পড়িয়াছিলেন।

লোকে একথা শুনিলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু এ সকল সত্য সত্যই ঘটিয়াছে, সত্য সত্যই ওয়াণ্টমান বেলা দ্বিপ্রহরে মিলকি নামক নগরে মারা পড়েন। অথচ সেইদিন বেলা চারিটার সময় তিনি চিকাগো নগরে বিবাহ করেন।

কেন এরূপ হয়? কোন্ কারণ বশতঃ এই অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল? ওয়াণ্টম্যান টেলিগ্রামে লিখিয়াছিলেন "বাঁচি আর মরি আমি সময়ে নিশ্চয়ই সেখানে উপস্থিত হইব।" তিনি জীবিত অবস্থায় আসিতে সক্ষম না হইয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ মরিবার পরও সেখানে গিয়া বিবাহ করিয়াছেন।

হেলেনের কি হইল? বালিকা ওয়াণ্টমানকে সত্য সত্যই প্রাণের অধিক ভালবাসিত। হতভাগিনীকে আর উঠিতে হইল না। এক সপ্তাহের পর সতী সাধ্বী সকলকে কাঁদাইয়া স্বামীর অনুগমন করিল।

---

## ভূতের বাড়ী।

নিম্নলিখিত গল্পটী হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগজিন নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

যিনি গল্পটী লিখিয়াছেন তিনি স্বচক্ষে সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি একজন ভারতের লোক। তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি অতি বিরল। তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন বাস করিয়া নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া

আসিয়াছেন। তাঁহার সহোদর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একজন প্রসিদ্ধ উকিল। গল্পে যে তালুকদারের নাম আছে তিনি এক জন রাজা বাহাদুর। যে বাড়ীর উল্লেখ আছে তাহা অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত কোন প্রসিদ্ধ নগরে অবস্থিত।

"তিন মাসের কিছু অধিক গত হইল, আমি লক্ষৌ সহরে আমার বন্ধুর গৃহে বৈকালীন চা পান করিতেছিলাম। সেখানে আমি একা ছিলাম না; বন্ধু ও তাঁহার পরিজন ত ছিলেনই তদ্ভিন্ন আমার মত আরও জন কয়েক বন্ধু তখন সেখানে ছিলেন।

স্বাভাবিক নিয়ম মত আমরা নানা প্রকার গল্প করিতে করিতে চা পান করিতেছি এমন সময় এক জন লোক তথায় উপস্থিত হইলেন। একটা প্রকাণ্ড জামায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। একটা সুদীর্ঘ গলাবন্দে তাহার গলদেশ বেষ্টিত ছিল। তাহাকে দূর হইতে দেখিলে এক অপরূপ জীব বলিয়া বোধ হয়।

সে যাহা হইক তিনি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র আমার বন্ধু তাহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনিও পরম আপ্যায়িত হইয়া গৃহ মধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন।

তখন আমার বন্ধু নবাগত ব্যক্তির সহিত আমাদের আলাপ করিয়া দিলেন। নবাগত ভদ্রলোকটী একজন হিন্দু, তাঁহার নাম কি তখন জানিতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার পদবী "দে" তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বি এ উপাধিধারী ব্যক্তি। তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ও বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। আজ কাল তাঁহার ন্যায় লোক অতি বিরল। যেমন বিদ্যা

তেমনই বিচক্ষণ। পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

কথায় কথায় আত্মা, সূক্ষ্ম দেহ, ভূত, প্রেতাদির কথা উঠিল, তিনি ভূত প্রেতের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রেতযোনির বিদ্যমানতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাইয়াছিলাম। সে সকল তাঁহাকে বলিলাম কিন্তু তিনি সে সকল কথাও হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। আমাদের রাগ হইল। তাঁহার সহিত আমাদের মহা তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিলাম না।

ভূত প্রেতাদির কথা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা স্বচক্ষে কোন ভূত দেখিয়াছি কি, না।

যে সকল লোক তখন সে খানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই স্বচক্ষে কোন ভূত দেখেন নাই। কিন্তু যে সকল ঘটনা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছিলাম আমরা তাহারই উল্লেখ করিলাম। এমনকি তত্রত্য অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা প্রমাণিত অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা তাঁহার কর্ণ গোচর করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি বলিলেন "আপনারা স্বচক্ষে কোন ভৌতিককাণ্ড বা ভূত দেখেন নাই অথচ তাহাদের সম্বন্ধে আপনাদের অন্ধ বিশ্বাস আছে। আমি কিছু দিন পূর্ব্বে স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছি কিন্তু তত্রাপিও আমার ঐ বিষয়ে কেমন সন্দেহ জন্মিয়াছে। যদি আপনারা সেই বিষয় দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে আপনাদের এই বিশ্বাস যে আরও বদ্ধমূল হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ভূতের গল্পের কথা শুনিয়া আমরা আর তর্ক করিলাম না,

সেই গল্প শুনিবার জন্য সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি আমাদের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং গল্পটী যেমনভাবে বলিয়াছিলেন নিম্নে তাহাই বর্ণিত হইল।

---

## অদ্ভুত ভৌগিক কাহিনী।

১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি অযোধ্যার অন্তর্গত কোন এক বিখ্যাত তালুকদারের সম্পত্তির ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হই। ইতিপূর্ব্বে আমি কাশীতে কর্ম্ম করিতে ছিলাম। শীঘ্রই কাশী হইতে আমাকে সেই তালুকে যাইতে হইয়াছিল।

প্রথমতঃ আউড ও রোহিল খণ্ড রেলওয়ের সাহায্যে আকবার পুর পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। পরে সেখান হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল পথ হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া অতিক্রম করিয়াছিলাম।

যথা স্থানে গিয়া আমি তালুকদারের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম তিনি আমায় দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং যাহাতে আমার কোনরূপ কষ্ট না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

পথশ্রমে আমাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিয়া তিনি সত্বর আমার সহিত তাঁহার কয়েক জন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিলেন এবং তৎকালে যে সমস্ত গৃহ খালি ছিল সেই সমস্ত পরিদর্শন করিয়া তার মধ্যে একটী মনোনীত করিবার জন্য আমাদিগকে বারম্বার অনুরোধ করিলেন। আমি সকল গৃহ গুলিই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

দেখিতে লাগিলাম কিন্তু তাহার মধ্যে একটীও আমার মনোনীত হইল না। ঘর গুলি এত অপরিষ্কৃত ও ভিজা যে তাহারা মানবের বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। রাজা বা তালুকদারের কর্ম্মচারীগণ আমার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল। এবং কিছুক্ষণ আপনারা চুপি চুপি পরামর্শ করিয়া আমাকে বলিল যে সেইস্থান হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে একটী সুন্দর বাংলো আছে। যদি আমার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সেখানে গিয়া একবার দেখিয়া আসিতে পারি। তাহারা আরও বলিল যে, বাংলোখানিতে একজন নীলকর ইংরাজ বাস করিতেন। তিনিই তাহাদের তালুকদারের এক আত্মীয়কে বাংলোখানি বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন এবং আমি যদি রাজাকে অনুরোধ করি তাহা হইলে তিনি আমাকে সেই স্থানে বাস করিবার অনুমতি দিতে পারেন।

বাংলোখানি ইংরেজের এবং তিনি স্বয়ং উহাতে বাস করিতেন শুনিয়া আমার লোভ হইল। ভাবিলাম সেই বাংলোতেই বাস করিতে হইবে।

এই মনে করিয়া আমি তখনই রাজার নিকট ফিরিয়া গেলাম। এবং সমস্ত কথা বলিয়া সেই বাংলোয় বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। আমার অনুরোধ শুনিবামাত্র তিনি যেন বিরক্ত হইলেন এবং আমার সমভিব্যাহারী কর্ম্মচারী দিগের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন,—"এখান হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে সত্য সত্যই একখানি বাংলো আছে বটে কিন্তু তাহাতে আপনি কেন ভয়ে বাস করিতে পারিবেন না। বাংলোখানি

নিশ্চয়ই আপনার ন্যায় লোকের বাসের অযোগ্য। বিশেষতঃ উহা গ্রামের এমন স্থানে নির্ম্মিত যে সেখানে আর কোন বাড়ী নাই, জনপ্রাণীও সেদিকে নাই। এত নির্জ্জন স্থান নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগিবে না।"

উত্তরে আমি বলিলাম "যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে বাংলোখানি একবার দেখিয়া আসিতে পারি। আমি নির্জ্জন স্থানই ভালবাসি, সুতরাং নির্জ্জনস্থানে বাস করাই আমার অভিপ্রেত।

রাজা আমার কথায় সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "না আপনাকে আর সে স্থান দেখিতে হইবে না। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি যে আপনার ন্যায় লোক সেখানে কোন ক্রমেই বাস করিতে পারিবেন না।

আমিও কিছু বিরক্ত হইলাম। বলিলাম "যদি কোন আপত্তি না থাকে বলুন তাহা হইলে বাড়ীখানির দোষ কি? আর কেনই বা আমাকে সেস্থান দেখিতেও নিষেধ করিতেছেন। বাংলোখানি কি ভাঙ্গিযা গিযাছে?"

রাজা আমার কথায় অসন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন 'না না, বাড়ীখানির অবস্থা খুব ভাল। কিন্তু তাহা হইলেও আমি কাহাকেও সেখানে এক রাত্রির জন্য বাস করিতে বলিতে পারি না। আপনি আমার ম্যানেজার, বিশেষতঃ একজন বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত লোক আপনাকে কেমন করিয়া সেখানে বাস করিতে অনুমতি দিব।"

রাজা কোন কারণ না দর্শাইয়া কেবল আমাকে সেখানে বাস করিতে নিষেধ করিতেছেন কেন, এই কথা জানি-

বার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল আমি বাধ্য হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন আপনি আমাকে সে বাড়ীতে বাস করিতে দিতে অসম্মত হইতেছেন? আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, বাংলাখানি আমার বাসের উপযুক্ত হইবে।"

রাজা অতি গম্ভীরভাবে ও অনুচ্চস্বরে উত্তর করিলেন "কারণ বাংলোখানিতে ভয়ানক ভূতের উপদ্রব হইয়া থাকে। যে কোন লোক রাত্রি বাস করিবার জন্য তথায় গমন করে; তাহাকে আর প্রাতে জীবিত দেখিতে পাওয়া যায় না। একথা অনেকেই অবগত আছেন। এমন কি দিবাভাগেও কোন লোক সেই দিকে যাইতে ইচ্ছা করেন না।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি ভূত প্রেত বিশ্বাস করি না। তাহার উপর যখন শুনিলাম যে সেই বাংলোখানিতে ভূতের উপদ্রব হয় তখন আমার অত্যন্ত হাসি পাইল। এবং রাজা যদি আমার বন্ধু হইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই হাসিয়া উঠিতাম। কিন্তু তিনি প্রভু আমি ভৃত্য, তিনি রাজা আমি প্রজা, সুতরাং মনের হাসি মুখেই চাপিয়া রাখিলাম। এবং গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলাম "যদি ভূতের উপদ্রব হয় বলিয়াই আমাকে সেখানে বাস করিতে দিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঘর খানি খুলিয়া দিতে আদেশ করুন। আমি ভূত প্রেত বিশ্বাস করি না। এবং ঐ বিষয়ে আমার বিশ্বাস নাই বলিয়াই কোন ভূত আমার সমক্ষে দৌরাত্ম্য করিতে সাহস করিবে না।"

রাজা বাহাদুর অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার সহিত তর্ক বিতর্ক করিলেন। তিনি বলিলেন যে যদি তিনি আমার বাসের জন্য সেই ঘর নির্দিষ্ট করিয়া দেন তাহা হইলে ধর্ম্মতঃ তিনিই আমার

প্রাণহন্তা হইবেন। কিন্তু আমি তাঁহার কোন কথা শুনিলাম না।

আমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তিনি অবশেষে আমার বাসের জন্য সেই গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং তদ্দণ্ডেই উহা পরিষ্কার ও আমার বাসোপযোগী করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন।

এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি সংবাদ পাইলাম। সেখানকার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়াছে। আমি তখন পদব্রজে সেই বাংলোর দিকে যাত্রা করিলাম।

আমার এক বিশ্বাসী ভৃত্য আমার সহিত আসিয়াছিল। বলা বাহুল্য সেও আমার সঙ্গে সেই স্থানে যাইতেছিল। পথে সে বলিল যে নিকটেই তাহার এক আত্মীয়ের বাড়ী, সে একবার তাহাদিগের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করে।

আমি তাহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। বলিলাম "যাও কিন্তু শীঘ্র ফিরিয়া আসিও।"

সে সম্মত হইয়া আমাকে নমস্কার করিল এবং তখনই গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। আমিও ধীরে ধীরে সেই বাংলোর দিকে অগ্রসর হইলাম এবং ঠিক গোধূলি সময়ে সেখানে উপস্থিত হইলাম।

বাংলোখানির চারিদিকে প্রায় ত্রিশ ফিট করিয়া স্থান ছিল। ঐ স্থানের একদিকে পথ, অপরাংশে নানা প্রকার বৃক্ষ রোপিত ছিল।

ফটক পার হইয়া বাংলোর ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম অতি সুন্দর বাংলো। ভূমি হইতে প্রায় দুই হস্ত উপরে বাংলোখানি নির্ম্মিত, আটটী সিঁড়ি পার হইয়া প্রবেশ করিতে

হয়। ভিতরে চারিটী প্রকোষ্ঠ, দুইটী বড়, দুইটী ছোট্ট। তদ্ভিন্ন বাহিরে আরও একখানি ঘর ছিল।

ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র রাজার অনুচরগণ আমার অভ্যর্থনা করিল এবং আমাকে শয়ণ গৃহ, বিশ্রাম গৃহ ও আহার গৃহ প্রভৃতি দেখাইয়া দিল। আমি তখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং ঘরগুলি বিশেষ করিয়া দেখি নাই। আমার আহারের বন্দোবস্ত করিবার নাম করিয়া ভৃত্যগণ বিদায় লইল।

রাজার বন্দোবস্ত অনুসারেই হউক, কিম্বা ভৃত্যগণের ইচ্ছানুযায়ীই হউক বাংলো খানিতে দুইটী মাত্র কেরোসিনের আলোক জ্বলিতে ছিল। আমার শয়ন গৃহে একটী আর দালানে একটী। আমি নিজের পোর্টমেণ্ট খুলিয়া একটী বড় বাতি বাহির করিলাম এবং টেবিলের উপর রাখিয়া প্রজ্জলিত করিলাম।

একখানি তক্তাপোষে অতি সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর উপবেশন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম রাজার এমন সুন্দর স্থান থাকিতে আমাকে সেই ভয়ানক স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এমন রমণীয় স্থানে কি ভূত প্রেত থাকিতে পারে? একেত ভূত প্রেত বিশ্বাস করি না, তাহার উপর সেই প্রাসাদ তুল্য মনোহর স্থানের সহিত ভূতের সংস্পর্শ আছে শুনিয়া আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। রাজার উপরও আমার তাচ্ছিল্য বোধ হইল। কেননা তিনি নিশ্চয়ই অপরের মুখে ভূতের উপদ্রবের কথা শুনিয়া সেই রমণীয় স্থানকে নিতান্ত তুচ্ছভাবে রাখিয়াছেন।

কতক্ষণ যে এই প্রকার চিন্তা করিয়াছিলাম বলিতে পারি না। আমার স্মরণ আছে যে, আমি আমার সহোদরকে

পত্র লিখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। এবং সেই অভিপ্রায়ে শয্যা হইতে উঠিয়া আমার পোর্টমেণ্ট খুলিলাম, তাহার ভিতর হইতে কতকগুলি চিঠির কাগজ দোয়াত, কলম ইত্যাদি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলাম। তাহার পর চেয়ারে বসিয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

কয়েক পংক্তি লিখিবার পর বাংলোর দরজার বাহিরে যেন কাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম এবং কিছু পরেই রাজার ভৃত্যেরা আমায় খাদ্য আনিয়া দিল।

প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আমাকে সেলাম করিতে আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আমার চাকর তাহার আত্মিয়ের সহিত দেখা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে কিনা; তাহারা সকলেই এক-বাক্যে উত্তর করিল সে তখনও ফিরিয়া আইসে নাই। আমার আন্তরিক ক্রোধ হইল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে, সে আসিবামাত্র যেন আমার নিকট পাঠাইয়া দেয়। তাহারা সম্মত হইল এবং নমস্কার করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

আমি এই সকল ভৃত্যের আচরণে একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম। তাহারা সকলেই বাধ্য ও আমার আদেশ পালনে সদাই উৎসুক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের যেন স্ফূর্ত্তির অভাব দেখিলাম। তাহারা সকলেই গম্ভীর; যেন ভীত চকিত সদাই সশঙ্কিত। যে কার্য্যে আমার নিকট আগ-মন করে তাহা যত শীঘ্র পারে সমাপন ক'রে সত্বর সেই বাংলো হইতে চলিয়া যাইত।

তাহাদের এই প্রকার আচরণে আমি প্রথম প্রথম আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরে ভাবিলাম যে সেই বাড়ীতে

ভূতের উপদ্রব হয় শুনিয়া তাহাদের প্রাণে আতঙ্ক হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাড়ীতে চারিটী প্রকোষ্ঠ। দুইটী বড় ও দুইটী ছোট। বড় ঘর গুলিতে তিনটী করিয়া ও ছোট ঘর গুলিতে একটী করিয়া দরজা ছিল। এই আটটী দরজার মধ্যে ছয়টী দরজা বন্ধ ছিল। কেবল যে ঘরে আমি বসিয়াছিলাম সেই ঘরের ও তাহার সম্মুখস্থ ঘরের দরজা খোলা ছিল। বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ ছিল।

ভৃত্যগণ প্রস্থান করিলে আমি পুনরায় টেবিলের নিকট বসিয়া আবার পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। লেখা প্রায় শেষ হইল এমন সময় আমার বাম দিকের ঘরের দরজা গুলি প্রায় এক হস্ত পরিমাণ খুলিয়া গেল। আমি স্পষ্ট দেখিলাম কাল বনাতের কোটে আবৃত একখানি হাত দরজা গুলি খুলিয়া দিল। যেমন আমার চক্ষু সেই হস্তের উপর পতিত হইল হাত খানি তখনই অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমার ভয়ানক সন্দেহ হইল। মনে হইল কোন লোক আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য নিশ্চয়ই এই বাড়ীতে লুকাইয়া আছে। আমার ভয়ানক রাগ হইল আমি তখন সেই প্রজ্বলিত বাতিটী লইয়া সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। কিন্তু জন প্রাণীকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না। মানুষের কথা দূরে থাক্ কোন নিকৃষ্ট প্রাণীও নয়ন গোচর হইল না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঘরটীতে আর কোন দরজা বা জানালা না থাকায় ঘরের ভিতর হইতে পলায়ন করিবার দ্বিতীয় পথ ছিল না।

কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আমি হতাশ হইলাম। মনে এক প্রকার নূতন ভাব উদয় হইল। আমি স্বচক্ষে ঘরের বাহির হইতে সেই কাল বনাতের জামা পরা হাত খানি দেখিয়াছিলাম। কিন্তু ঘরের ভিতর গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না কেন? যাহার হস্ত সেই ঘরের দরজা গুলি খুলিয়া দিয়াছিল সে কোথায় গেল? যে পথ দিয়া আমি ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, যে দরজা সেই অদ্ভুত হস্ত দ্বারা উন্মোচন করিয়াছিল সেই পথ দিয়া ভিন্ন ঘরের ভিতরের লোক বাহির হইতে পারে না। তবে সে কোথায় গেল? তবে কি আমি কল্পনায় একখানি হস্ত রচনা করিয়া মনশ্চক্ষে দর্শন করিয়াছি? না না তাহা হইতে পারে না; আমি চর্ম্ম চক্ষেই হাত খানি অবলোকন করিয়াছি। একবার মনে হইল বাতাসে দরজা গুলি খুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলাম এমন কি বাহিরেও বাতাস বহিতেছে না। এইরূপ নানা চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া আমি সেই ঘর হইতে বাহির হইলাম এবং দরজা গুলি পুনরায় আবদ্ধ করিয়া টেবিলের নিকট গমন করিলাম।

বলা বাহুল্য চিঠি খানি তখনও শেষ হয় নাই, সুতরাং পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিলাম। লিখিতে লিখিতে বারম্বার সেই দরজা গুলির দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। ভয়েই বলুন আর যাহাতেই বলুন আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হইতে লাগিল। আমি কোন ক্রমেই লিখিতে পারিলাম না। অনেক কষ্টে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর আমি পত্রের শেষ কয়েক পংক্তি শেষ করিয়া নিম্নে স্বাক্ষর করিলাম।

পত্র খানি শেষ করিয়া যেমন আমি সেই দরজার দিকে দৃষ্টি-

পাত করিলাম, দেখিলাম ঘরের দরজা গুলি সম্পূর্ণ ভাবে খোলা রহিয়াছে এবং একটী দরজা দিয়া একজন লোক বাহির হইল। লোকটার পরিধানে পায়জামা, কাল জামা, শ্বেত কাপড়ের পাগড়ী। দেখিলেই হিন্দুস্থানী বলিয়া বোধ হয়।

লোকটা দালানে আসিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইল এবং কিছু দূরে থাকিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। পরে শরীরের উপরার্দ্ধ ঈষৎ সম্মুখে হেলাইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ললাট স্পর্শ করিল। পশ্চিমাঞ্চলে ভৃত্যগণ সম্মুখে আসিলে যেভাবে নমস্কার করে সেই লোকটা আমাকে ঠিক সেইরূপ করিয়া নমস্কার করিল। তাহার বক্ষে চাপরাস, কোমরে কোমরবন্ধ ঠিক যেন, রাজার চাপরাসি। তাঁহার মুখের রং তাম্রের মত ও ভাব শুষ্ক। দেখিবামাত্র সাহেবের মুখ বলিয়া ভ্রম জন্মে।

মুখ দেখিয়া সত্যই আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। আমার অত্যন্ত ভয় হইল. আমি একদৃষ্টে তাঁহার চাপরাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম সে অধিকক্ষণ দাঁড়াইল না। কিছু পরেই আর একবার আমায় নমস্কার করিয়া সে পুনরায় ঘরের ভিতর গিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

লোকটা নিকটে থাকিলে আমার যে পরিমাণে ভয় হইয়াছিল, সে অদৃশ্য হইবার পর আমার ভয় পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। তখন রাজার উপদেশ মনে পড়িল, তাঁহার গম্ভীর মুখ আমার স্মৃতি পথে পতিত হইল; তখন আমি বুঝিতে পারিলাম আমার অবস্থা বড় ভয় সঙ্কুল।

বাড়ীতে আমি ভিন্ন আর জন প্রাণী নাই। নিজের যে চাকরকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলাম, এই বিপদের সময়ে কেও

নিকটে নাই। মনে মনে তাহারই উপর যত ক্রোধ হইল। লোকটা ফিরিয়া আসিলে তাহাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলাম। ভাবিলাম সে নিশ্চয়ই তাহার আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়া আহারাদি করিয়া নিদ্রা যাইতেছে।

তখন ভাবিলাম করি কি! বাড়ীতে থাকিব? কি পলায়ন করিব? পলায়নের কথা মনে উদয় হইবামাত্র আপনার উপর কেমন ঘৃণা জন্মিল। ভাবিলাম কিছুক্ষণ পূর্ব্বে রাজার নিকট যে গর্ব্ব করিয়া আসিয়াছি এখান হইতে পলায়ন করিলে আমার সেই অহঙ্কার কোথায় থাকিবে? পলায়ন করা নিতান্ত ভীরুর কার্য্য। তদ্ভিন্ন যদিও পলায়ন করিতে হয় তবে সেও সহজ কার্য্য নহে। সেখান হইতে নিকটবর্ত্তী গ্রাম প্রায় এক ক্রোশ পথ। সেখানে গিয়া কাহাকেই বা ডাকিয়া আনিব? আমাকে চেনেই বা কে? এত পথ এতরাত্রে যাওয়াও নিতান্ত সামান্য কথা নহে। আমার কোথাও যাওয়া হইবে না, সেই বাড়ীতেই থাকিতে হইবে।

এইরূপে মনকে দৃঢ় করিয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলাম। রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর কিন্তু তখনও আমার আহার হয় নাই। বলিতে কি আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন একেবারে লোপ পাইয়াছিল।

শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলাম বটে, কিন্তু শয্যায় শয়ন করিতে পারিলাম না। মনে কেমন এক প্রকার আতঙ্ক হইল। শয্যার উপর উপবেশন করিয়া সেই দরজার দিকে এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম।

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এইরূপে বসিয়া রহিলাম। যে দরজা দিয়া

সেই মূর্ত্তি বাহির হইয়া ছিল, সেই দরজার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। মনে কতই অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তার উদয় হইতে লাগিল।

একবার মনে করিলাম আবার সেই ঘরের ভিতর গিয়া দেখিয়া আসি তখন সেখানে কোন লোক আছে কি না। ভাবিলাম পূর্ব্ববারে ভাল করিয়া দেখা হয় নাই; হয়ত ঘরের মধ্যে কোন গুপ্ত দ্বার আছে, হয়ত সেই পথ দিয়া যে কোন লোক সচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল ঘরের মেঝে ও চতুষ্পার্শ্বস্থ দেওয়াল চারিটী এত মসৃণ, এরূপ ভাবে পাথরের কাজ করা যে তন্মধ্যে কোন গুপ্ত দ্বার থাকা সম্ভবপর নহে। তদ্ভিন্ন সেই লোকের মুখ দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন শবদেহের মুখ। যখন সে হাত তুলিয়া আমায় নমস্কার করিল তখন আমি স্পষ্টই দেখিয়াছি, তাহার মুখ দেখিলে কোন জীবন্ত মানবের বলিয়া বোধ হইল না।

এইরূপ নানা চিন্তায় দুই ঘণ্টা অতীত হইলে পর আমি ভাবিলাম, হয়ত সেদিন আর কোন নূতন ব্যাপার ঘটিবে না। এই মনে করিয়া বিশ্রাম লাভার্থ শয্যায় শয়ন করিবার জন্য যেমন গাত্রোত্থান করিলাম অমনি সেই দ্বার আবার খুলিয়া গেল এবং গৃহমধ্য হইতে শ্বেত বসন পরিহিতা এক প্রৌঢ়া সুন্দরী বহির্গত হইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া বোধ হইল।

রমণী টেবিলের অপর পার্শ্বে আমার ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একটীবার মাত্র আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অতি বিনীতভাবে মস্তক অবনত করিলেন। উষারপূর্ণ চন্দ্রিমা সদৃশ বদনমণ্ডল যতক্ষণ না তাঁহার পীনোন্নত বক্ষ স্পর্শ

করিল ততক্ষণ তাহা অতি ধীরে ধীরে নত হইতেছিল। যদি আমার ভয় না হইত, যদি আমি সাহস করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে সেই অপরূপরূপের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিতাম।

রমণী মুখ অবনত করিয়া দুই হস্ত উত্তোলন করিলেন। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া এমনই ভাবে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন যেন তিনি আমার নিকট কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন।

যেরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন তাহাতে আমার বোধ হইয়াছিল তিনি কথা কহিবেন, কিন্তু আমার সে ধারণামিথ্যা হইল। তিনি কোন কথা কহা দূরে থাকুক কোন শব্দ পর্য্যন্ত করেন নাই। কেবল সেই ভাবে প্রায় পাঁচ মিনিট কাল আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আমার কথা কহিবার ইচ্ছা হইল। মনে করিলাম জিজ্ঞাসা করি তিনি কি চান। কিন্তু প্রথমে সাহসে কুলাইল না, ভয় হইল। পরে রমণাকে সেই সুদীর্ঘ কাল সম্মুখে দেখিয়া আমার সাহস হইল। আমি তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে অভিলাষ করিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে চেষ্টা করিলেও কথা কহিতে পারিলাম না। আমার মুখ শুকাইয়া গিয়া ছিল, জিহ্বা তালুতে সংলগ্ন হইয়া ছিল, বারম্বার চেষ্টা করিলাম কিন্তু আমার মুখদিয়া কথা বা কোন শব্দ নির্গত হইল না। আমি কেবল এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কেবল হতাশ-জাত সাহসেই আমি সেই রমণীর দিকে অনিমেষনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম

প্রায় পাঁচ মিনিট কাল সেই ভাবে থাকিয়া রমণী বাণ বিদ্ধা হরিনীর মত অতি দ্রুত অথচ লঘু পদবিক্ষেপে আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিলেন এবং যে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ছিলেন সেই গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে রমণী আবার সেই গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। আবার আমার দিকে আসিতে লাগিলেন, দেখিলাম তাঁহার হস্তে কিছু রহিয়াছে। কিন্তু কি ছিল তখন জানিতে পারিলাম না।

নিকটবর্ত্তিনী হইয়া রমণী আমার টেবিলের উপর তাঁহার হস্তস্থিত দ্রব্যটী নিক্ষেপ করিয়া তখনই সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। দেখিলাম আমার টেবিলের উপর এক সদ্যোজাত মৃত শিশু পড়িয়া রহিয়াছে।

শিশুটী যখন নিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল, তখন টেবিলটী এরূপ ভাবে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল এবং আমার এত ভয় হইয়াছিল যে সেখান হইতে পলায়নের চেষ্টায় আমি দাড়াইয়া উঠিয়া ছিলাম।

শিশুটী সেই টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল; কিন্তু সে কত-ক্ষণ? আমার বলিতে যত সময় যাইতেছে তাহার শতাংশের একাংশও নহে। প্রায় দশ সেকেণ্ডকাল সেইভাবে থাকিয়া শিশুটী অদৃশ্য হইয়া গেল। যতক্ষণ আমার দৃষ্টি সেই শিশুর উপর ছিল, ততক্ষণ সেও টেবিলের উপর ছিল। রমণীকে দেখিবার আশায় আমি যেমন সেই গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিব, অমনিই সেই শিশু আমার দৃষ্টিপথের অতীত হইল। পুনরায় যখন টেবিলের উপর

চাহিয়া দেখিলাম, তখন উহা শূন্য, উহাতে আমার দুই একটী জিনিষ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না ?

অতি কষ্টে আমি সচেতন ছিলাম। যেরূপ ভয়ে ভীত হইলে লোকে সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকে আমার ততোধিক ভয় হইয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমি অচেতন হইয়া পড়ি নাই।

যেমন দাঁড়াইয়া ছিলাম সেইমতই রহিলাম। সেখান হইতে যাইবার ইচ্ছা হইলেও সাহস হইল না। কিন্তু সেখান হইতে পলায়ন করিলে যদি তাহারা আমার প্রতি রাগান্বিত হয়, এই আশঙ্কায় আমি যেমন ছিলাম সেইরূপই রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই সেই গৃহ হইতে পূর্ব্ব কথিত চাপরাসি বাহির হইয়া আমারদিকে অগ্রসর হইল। টেবিলের পার্শ্বেই আমার বাতি জ্বলিতে ছিল। চাপরাসি সেই প্রজ্বলিত বাতি গ্রহণ করিল এবং আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে সঙ্কেত করিয়া অগ্রসর হইল.

আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। একবার ভাবিলাম যদি উহার সঙ্কেত মত অনুগমন করি আর যদি সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমায় কোন ভয়ঙ্কর স্থানে লইয়া যায় তাহা হইলে আজই আমার জীবনের শেষ দিন। এদিকে আবার যদি উহার অভিপ্রায় মত কার্য্য না করি, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই রাগান্বিত হইবে এবং আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত করিবে। কি করি; কে যেন বলিয়া দিল উহার ইচ্ছা মত কার্য্য কর। আমারও উহা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। ভাবিলাম এ পর্য্যন্ত যখন তাহারা আমার কোন ক্ষতি করে নাই

তখন এই চাপরাসির সঙ্কেত মত কার্য্য করাই উচিত। এই স্থির করিয়া আমি উহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলাম।

চাপরাসি বাতিদান হস্তে লইয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিল। একে একে প্রকোষ্ঠ গুলি অতিক্রম করিয়া ক্রমে সেই বাংলো হইতে বহির্গত হইল। বলা বাহুল্য আমিও তাহার পশ্চাতে ছিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাংলো খানির চারিদিকে খানিকটা যায়গা আছে। ঐ স্থানে নানা প্রকার বৃক্ষও রোপিত আছে। চাপরাসি বাংলো হইতে বাহির হইয়া একটী কাঁঠাল গাছের তথায় গিয়া দণ্ডায়মান হইল।

সেখানে আসিয়া আমার মস্তিষ্ক অনেকটা শীতল হইল। মৃদু মন্দ শীতল পবনে শরীর স্নিগ্ধ হইতে লাগিল, পূর্ণ চন্দ্রের বিমল কিরণ সিঞ্চিত বৃক্ষপত্র গুলি স্নেহময় দেখাইতে লাগিল, আমিও অনেকটা সুস্থ হইলাম।

যখন চাপরাসির নিকট আসিলাম, সে সেই কাঁঠাল গাছের একটী শাখায় সেই বাতি দানটী রাখিয়া একবার বৃক্ষটীর শিরোভাগ, আর একবার উহার মূল দেশের দিকে লক্ষ্য করিয়া দুইহস্তে বৃক্ষ মূলে মৃত্তিকা আঁচড়াইতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ মিনিট কাল এইরূপ করিয়া সে আমার দিকে দৃষ্টিপাতও না করিয়া বাগান অতিক্রম করিল এবং আরও কিছুদূর গিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

যে ভাবে সে কাঁঠালবৃক্ষের উপরিভাগ ও মূলদেশ লক্ষ্য করিয়াছিল তাহাতে বোধ হইল ঐ বৃক্ষের উপরে ও মূলে কোন ভয়ানক গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। তখন আমার অবস্থা এত

শোচনীয় যে আমার আর কোন রহস্য দেখিবার সাধ ছিল না। কতক্ষণে উষার আলোক প্রকটিত হইবে ও কতক্ষণে পক্ষিগণ প্রভাত গীতি গান করিবে, কতক্ষণে নির্ম্মল গগনে শুকতারা উদয় হইবে মনে মনে ইহাই ভাবিতে লাগিলাম।

সহসা পশ্চাতে কাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। ফিরিয়া দেখিলাম চারিজন অতি বলবান ব্যক্তি হস্তে যষ্ঠি লইয়া আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি ফিরিবামাত্র চারিজনেই আমায় এক এক সুদীর্ঘ সেলাম করিল। পরে একজন বলিল যে রাজাবাহাদুর আমার রক্ষার জন্য তাহাদিগকে সেখানে পাঠাইয়া-দিয়াছেন। তাহারা এতক্ষণে এই বাগানের চারিদিকে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। আমাকে কাঁঠাল বৃক্ষের তলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা আমার নিকটে জানিতে আসিয়াছে আমার কোন ক্ষতি হইয়াছে কি না। আমি তাহাদের মিথ্যা কথা শুনিয়া মনে মনে হাস্য করিলাম। রাজাবাহাদুর নিশ্চয়ই আমার রক্ষার্থ তাহদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া এখানে আইসে নাই। অন্য কোথাও কিন্তু এতক্ষণ ঘুমাইতেছিল।

মিথ্যাকথা জানিতে পারিলেও আমি তাহাদিগকে সে বিষয় কোন কথা বলিলাম না। বরং হাসিতে হাসিতে বলিলাম "তোমরা যথেষ্ট সাহসী ও বলবান; কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমার কোন ক্ষতি হয় নাই। সুতরাং তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন নাই।

ক্রমে ভোর হইল। পূর্ব্বাকাশে তরুণ অরুণ ভাতি প্রকাশিত হইল। চন্দ্রতারকাগণ ম্লান হইয়া গেল, পূর্ব্ব গগনে শুকতারা ফুটিল। পক্ষিকুল কুলায়ত্যাগ না করিয়া ঈশ্বরের নাম সংকীর্ত্তন

করিতে লাগিল। আমিও গাত্রোত্থান করিলাম। কিন্তু তখনও আমার হৃদয় কম্পিত হইতে ছিল, তখনও বাংলোর ভিতর প্রবেশ করিতে সাহস হইল না।

আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিলাম। আকাশ বেশ পরিষ্কার হইল। ক্রমে আমারও সাহস হইল, আমি বাংলোয় প্রবেশ করিলাম। যে গৃহে আমার পোর্টমেণ্ট ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ছিল সেই গৃহে গমন করিলাম এবং রাজার ভৃত্যগণের সাহায্যে সেগুলি সেখান হইতে বাহির করিয়া অপর কোন স্থানে গমন করিবার অভিপ্রায় করিলাম। রাজাবাহাদুর প্রথমে যে গৃহগুলি আমার বাসস্থানের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, অনুচরগণ তাহারই একটী গৃহে আমার জিনিষপত্র রাখিয়া দিল। আমি সেই ভূতের বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। কেন যে রাজা বাহাদুরের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম না, কেন যে ঐ নির্জ্জন স্থান আমার এত মনোনীত হইয়াছিল বলিতে পরি না। কিন্তু আর আমার সেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না।

একবার ইচ্ছা হইল সমস্ত কথা রাজার নিকট নিবেদন করি। কিন্তু পরক্ষণেই আমার সে বাসনা দূর হইল। ভাবিলাম গতকল্য যাঁহার নিকট এত অহঙ্কার করিয়া ছিলাম ভূত প্রেত বিশ্বাস করি না বলিয়া কতই উপহাস করিয়াছিলাম, এখন কোন মুখে তাঁহাকে সমস্ত সত্য ঘটনা বর্ণনা করিব। রাজা আমায় বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু তখন আমার চৈতন্য উদয় হয় নাই। আমি তাঁহার কথা অবহেলা করিয়া সেই ভূতের গৃহে আশ্রয় লইয়া ছিলাম। তিনি নিশ্চয়ই গত রাত্রের উপদ্রবের কথা জানেন সুতরাং তাঁহাকে বলিবার কোন প্রয়োজন নাই মনে করিলাম।

পূর্ব্বে রাজা বাহাদুর আমার বাসের জন্য কতক গুলি শূন্য গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, আমি তাহারই একটী গৃহ মনোনীত করিলাম এবং ভৃত্যগণকে সেই গৃহে আমার দ্রব্যাদি রাখিতে আদেশ করিলাম।

যথা সময়ে আমি নূতন বাড়ীতে আগমন করিলাম। আমার ভৃত্যও সেই দিন ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিলে সে প্রথমে বলিল সে তাহার আত্মীয়ের সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে বলিয়া সে গতরাত্রে তাহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই।

ভৃত্যের কথা আমার বিশ্বাস হইল না। আমি তাহাকে সত্য কথা বলিতে আদেশ করিলাম। বলিলাম যদি সে সত্য কথা না বলে তাহা হইলে তাহাকে আমার কর্ম্ম হইতে দূর করিয়া দিব। ভয়েই হউক আর যে কারণেই হউক সে সত্য কথা বলিতে স্বীকৃত হইল। বলিল যখন সে তাঁহার বাড়ী গমন করিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আহারাদির পর যখন সে তাহাদের নিকট সমস্ত কথা বলিয়া বিদায় লইতে গিয়াছিল, তখন তাহার আত্মীয় তাহাকে সেই ভূতের বাড়ীতে যাইতে নিষেধ করিল এবং সে বাড়ীতে রাত্রে যাহা যাহা হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা করিল তাঁহার কথা শুনিয়া আমার ভৃত্য ভীত হইয়া ছিল এবং রাত্রিতে আর আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে সাহস করে নাই।

সেইদিন সায়ংকালে আমি রাজা বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং পূর্ব্ব রাত্র কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছি জানিবার জন্য আমার নিকট বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি অগত্যা সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলাম শেষে বলিলাম আমি সে বাসা ত্যাগ

করিয়াছি এবং তিনি পূর্ব্বে আমার জন্য যে গৃহ গুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন তাহারই একটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।

রাজা বাহাদুর আমার কথায় দুঃখিত হইলেন। গত রাত্রে যে ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছি তজ্জন্য তিনিও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে অতি বিনীত ভাবে শান্ত করিলাম বলিলাম, দোষ আমার; আমি যখন তাঁহার উপরোধ, অনুরোধ রক্ষা না করিয়া স্বইচ্ছায় সেই বাংলোয় গিয়াছিলাম তখন আর তাঁহার দোষ কি!

এইরূপে রাজাকে শান্ত করিয়া, আমি নূতন গৃহে বাস করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য সে রাত্রে সেখানে আর কোন প্রকার দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হইল না। সেই দিন হইতে আমি সুস্থচিত্তে রাজা বাহাদুরের কর্ম্মে মন সংযোগ করিলাম।

ক্রমে দিন কাটিতে লাগিল। সেই বাংলোতে কেন যে ঐ প্রকার ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে জানিবার জন্য আমি অনেককে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেকেই কোন কথা বলিতে পারিল না। অবশেষে এক বৃদ্ধ প্রতিবেশীর কথা আমার মনে লাগিল। তিনি যাহা বলিলেন তাহাই যুক্তি সংগত বলিয়া বোধ হইল।

তিনি বলিলেন "বাংলোখানি এক নীলকর সাহেবের ছিল। নীলের কার্য্যে তিনি প্রথম প্রথম বেশ দুই টাকা রোজগার করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহার ব্যাবসায়ের অধোগতি হওয়ায় তিনি এক ইংরাজকে সেই বাংলোখানি বিক্রয় করিয়া বিলাতে চলিয়া যান।

যিনি সেই বাংলোখানি ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি একজন

সৈনিক। কার্য্যবশতঃ একসময়ে তাহাকে দূর দেশে যাইতে হইয়া ছিল। বিদেশে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে সে শুনিতে পাইল তাহার স্ত্রী একজন ভৃত্যের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছে।

যে দিন তিনি ঐ সংবাদ শ্রবণ করিলেন, সেই দিনই তিনি গোপনে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া সত্বর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। যখন বাড়ীতে অসিলেন তখন রাত্রি এগরটা। গৃহে আসিয়াই সে স্ত্রীর নিকট গমন করিল, তাহার বাহ্যিক আকার দর্শন করিয়া ইংরেজের ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া স্ত্রীকে এমন পদাঘাত করিলেন যে সেই এক আঘাতেই তাহার গর্ভস্রাব হইল এবং উদরস্থ শিশু অসময়ে ভূমিষ্ঠ হইল কিন্তু সে মৃতাবস্থায় পড়িয়াছিল। তখনই ডাক্তার আনীত হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শিশুটী মৃতই প্রসবিত হইয়াছিল। তাহার জননী সেই সদ্য প্রসূতা ইংরাজ মহিলাও তাহার অব্যবহিত পরেই মৃত্যু মুখে পতিত হইযাছিল।

ইংরাজ সৈনিক দুইটী প্রাণীসংহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না। তিনি সেই ভৃত্যের অন্বেষণে বিশেষ যত্ন করিলেন এবং অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাহাকে নিকটে দেখিয়া সিংহের ন্যায় প্রবল পরাক্রমে তাহাকে আক্রম করিলেন। ভৃত্য পূর্ব্বেই, জানিতে পারিয়া সে সেখান হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু পারিল না। কিছুক্ষণ পরেই তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইল। আরও শোনা গেল যে গত রাত্রে সেই ভূত ভৃত্য যে কাঁঠাল গাছটী বারম্বার দেখাইয়াছিল, বোধ হয় আমাকে সেই গাছের নীচে এখনও কোন প্রকার দ্রব্য গোপনে প্রোথিত আছে। অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহা আমায় দেখাইয়া দিল।

বলা বাহুল্য ইংরাজ সৈনিক অভিমানে ও ক্রোধে অগ্রে স্ত্রীকে পরে ভৃত্যকে হত্যা করিয়া ঐ গাছের নীচে পুতিয়া রাখিয়াছে। সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইল যে সেই রমণী, তাহার উপপতি, সেই ভৃত্যের সহিত পলায়ন করিয়াছে। যখন উভয়ের কাহকেও দেখা যায় নাই, তখন লোকে সন্দেহ মনে করে যে সেই রমণী তাহার উপপতির সহিত এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কথা কি তাহা কেহ এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই।

---

সম্পূর্ণ।